Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्टाक प्रमाणीकरण १९८४-१९८५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
पुस्तकालय

विषय संख्या
पुस्तक संख्या
आगत पञ्जिका संख्या

पुस्तक पर किसी प्रकार का निशान लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से अधिक समय तक पुस्तक अपने पास न रखें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ওঁ নমোভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্‌ভাগবতম্।

শ্রীমদ্‌ভাগবতম্

CHECKED 1973
Initial ....

মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীতম্।

শ্রীধরস্বামিকৃত-ভাবার্থদীপিকা-সহিতম্।

শ্রীযুক্ত শশধর বেদান্তপুরাণজ্যোতিস্তীর্থকৃতান্বয়ানুবাদসহিতম্
শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্যকৃতপুষ্পাঞ্জলিব্যাখ্যাসমেতম্
তেনৈব সম্পাদিতং প্রকাশিতং চ।

দশমস্কন্ধস্য প্রথমখণ্ডম্

(প্রথম সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান :—"ভারতীয়শাস্ত্রপরিষৎ"
১০।২, ঠাকুর ক্যাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য, ১০।২ ঠাকুর ক্যাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রভু প্রেস, ৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দশমস্কন্ধ-সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

১।	যদুবংশে অবতীর্ণ বিষ্ণুর অবতার বিষয়ে পরীক্ষিতের প্রশ্ন ও কৃষ্ণলীলা শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ	২
২।	শুকদেব কর্ত্তৃক কৃষ্ণাবতারের হেতু বর্ণন	২
৩।	ভারাক্রান্তা পৃথিবীর ব্রহ্মার নিকটে গমনপূর্ব্বক দুঃখ নিবেদন ...	১২
৪।	ব্রহ্মাদি দেবগণের ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গমনপূর্ব্বক ভগবানের স্তব ...	১৪
৫।	আকাশ বাণীতে ভগবানের আবির্ভাবের কথা শ্রবণ করিয়া দেবগণকে মথুরায় জন্মগ্রহণ করিবার জন্য ব্রহ্মার আদেশ	১৬
৬।	দেবকীকে বিবাহ করিয়া বসুদেবের নিজগৃহে যাত্রাকালে কংসের প্রতি আকাশবাণী ...	১৭
৭।	দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র হইতে মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণে কংসের দেবকীকে বধ করিবার উদ্যম	১৭
৮।	বসুদেবের যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা কংসকে সান্ত্বনা প্রদান	১৮
৯।	পুত্র দানের প্রতিশ্রুতিতে কংসের দেবকী বধ হইতে নিবৃত্তি	[illegible]
১০।	বসুদেবের স্বগৃহের গমন	২৫
১১।	বসুদেবের প্রথম পুত্রকে কংসের হস্তে প্রদান	২৫
১২।	বসুদেবের মহত্ত্ব দর্শনে সেই পুত্রকে কংস কর্ত্তৃক বসুদেবকে প্রত্যর্পণ ...	২৬
১৩।	কংসের নিকট দেবর্ষি নারদের আগমন ও কংসবধের জন্য দেবগণের চক্রান্ত বর্ণন ...	২৭
১৪।	তচ্ছ্রবণে কংসের বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে স্থাপন ও বিষ্ণুসন্দেহে দেবীর ছয়টি পুত্রের নিধন	২৭
১৫।	যাদবগণকে দেবতা জানিয়া তাহাদের প্রতি কংসের অত্যাচার ...	২৭
১৬।	পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া কংসের রাজ্য শাসন ...	২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

১।	দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরামের আবির্ভাব	২৮
২।	দেবকীর সপ্তম গর্ভকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিবার জন্য যোগমায়ার প্রতি বিষ্ণুর আদেশ	৩০
৩।	বসুদেবের হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব, সেজন্য বসুদেবের সূর্য্যের মত তেজস্বিতা ও অসাধারণ প্রভাব কথন	৩৫
৪।	বসুদেবের হৃদয় হইতে ভগবানের দেবকী হৃদয়েগমন কথন	৩৬
৫।	দেবকীর তেজঃপূর্ণ অঙ্গকান্তি দেখিয়া ভগবদাবির্ভাব-শঙ্কায় কংসের দুশ্চিন্তা বর্ণন ...	৩৮
৬।	ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক গর্ভস্থ বিষ্ণুর স্তব	৪০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিবেদন

শারদ-পূর্ণিমার স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ-শান্তিময়-চন্দ্রিকাকুল-মণ্ডিত নয়নানন্দকর চন্দ্রমার ন্যায় সুগভীর ভাব সুমধুর রস সুললিত ভাষা অদ্ভুত বিন্যাস-শৈলী ও বিবিধ বর্ণনাবলী-সমুদ্ভাসিত যে অপূর্ব্ব শাস্ত্র ত্রিতাপ-সন্তপ্ত বিশ্ববাসীকে পরম মঙ্গলময় সুস্নিগ্ধ শান্তি-নির্ঝরে সুস্নাত করিয়া দিয়া পরমানন্দ-হিল্লোলে নিমগ্ন করিয়া দিয়া আসিতেছেন সেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আর কোনই প্রয়োজন হইবে না। প্রচণ্ড নিদাঘের প্রখর খরাংশুর প্রতপ্ততাপে সন্তপ্ত জীবনিকর যেমন পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর স্বচ্ছ সুশীতল বারিপূরে অবগাহন করিয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখ অনুভব করেন, সেইরূপ সংসারের বিবিধতাপে সন্তপ্ত জীবকুল কোন সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরমপাবন মঙ্গলময় সুমধুর সংস্পর্শে আসিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ এক অপূর্ব্ব শান্তি-প্রপাতে প্রাণ মন ইন্দ্রিয় ও আত্মাকে সুতর্পিত করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

এই মহাশাস্ত্রে সমস্ত শাস্ত্রেরই সারমর্ম্মগুলি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কি জ্ঞান কি ভক্তি কি কর্ম্ম কি যোগ কি আচার কি অধ্যাত্ম-সাধনার সমস্ত বিষয়গুলিই এই শাস্ত্রে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, যাবজ্জীবন কেবল শ্রীমদ্‌ভাগবতের সেবা করিলেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারা যায়, এরূপ অধ্যাত্মশাস্ত্র আর জগতে দেখা যায় না, দর্শন শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বগুলি অতি সুন্দর ও সরলভাবে ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রের ত কথাই নাই, যদি কেহ ভক্তিরসের অলৌকিক মাধুর্য্যসাগরে অবগাহন করিয়া জীবনকে শান্তিময় করিতে অভিলাষী হন তিনি অমৃতময় হরিলীলার সুমধুর নির্ঝরপূর্ণ ও সুললিত পদবাক্যাবলীর অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে অলঙ্কৃত ভাগবতসাগরের সুধাময় হিল্লোলে নিরন্তর অবগাহন করুন নিশ্চয় কৃতকৃতার্থ হইবেন। শ্রীভগবান্ নিজের অপ্রাকৃত তত্ত্বনিচয় জগতে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই স্বয়ং বেদব্যাসরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই বেদব্যাসের নিখিল বিদ্যার চরম পরিণতিই হইল শ্রীমদ্‌ভাগবত। অধ্যাত্মবিদ্যার মুকুটমণি বেদান্তদর্শনের পরম তাৎপর্য্য এই ভাগবতেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য বলা হইয়া থাকে, এ বিষয়ে পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ॥"

অর্থাৎ এই শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থখানি ব্রহ্মসূত্রের বিস্তৃত অর্থ, মহাভারতের অর্থ ইহাতেই নির্ণীত হইয়াছে, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ যেমন শ্রেষ্ঠ সেইরূপ ইহাই সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ ইহার বক্তা। স্বতঃসিদ্ধগুণগৌরবে শ্রীমদ্‌ভাগবত জগতে সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি হইয়া উঠিয়াছেন। মহামনীষী শ্রীধরস্বামী ঠিকই বলিয়াছেন 'বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি' এই গ্রন্থের সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও ভাষাব্যাখ্যা দেড়শতেরও অধিক হইয়াছে, জগতে আজ পর্যন্ত কোন শাস্ত্রেরই এত অধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব দেখুন এই শাস্ত্রখানি সমাজে কতদূর সমাদৃত ও পূজিত হইয়াছেন।

এ হেন ভাগবতের পরমগৌরবোজ্জ্বল মহিমা দর্শন করিতে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া প্রখর মধ্যাহ্ন-ভাস্করের অত্যুজ্জ্বল-কিরণ-জাল-দর্শনে ব্যথিত ও অন্ধ উলূকের মত মৎসরপূর্ণ একদল লোক এই শাস্ত্ররত্নকে অপ্রামাণিক প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ অপচেষ্টা করিয়া থাকে, তাহারা বলে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণকার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দশমস্কন্ধ-সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

১। যদুবংশে অবতীর্ণ বিষ্ণুর অবতার বিষয়ে পরীক্ষিতের প্রশ্ন ও কৃষ্ণলীলা শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ … … … ২
২। শুকদেব কর্ত্তৃক কৃষ্ণাবতারের হেতু বর্ণন … … ২
৩। ভারাক্রান্তা পৃথিবীর ব্রহ্মার নিকটে গমনপূর্ব্বক দুঃখ নিবেদন … ১২
৪। ব্রহ্মাদি দেবগণের ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গমনপূর্ব্বক ভগবানের স্তব … ১৪
৫। আকাশ বাণীতে ভগবানের আবির্ভাবের কথা শ্রবণ করিয়া দেবগণকে মথুরায় জন্মগ্রহণ করিবার জন্য ব্রহ্মার আদেশ … … … ১৪
৬। দেবকীকে বিবাহ করিয়া বসুদেবের নিজগৃহে যাত্রাকালে কংসের প্রতি আকাশবাণী … ১৭
৭। দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র হইতে মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণে কংসের দেবকীকে বধ করিবার উদ্যম ১৭
৮। বসুদেবের যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা কংসকে সান্ত্বনা প্রদান … … ১৮
৯। পুত্র দানের প্রতিশ্রুতিতে কংসের দেবকী বধ হইতে নিবৃত্তি … … ২৫
১০। বসুদেবের স্বগৃহের গমন … … … ২৫
১১। বসুদেবের প্রথম পুত্রকে কংসের হস্তে প্রদান … … ২৫
১২। বসুদেবের মহত্ত্ব দর্শনে সেই পুত্রকে কংস কর্ত্তৃক বসুদেবকে প্রত্যর্পণ … ২৬
১৩। কংসের নিকট দেবর্ষি নারদের আগমন ও কংসবধের জন্য দেবগণের চক্রান্ত বর্ণন … ২৭
১৪। তচ্ছ্রবণে কংসের বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে স্থাপন ও বিষ্ণুসন্দেহে দেবীর ছয়টি পুত্রের নিধন … … ২৭
১৫। যাদবগণকে দেবতা জানিয়া তাহাদের প্রতি কংসের অত্যাচার … ২৭
১৬। পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া কংসের রাজ্য শাসন … ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরামের আবির্ভাব … … ২৮
২। দেবকীর সপ্তম গর্ভকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিবার জন্য যোগমায়ার প্রতি বিষ্ণুর আদেশ … … … ৩০
৩। বসুদেবের হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব, সেজন্য বসুদেবের সূর্য্যের মত তেজস্বিতা ও অসাধারণ প্রভাব কথন … … … ৩৫
৪। বসুদেবের হৃদয় হইতে ভগবানের দেবকী হৃদয়েগমন কথন … … ৩৬
৫। দেবকীর তেজঃপূর্ণ অঙ্গকান্তি দেখিয়া ভগবদাবির্ভাব-শঙ্কায় কংসের দুশ্চিন্তা বর্ণন … ৩৮
৬। ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক গর্ভস্থ বিষ্ণুর স্তব … … ৪০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিবেদন

শারদ-পূর্ণিমার স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ-শান্তিময়-চন্দ্রিকাকুল-মণ্ডিত নয়নানন্দকর চন্দ্রমার ন্যায় সুগভীর ভাব সুমধুর রস সুললিত ভাষা অদ্ভুত বিন্যাস-শৈলী ও বিবিধ বর্ণনাবলী-সমুদ্ভাসিত যে অপূর্ব্ব শাস্ত্র ত্রিতাপ-সন্তপ্ত বিশ্ববাসীকে পরম মঙ্গলময় সুস্নিগ্ধ শান্তি-নির্ঝরে সুস্নাত করিয়া দিয়া পরমানন্দ-হিল্লোলে নিমগ্ন করিয়া দিয়া আসিতেছেন সেই শ্রীমদ্ভাগবতের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আর কোনই প্রয়োজন হইবে না। প্রচণ্ড নিদাঘের প্রখর খরাংশুর প্রতপ্ততাপে সন্তপ্ত জীবনিকর যেমন পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর স্বচ্ছ সুশীতল বারিপূরে অবগাহন করিয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখ অনুভব করেন, সেইরূপ সংসারের বিবিধতাপে সন্তপ্ত জীবকুল কোন সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের পরমপাবন মঙ্গলময় সুমধুর সংস্পর্শে আসিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ এক অপূর্ব্ব শান্তি-প্রপাতে প্রাণ মন ইন্দ্রিয় ও আত্মাকে সুতর্পিত করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

এই মহাশাস্ত্রে সমস্ত শাস্ত্রেরই সারমর্ম্মগুলি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কি জ্ঞান কি ভক্তি কি কর্ম্ম কি যোগ কি আচার কি অধ্যাত্ম-সাধনার সমস্ত বিষয়গুলিই এই শাস্ত্রে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, যাবজ্জীবন কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারা যায়, এরূপ অধ্যাত্মশাস্ত্র আর জগতে দেখা যায় না, দর্শন শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বগুলি অতি সুন্দর ও সরলভাবে ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রের ত কথাই নাই, যদি কেহ ভক্তিরসের অলৌকিক মাধুর্য্যসাগরে অবগাহন করিয়া জীবনকে শান্তিময় করিতে অভিলাষী হন তিনি অমৃতময় হরিলীলার সুমধুর নিঝরপূর্ণ ও সুললিত পদবাক্যাবলীর অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে অলঙ্কৃত ভাগবতসাগরের সুধাময় হিল্লোলে নিরন্তর অবগাহন করুন নিশ্চয় কৃতকৃতার্থ হইবেন। শ্রীভগবান্ নিজের অপ্রাকৃত তত্ত্বনিচয় জগতে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই স্বয়ং বেদব্যাসরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই বেদব্যাসের নিখিল বিদ্যার চরম পরিণতিই হইল শ্রীমদ্ভাগবত। অধ্যাত্মবিদ্যার মুকুটমণি বেদান্তদর্শনের পরম তাৎপর্য্য এই ভাগবতেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য বলা হইয়া থাকে, এ বিষয়ে পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ॥"

অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি ব্রহ্মসূত্রের বিস্তৃত অর্থ, মহাভারতের অর্থ ইহাতেই নির্ণীত হইয়াছে, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ যেমন শ্রেষ্ঠ সেইরূপ ইহাই সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ ইহার বক্তা। স্বতঃসিদ্ধগুণগৌরবে শ্রীমদ্ভাগবত জগতে সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি হইয়া উঠিয়াছেন। মহামনীষী শ্রীধরস্বামী ঠিকই বলিয়াছেন 'বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি' এই গ্রন্থের সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও ভাষাব্যাখ্যা দেড়শতেরও অধিক হইয়াছে, জগতে আজ পর্যন্ত কোন শাস্ত্রেরই এত অধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব দেখুন এই শাস্ত্রখানি সমাজে কতদূর সমাদৃত ও পূজিত হইয়াছেন।

এ হেন ভাগবতের পরমগৌরবোজ্জল মহিমা দর্শন করিতে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া প্রখর মধ্যাহ্ন-ভাস্করের অত্যুজ্জল-কিরণ-জাল-দর্শনে ব্যথিত ও অন্ধ উলূকের মত মৎসরপূর্ণ একদল লোক এই শাস্ত্ররত্নকে অপ্রামাণিক প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ অপচেষ্টা করিয়া থাকে, তাহারা বলে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণকার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বোপদেব গোস্বামী ভাগবতের রচয়িতা, এ বিষয়ে সুধী সমাজকে বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি, ইতিহাসে দেখা যায় প্রায় ৭০০ বর্ষ পূর্ব্বে ১১৮২ শকাব্দে "পক্ষবসুধরেন্দুমে" বোপদেব গোস্বামী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনি ভাগবত অবলম্বন করিয়া মুক্তাফল নামে একখানি প্রকরণ গ্রন্থ, হরিলীলা নামে ভাগবতের একখানি সূচীপত্র গ্রন্থ ও পরমহংসপ্রিয়া নামে একখানি টীকা গ্রন্থ রচনা করেন, মধুসূদন সরস্বতী হরিলীলা গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। বেদান্তের বিখ্যাত ভাষ্যকার মধ্বাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থে ভাগবতের বহু শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ১১১১ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, সুতরাং মধ্বাচার্য্য বোপদেব গোস্বামীর ৭১ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, সুতরাং ভাগবত কখনই বোপদেবের রচিত হইতে পারে না, প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কাশীর গভর্ণমেণ্ট কলেজের লাইব্রেরীয়ান বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ ত্রিবেদী মহাশয় কলিকাতার রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে তিনি ৮শত বৎসরের হস্তলিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ দেখিয়াছেন রাজেন্দ্র বাবু স্বয়ং আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। এবং শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য অনন্তানন্দ গিরি তৎকৃত শঙ্করবিজয় গ্রন্থে শঙ্করের উপমা দিবার সময় বলিয়াছেন "পরীক্ষিৎপ্রবোধসময়ে শুকমুনিরিব" অর্থাৎ পরীক্ষিৎকে জ্ঞান উপদেশ দিবার সময় শুকদেবের মত শঙ্কর ছিলেন, ইহা যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের ঘটনা অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই, শঙ্করাচার্য্য ৭১০ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

"ব্যোমভূবাজিসংখ্যাকে শালিবাহনকে শুভে।
বিভবে হব্দে শুক্লপক্ষে বৈশাখে দশমীতিথৌ।
শ্রীশঙ্করঃ প্রাতুরাসীদ্ ব্রাহ্মণ্যস্থিতিগুপ্তয়ে" ॥

অর্থাৎ ৭১০ শকাব্দে বিভব বৎসরে বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষে দশমী তিথিতে ব্রাহ্মণ্যমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, শঙ্করাচার্য্য একশত বৎসর জীবিত ছিলেন, ইহা অনন্তানন্দগিরিই বলিয়াছেন, বেদব্যাস নাকি শঙ্করকে একশত বৎসর জীবিত থাক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন— "করেণানীয় গঙ্গাম্বু জীব ত্বং শরদাং শতম্" অর্থাৎ বেদব্যাস স্বহস্তে গঙ্গাজল আনিয়া বলিলেন তুমি একশত বৎসর জীবিত থাক। এবং দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রে শঙ্করই বলিতেছেন, "পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধি-সেবাকুলতয়া ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি" অর্থাৎ আমি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছি কারণ তাঁহাদের উপাসনা করিতে হইলে বহুবিধ বিধির সেবা করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িতে হয়, আমার বয়স পঁচাশী বৎসরের অধিক অতিবাহিত হইয়াছে এই সময় আমি তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হইলায ইত্যাদি, অতএব শঙ্করাচার্য্য অষ্টম শকাব্দের লোক ছিলেন, তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য অনন্তানন্দ গিরিও যে অষ্টম শকাব্দেরই লোক তাহা বলাই বাহুল্য, তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তখন বোপদেব গোস্বামী কোথায়? এখনও কি ভগবদ্‌বিদ্বেষী ধূর্ত্ত পাষণ্ডগণ চিৎকার করিতে সাহস করিবে যে শ্রীমদ্‌ভাগবত বোপদেবের রচিত? অতএব শ্রীমদ্‌ভাগবত স্বতঃসিদ্ধ প্রভাবেই গৌরবোজ্জল মহিমায় মণ্ডিত হইয়া জগতে শাস্ত্রসমাজে চিরদিন অত্যুজ্জল রত্নরূপে সমুদ্ভাসিত থাকিবেনই।

ত্রিভুবনতারিণী ভগবতী ভাগীরথীর পূতপ্রবাহের মত পবিত্রতম এই ভাগবতের কিঞ্চিৎ সেবা করিয়া নিজেকে কৃতার্থ করিব বলিয়া বহুদিন হইতেই একান্ত বাসনা উদিত হইয়াছে, কিন্তু গত যুদ্ধের জন্য নানাবিধ বাধা বিঘ্নে তাহা পরিণত হইতে পায় নাই। এক্ষণে ভগবৎকৃপায় এই পবিত্র মঙ্গলময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম স্কন্ধ হইতেই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রণ-ব্যয় অত্যন্ত অধিক হওয়ায় এবং কাগজ সংগ্রহ করাও দুষ্কর বলিয়া আপাতত সে উদ্যম স্থগিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাখিতে বাধ্য হইলাম। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সুমধুর কৃষ্ণলীলাপূর্ণ দশমস্কন্ধটি ভক্তগণের বিশেষ প্রীতিকর হয় বলিয়া এক্ষণে এই অংশটিই প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, পরে প্রথম স্কন্ধ হইতে প্রকাশ করিব বলিয়া বিশেষ আশা পোষণ করিতেছি, এই শাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যাই সাম্প্রদায়িকতাশূন্য নিরঙ্কুশ ব্যাখ্যা বলিয়া সমাজে সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছে, এবং সকল ব্যাখ্যাকারই শ্রীধরের ব্যাখ্যাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া গিয়াছেন, সেইজন্য এই ব্যাখ্যাই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল; শ্রীধরের ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহার তাৎপর্য্য গভীর ও দুর্ব্বোধ, অথচ অনেক পাঠকই শ্রীধরের ব্যাখ্যা বুঝিবার জন্য আগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব ভক্ত পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য দুর্ব্বোধ শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীধরী ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি নামে একটি ভাষা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা না করিয়া গ্রন্থের যথাশ্রুত অর্থই প্রকাশ করা হইয়াছে, ভাগবতের দুর্ব্বোধ তত্ত্বগুলি বুঝিবার পক্ষে এই অভিনব ব্যাখ্যা যদি পাঠকবর্গের কিঞ্চিন্মাত্রও সেবা করিতে পারে তাহলে নিজেকে সফলশ্রম মনে করিয়া কৃতার্থ হইব। অশেষ স্নেহভাজন শ্রীমান্ শশধর বেদান্ত পুরাণ জ্যোতিস্তীর্থ এই গ্রন্থের অন্বয় ও অনুবাদ করিয়া দিয়া বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন ভগবান শ্রীমান্‌কে অশেষ কল্যাণভাজন করুন। আমিই অন্বয় ও অনুবাদ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, এবং প্রথম স্কন্ধের অন্বয় ও অনুবাদ শেষ করিয়াছি, কিন্তু শ্রীমান্ অন্বয় অনুবাদ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় শ্রীমান্‌কেই ভার দিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কাগজের অভাবে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম, এ সময়ে কাগজ যেমন দুর্ম্মূল্য তেমনই অত্যন্তই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, একখানি পত্র লিখিবার মত কাগজও বাজারে পাওয়া যায় না; কিন্তু শ্রীভগবানের অপার করুণায় জোড়াসাঁকো নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ ভগবৎপরায়ণ সমাজসেবী সদাশয় শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ হালদার মহাশয় সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে প্রচুর কাগজ ক্রয় করিয়াদিলেন, এবং মিল হইতে কাগজ সংগ্রহ করিবার জন্য সিমলা নিবাসী পরোপকারী সহৃদয় উদারপ্রকৃতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছেন, এজন্য এই দুইজন মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে ইঁহাদের কল্যাণ করুন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধুর-কিশোর

চরণযুগল পরমকোমল নীলকমল খেলে রে
শিঞ্জন করে মঞ্জীর-বর চারুচরণ চুম্বি রে
কাঞ্চীদাম কাম-কাম বাম-কটীতে আঁটি রে
নীলকান্তপ্রস্তরনিভ বিস্তরতর বক্ষ রে
রতন-খচিত-বলয়-ললিত বেণুকলিত বাহু রে
নববনমালা যেন শশিকলা শ্যামলগলে দোলে রে
নধর অধরে বাঁশরী বিহরে গুঞ্জরে অলিপুঞ্জ রে
তিলফুলকুল জিনিয়া অতুল মুক্তাযুক্ত নাসা রে
মণ্ডিত করি গণ্ডযুগল কুণ্ডলযুগ দোলে রে
পঙ্কজবরে শঙ্কিত করে বঙ্কিম-কম আঁখি রে
পূর্ণ-ইন্দু তিলক-বিন্দু উজ্জ্বলভালে খেলে রে
ভৃঙ্গনিকরে লজ্জিত করে সজ্জিত কচরাশি রে
আনন সুখ-কানন করে ময়ূরপুচ্ছগুচ্ছ রে
চন্দ্রবৃন্দনিন্দক অতিসুন্দর মুখবিম্ব রে
মন্মথশতদর্পনিহত উত্তমতম কান্তি রে
ইন্দীবরে নিন্দিত করে শ্যামল রূপরাশি রে
বসন ভূষণ হসন দশন ভাষণ মনমুগ্ধ রে
ভক্তহৃদয় রিক্ত দেখিয়া ভক্তিসলিলে সিক্ত রে
পুণ্যকণিকা গণ্য করিয়া ধন্য করিতে ভক্তে রে
আসিয়া হৃদি বাসিয়া ভাল হাঁসির করে রাশি রে
শান্তি-সরিতে প্রীতি-অমৃতে মজ্জিতচিত ভক্ত রে
ব্যর্থ জীবন সার্থক করি আর্ত্তজগতে আসি রে
প্রাণ ভরিয়া সাধ পূরিয়া মধুর-কিশোরে হের রে
কাঞ্চন যথা সঞ্চয় করে অঞ্চল ভরি দীন রে
মধুর-মধুরে রূপসাগরে চারুমরাল খেলে রে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাখিতে বাধ্য হইলাম। শ্রীমদ্ভাগবতের সুমধুর কৃষ্ণলীলাপূর্ণ দশমস্কন্ধটি ভক্তগণের বিশেষ প্রীতিকর হয় বলিয়া এক্ষণে এই অংশটিই প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, পরে প্রথম স্কন্ধ হইতে প্রকাশ করিব বলিয়া বিশেষ আশা পোষণ করিতেছি, এই শাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যাই সাম্প্রদায়িকতাশূন্য নিরঙ্কুশ ব্যাখ্যা বলিয়া সমাজে সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছে, এবং সকল ব্যাখ্যাকারই শ্রীধরের ব্যাখ্যাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া গিয়াছেন, সেইজন্য এই ব্যাখ্যাই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল; শ্রীধরের ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহার তাৎপর্য্য গভীর ও দুর্ব্বোধ, অথচ অনেক পাঠকই শ্রীধরের ব্যাখ্যা বুঝিবার জন্য আগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব ভক্ত পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য দুর্ব্বোধ শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীধরী ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি নামে একটি ভাষা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা না করিয়া গ্রন্থের যথাশ্রুত অর্থই প্রকাশ করা হইয়াছে, ভাগবতের দুর্ব্বোধ তত্ত্বগুলি বুঝিবার পক্ষে এই অভিনব ব্যাখ্যা যদি পাঠকবর্গের কিঞ্চিন্মাত্রও সেবা করিতে পারে তাহলে নিজেকে সফলশ্রম মনে করিয়া কৃতার্থ হইব। অশেষ স্নেহভাজন শ্রীমান্ শশধর বেদান্ত পুরাণ জ্যোতিস্তীর্থ এই গ্রন্থের অন্বয় ও অনুবাদ করিয়া দিয়া বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন ভগবান শ্রীমান্‌কে অশেষ কল্যাণভাজন করুন। আমিই অন্বয় ও অনুবাদ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, এবং প্রথম স্কন্ধের অন্বয় ও অনুবাদ শেষ করিয়াছি, কিন্তু শ্রীমান্ অন্বয় অনুবাদ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় শ্রীমান্‌কেই ভার দিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কাগজের অভাবে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম, এ সময়ে কাগজ যেমন দুর্মূল্য তেমনই অত্যন্তই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, একখানি পত্র লিখিবার মত কাগজও বাজারে পাওয়া যায় না; কিন্তু শ্রীভগবানের অপার করুণায় জোড়াসাঁকো নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ ভগবৎপরায়ণ সমাজসেবী সদাশয় শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ হালদার মহাশয় সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে প্রচুর কাগজ ক্রয় করিয়াদিলেন, এবং মিল হইতে কাগজ সংগ্রহ করিবার জন্য সিমলা নিবাসী পরোপকারী সহৃদয় উদারপ্রকৃতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছেন, এজন্য এই দুইজন মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে ইঁহাদের কল্যাণ করুন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধুর-কিশোর

চরণযুগল পরমকোমল নীলকমল খেলে রে
শিঞ্জন করে মঞ্জীর-বর চারুচরণ চুম্বি রে
কাঞ্চীদাম কাম-কাম বাম-কটীতে আঁটি রে
নীলকান্তপ্রস্তরনিভ বিস্তরতর বক্ষ রে
রতন-খচিত-বলয়-ললিত বেণুকলিত বাহু রে
নববনমালা যেন শশিকলা শ্যামলগলে দোলে রে
নধর অধরে বাঁশরী বিহরে গুঞ্জরে অলিপুঞ্জ রে
তিলফুলকুল জিনিয়া অতুল মুক্তাযুক্ত নাসা রে
মণ্ডিত করি গণ্ডযুগল কুণ্ডলযুগ দোলে রে
পঙ্কজবরে শঙ্কিত করে বঙ্কিম-কম আঁখি রে
পূর্ণ-ইন্দু তিলক-বিন্দু উজ্জ্বলভালে খেলে রে
ভৃঙ্গনিকরে লজ্জিত করে সজ্জিত কচরাশি রে
আনন সুখ-কানন করে ময়ূরপুচ্ছগুচ্ছ রে
চন্দ্রবৃন্দনিন্দক অতিসুন্দর মুখবিম্ব রে
মন্মথশতদর্পনিহত উত্তমতম কান্তি রে
ইন্দীবরে নিন্দিত করে শ্যামল রূপরাশি রে
বসন ভূষণ হসন দশন ভাষণ মনমুগ্ধ রে
ভক্তহৃদয় রিক্ত দেখিয়া ভক্তিসলিলে সিক্ত রে
পুণ্যকণিকা গণ্য করিয়া ধন্য করিতে ভক্তে রে
আসিয়া হৃদি বাসিয়া ভাল হাঁসির করে রাশি রে
শান্তি-সরিতে প্রীতি-অমৃতে মজ্জিতচিত ভক্ত রে
ব্যর্থ জীবন সার্থক করি আর্ত্তজগতে আসি রে
প্রাণ ভরিয়া সাধ পূরিয়া মধুর-কিশোরে হের রে
কাঞ্চন যথা সঞ্চয় করে অঞ্চল ভরি দীন রে
মধুর-মধুরে রূপসাগরে চারুমরাল খেলে রে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ওঁ তৎসৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দশমঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ।

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ।
রাজ্ঞাঞ্চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥১

অন্বয়ঃ—ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ 'চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ' বংশবিস্তারঃ 'বংশ্যানাং পুত্রপৌত্রপ্রভৃতিসমূহঃ' কথিতঃ, চ 'এবং' উভয়বংশ্যানাং 'চন্দ্রসূর্য্যবংশজাতানাং' রাজ্ঞাং পরমাদ্ভুতম্ 'অত্যাশ্চর্য্যং' চরিতং 'কার্য্যং' কথিতম্ ॥১॥

শ্রীধর ঃ—বিশ্বসর্গবিসর্গাদিনবলক্ষণলক্ষিতম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
ক্রীড়দ্ যদুকুলাম্ভোধৌ পরানন্দমুদীর্য্যতে ॥
দশমে কৃষ্ণসৎকীর্ত্তিবিতানায়ানুবর্ণ্যতে।
ধর্ম্মগ্লানিনিমিত্তস্ত নিরোধো দুষ্টভূভুজাম্ ॥
প্রাকৃতাদি শ্চতুর্দ্ধা যো নিরোধঃ স তু বর্ণিতঃ।
তত্তৎপ্রসঙ্গতঃ সৃষ্টিসংহারাদিনিরূপণৈঃ ॥
কৃতা নবতিরধ্যায়া দশমে কৃষ্ণকীর্ত্তয়ে।
আদ্যৈশ্চতুর্ভিরধ্যায়ৈর্ব্রহ্মপ্রার্থনয়াঽবনেঃ ॥
ভারং হর্ত্তুং হরের্জ্জন্ম সপ্রসঙ্গং নিরূপ্যতে।
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাং ততঃ ক্রমাৎ ॥
কৃষ্ণলীলা ত্রিধা প্রোক্তা তত্তদ্ভেদৈস্ত্বনেকধা।
সপঞ্চত্রিংশতাধ্যায়ৈর্বৃহদ্বৃন্দাবনাদিষু ॥
গোকুলে বসতো লীলা বর্ণ্যতে সুরদুষ্করা।
একেন যমুনাবারিণ্যক্রূরেণ কৃতা স্তুতিঃ ॥
একাদশভিরাখ্যাতা লীলা মধুবনে কৃতা।
শেষৈর্দ্বারবতীলীলা তন্নির্ম্মাণাদি বর্ণ্যতে।
এবং নবতিরধ্যায়া দশমে বিশদার্থকাঃ ॥
তত্র তু প্রথমে কংসঃ স্বমৃত্যুং দেবকীসুতাৎ।
শ্রুত্বা ভীতোঽবধীৎ তস্যাঃ ষড়্গর্ভানিতি বর্ণ্যতে ॥
কৃষ্ণাবতারচরিতশ্রবণামৃতনির্বৃতঃ।
উক্তানুবাদেনৌৎসুক্যাদ্রাজা পৃচ্ছতি তৎ পুনঃ ॥
কথিতো বংশ বিস্তার ইতি ॥১॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, আপনি চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের বিস্তার বলিলেন, এবং ঐ দুই বংশের নৃপতিদিগের অত্যন্ত আশ্চর্য্যময় চরিত্র বলিলেন ॥১॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম !
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ ॥২
অবতীর্য্য যদোর্ব্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥৩
নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—হে মুনিসত্তম ! 'মুনিষুমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' ধর্ম্মশীলস্য' ধর্ম্মপরায়ণস্য' যদো চ 'বংশবিস্তারঃ তদ্বংশ্যানাং পরমাদ্ভুতং চরিতং' নিতরাং 'সম্পূর্ণতয়া' কথিতম্। তত্র 'যদোর্ব্বংশে' অংশেন 'ভাগেন' অবতীর্ণস্য 'প্রকটীভূতস্য' বিষ্ণোঃ বীর্য্যাণি 'লীলাঃ' নঃ 'অস্মান্' শংস 'কথয়' ॥২॥

ভূতভাবনঃ 'জীবানাং পালকঃ' বিশ্বাত্মা 'জগতো হিতকারী' ভগবান 'পরমেশ্বরঃ' যদোর্ব্বংশে অবতীর্য্য 'আবিভূ য়' যানি 'কর্ম্মাণি' কৃতবান্ তানি 'কর্ম্মাণি' বিস্তরাৎ' বিস্তরেণ' নঃ 'অস্মান্' বদ ॥৩॥

নিবৃত্ততর্ষৈঃ 'বিষয়বিরক্তৈর্মুক্তপুরুষৈরপি' উপগীয়মানাৎ 'অত্যাদরেণ কীর্ত্ত্যমানাৎ' ভবৌষধাৎ 'সংসাররোগপ্রতিকারোপায়ভূতাৎ' শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ 'কর্ণমনঃপ্রীতিকরাৎ' উত্তমঃশ্লোক- গুণানুবাদাৎ 'ভগবদ্গুণকীর্ত্তনাৎ' পশুঘ্নাৎ 'ব্যাধাৎ' বিনা কঃ পুমান্ 'লোকঃ' বিরজ্যেত 'বিরক্তো ভবেৎ' ॥৪॥

শ্রীধরঃ—অত্র লোকে ত্রিবিধা জনাঃ—মুক্তা মুমুক্ষবো বিষয়িণশ্চ, তেষাং মধ্যেঽত্র ন কস্যাপ্যলং-প্রত্যয় ইত্যাহ নিবৃত্ততর্ষৈরিতি, গততৃষ্ণৈঃ মুক্তৈরিত্যর্থঃ, মুমুক্ষুণাময়মেবোপায় ইত্যাহ ভবৌষধাৎ ইতি। বিষয়িণাং পরমো বিষয়োঽয়মেবেত্যাহ শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ ইতি। অপগতা শুগ্ যস্মাৎ তমাত্মানং হন্তীত্যপশুঘ্নস্তস্মাৎ পশুঘাতিন ইতি বা ॥৪॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বোত্তম মুনি ! ধর্ম্মাত্মা যদুর বংশবিস্তার ও অত্যন্ত আশ্চর্য্যময় চরিত্র উত্তমরূপে বলিলেন। সেই বংশে অংশে অর্থাৎ সাধারণ লোকের স্থূল দৃষ্টিতে যিনি এক অংশ বলিয়া মনে হইতেন সেই বিষ্ণুর লীলাগুলি আমাদিগকে বলুন ॥২॥

যিনি সমস্ত প্রাণীকে পালন করেন ও সমস্ত প্রাণীর আত্মা সেই ভগবান্, যদুর বংশে অবতীর্ণ হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, সেইগুলি আমাদিগকে বিস্তার করিয়া বলুন ॥৩॥

যাঁহাদিগের বিষয়-পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, সেই মুক্ত-পুরুষগণ যাহা অতি যত্নসহকারে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যাহা ভবরোগের পরম ঔষধ, এবং যাহা কর্ণ ও মনের অত্যন্ত প্রীতিকর, উৎকৃষ্ট কীর্ত্তি-শালী ভগবানের বিবিধ গুণাবলীর সেই কথা হইতে পশুহত্যাকারী ব্যাধের মত নিষ্ঠুর ব্যক্তি ব্যতীত কোন ব্যক্তি বিরক্ত হইতে পারে ? ॥৪॥

মন্দান্দোলিতকুন্দসুন্দরমহামালাং গলে সুজলাং
চানন্দাম্বুধিচন্দনাঙ্কিতমুখেঽমন্দেন্দুবিন্দুন্দধিম্ ।
বন্দারুপ্রিয়মিন্দিরার্চ্চিতপদং চানন্দকন্দং মুদা
বন্দে সুন্দরমিন্দুকোটিবিশদং চেন্দীবরাভং বিভুম্ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুষ্পাঞ্জলি—জগতে তিন প্রকার লোক আছেন, জীবন্মুক্ত, মুক্ত হইতে ইচ্ছুক, ও বিষয়াসক্ত, তন্মধ্যে জীবন্মুক্তগণ সুমধুর কৃষ্ণলীলা পরম যত্ন সহকারে অতিশয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা সাধনার দ্বারা শুদ্ধ-সত্ব হইয়া কৃষ্ণের তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, অপরিমিত আনন্দঘন কৃষ্ণের স্বরূপ অপ্রাকৃত গুণ ও লীলাবলী দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন, কারণ শ্রবণ অপেক্ষা দর্শনে চিত্তাকর্ষণ অত্যধিক হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য রূপ, গুণ ও লীলার মাধুর্য্যে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা সর্ব্বদাই তাহা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে অভিলাষী হন, এবং সুললিত ছন্দে ভগবল্লীলার মধুময় গান রচনা করিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। তাঁহাদের এই ভক্তি কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নহে, কিন্তু লীলার অলৌকিক মাধুর্য্যে আকৃষ্টতাবশতঃ স্বভাবতই তাঁহাদের এইরূপ ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, অতএব ঐ ভক্তিকে অহৈতুকী ভক্তি বলা হয়। ইহা প্রথম স্কন্ধে "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" এই শ্লোকে গ্রন্থকারই বলিয়াছেন। এইজন্য এই ভক্তিতে এতই অপরিমিত আনন্দের উদয় হয় যে, ইহার নিকট ব্রহ্মানন্দও ক্ষুদ্র হইয়া যায় এবং মোক্ষ-স্পৃহাও নষ্ট হইয়া যায়। ভাগবতই পরে বলিবেন—"চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ ন পরিলসন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে" অর্থাৎ কোন কোন মহাত্মা তোমার লীলারূপ অমৃতের মহাসমুদ্রে অবগাহন পূর্ব্বক সমস্ত সংসারপরিশ্রম অপনোদন করিয়া মোক্ষকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা ভগবদ্‌ভক্তির অতুলনীয় মহিমা প্রকাশ করা হইল জানিবেন। এবং ইহা অশেষ দুর্গতির নিদান সংসাররূপ মহারোগের পরম ঔষধ, অর্থাৎ যাঁহারা সংসার-রোগের দারুণ যন্ত্রণায় নিরন্তর নিষ্পীড়িত হইতে থাকেন, তাঁহাদের সেই রোগের প্রতিকারের ইহাই হইল উৎকৃষ্ট ঔষধ, অতএব ভবরোগের তীব্র জ্বালায় নিতান্ত ব্যথিত জীব এই কৃষ্ণলীলারূপ অমৃতের হ্রদে অবগাহন করুন, পরম শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। এবং যাঁহারা শ্রুতিসুখকর ও মনঃপ্রীতিকর কাব্য উপন্যাস ও গল্প প্রভৃতির গ্রন্থ পড়িতেই ভালবাসেন তাঁহারাও অত্যন্ত মধুর এই কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিবেন। কারণ বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ এই কৃষ্ণলীলায় সমস্ত রসই উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য কবি গাহিয়াছেন, "কে কোথায় দেখেছ ভাই নবরস এক ঠাঁই করিছে বিরাজ কুতুহলে।" অতএব যাঁহারা বৈষয়িক সুখের পিপাসু তাঁহারাও কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিতে করিতে অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিবেন। কেবল তাহাই নহে, গল্পের ছলে লীলা শ্রবণ করিলেও ঐ স্পর্শমণির পূতস্পর্শে সে হৃদয়ও পবিত্র হইয়া একদিন না একদিন লীলারসের অমৃত সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইবেই যাইবে। দেখিতে পাই অসুরগণ বিদ্বেষ-বশতঃ কৃষ্ণরূপ চিন্তা করিতে করিতে করুণাময়ের অহৈতুকী করুণার প্রভাবে মোক্ষলাভ করিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিত, ইহাকেই বলে প্রকৃত দয়া ও ইনিই প্রকৃত দয়াময়, তাই আমার ভাগবত বলিয়াছেন "ততোঽন্যং কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।" অর্থাৎ এমন দয়াল কৃষ্ণ ভিন্ন কোন্ দয়ালুর শরণাগত হইব? অতএব এই তিন প্রকার লোকের পক্ষেই কৃষ্ণলীলা অত্যন্ত প্রীতিকর ও মঙ্গলময় হইবে জানিবেন। কিন্তু যাহারা ব্যাধের মত নিষ্ঠুর হৃদয়ে প্রাণীকে হিংসা করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, সেই নৃশংস পাষণ্ডদিগের পক্ষে কৃষ্ণ-লীলা প্রীতিকর হইবে না, কারণ ভগবানই জীবরূপে প্রাণীর দেহে বাস করিয়া থাকেন, সেই জীবরূপী ভগবানের প্রতি নৃশংস অত্যাচার করিলে সেই গুরুতর পাপে তাহাদের কৃষ্ণলীলা শ্রবণের সৌভাগ্য কখনই হইবে না। অতএব ইহারাই জগতের একমাত্র হতভাগ্য প্রাণী জানিবেন ॥৪॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈর্দ্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ।
দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং কৃত্বাঽতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ॥ ৫॥

অন্বয়।—মে 'মম' পিতামহাঃ 'যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ' যৎপ্লবাঃ 'শ্রীকৃষ্ণরূপনৌকামাশ্রিতাঃ' সমরে 'যুদ্ধে' অমরঞ্জয়ৈঃ 'দেবানামপি বিজেতৃভিঃ' তিমিঙ্গিলৈঃ 'মহামৎস্যবিশেষতুল্যৈঃ' দেবব্রতাদ্যাতিরথৈঃ 'ভীষ্মপ্রভৃতিভিরধিরথৈঃ পূর্ণং' দুরত্যয়ং 'দুরতিক্রমং' কৌরবসৈন্যসাগরং 'দুর্য্যোধনস্য সৈন্যরূপং সমুদ্রং' বৎসপদং কৃত্বা 'গোবৎসপদচিহ্নমিব তুচ্ছীকৃত্য' অতরন্ 'পারং জগ্মুঃ॥ ৫॥

শ্রীধর।—কিঞ্চাস্মৎকুলদৈবতং কৃষ্ণোঽতস্তৎকথৈব নিত্যং শ্রোতব্যেত্যাশয়েনাহ পিতামহা ইতি, অমরান্ জয়ন্তি যে তৈঃ, দেবব্রতো ভীষ্মস্তদাদ্যৈরতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈস্তিমিঙ্গিলতুল্যৈঃ দুরত্যয়ং বৎসপদমিবাত্যল্পং কৃত্বা তুচ্ছীকৃত্য অতরন্ স্ম। যঃ শ্রীকৃষ্ণএব প্লবো যেষাং তে, তস্য বীর্য্যাণি বদস্বেতিতৃতীয়শ্লোকগতেনান্বয়ঃ॥ ৫॥

অনুবাদ।—হে মুনি! অত্যন্ত ভীষণ তিমি মৎস্য থাকায় নৌকার দ্বারা সমুদ্র পার হওয়া যেমন অত্যন্ত দুষ্কর হয় সেইরূপ যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতাদিগকেও জয় করিতে পারিতেন, এবং অসংখ্য বীরগণকে যাঁহারা যুদ্ধ করাইতে পারিতেন সেই ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহা মহা বীরগণ থাকায় বিশাল কুরুসৈন্যপুঞ্জকেও জয় করা নিতান্ত অসম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণরূপ নৌকাকে আশ্রয় করিয়া আমার পিতামহগণ তেমন্ কুরুসৈন্যরূপ সাগরকেও গোবৎসের পদচিহ্নের মত তুচ্ছ মনে করিয়া স্বচ্ছন্দেই পার হইয়াছিলেন॥ ৫॥

পুষ্পাঞ্জলি।—কৃষ্ণপাদপদ্মকে একান্তচিত্তে আশ্রয় করিলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে ইহা বুঝিয়াই আমার পিতামহগণ সেই কৃষ্ণপাদপদ্মকে অন্তরের সহিত আশ্রয় করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য দেবগণেরও অজেয় ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহা মহা বীরবৃন্দের দ্বারা সুরক্ষিত হইলেও দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যগণকে তাঁহারা অনায়াসেই জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অর্থাৎ মানুষের পৌরুষ শক্তি যত বড় প্রবলই হউকনা কেন অপরিমিত ভাগবতী শক্তির নিকটে তাহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ নিতান্তই নগণ্য, অত্যন্ত বিচক্ষণ ভক্তগণ ইহা উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া সেই ভাগবতী শক্তিতে শক্তিশালী হইবার জন্যই প্রাণপণে প্রযত্ন করিয়া থাকেন। এবং সেইজন্য তাঁহারা ঐহিক পারত্রিক সমস্ত সম্পদই উপেক্ষা করিয়া একমাত্র কৃষ্ণভক্তিরূপ অমূল্য সম্পদ্ অর্জ্জন করিতেই দৃঢ়-সঙ্কল্প হন, এবং কায়মনবাক্যে সর্ব্বদা কৃষ্ণনিষ্ঠ হইয়া থাকেন, ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও ভক্তগণের নির্ম্মল ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া নিজের সমগ্র শক্তিতে শক্তিশালী করিয়া তাঁহাগিকে বিশ্ববিজয়ী করিয়া দেন, অর্থাৎ ভগবান ভক্তগণের হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া স্বয়ংই প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দেন, ভক্তগণ উপলক্ষ্য মাত্র হন, ইহা আমার মনঃকল্পিত কথা নহে, প্রভু স্বয়ংই অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" অর্থাৎ আমিই তোমার শত্রুগণকে পূর্ব্বেই নিধন করিয়া রাখিয়াছি হে অর্জ্জুন তুমি কেবল উপলক্ষ্য হও। এবং যাহাতে নিজেরই গৌরব প্রকাশ হইয়া না যায় সেইজন্য ভক্তগণকে উপলক্ষ্য করিয়াই অসাধ্য-সাধন করিয়া থাকেন, এবং ভক্তগণকে বিশ্ববিজয়ী করিয়া দিয়া নিজমুখে তাঁহাদের বিজয়কীর্ত্তি জগতে ঘোষণা করিয়া নিরতিশয় তৃপ্তি লাভ করেন, এইরূপে ভক্তের সেবা করাই তাঁহার পরম কৌতূহল। এইজন্য বলিতেছেন আমার পূর্ব্বপুরুষগণের পরমারাধ্য দেবতাই ছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ, এবং কৃষ্ণভক্তিই ছিল তাঁহাদের একমাত্র সম্পদ, সুতরাং উত্তরাধিকার-সূত্রে আমিও সেই সম্পদের অধিকারী হইবার যোগ্য, অতএব আমার কুলদেবতা সেই কৃষ্ণের লীলা-কথাই আমার একমাত্র শ্রবণ করা উচিত॥ ৫॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্ ।
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—যঃ 'কৃষ্ণঃ' শরণং গতায়াঃ মে 'মম' মাতুঃ কুক্ষিম 'উদরং' গতঃ 'প্রবিষ্টঃ' সন্ আত্তচক্রঃ 'গৃহীতচক্রঃ' দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টম্ 'অশ্বত্থাম্নঃ অস্ত্রেণ দগ্ধং' কুরুপাণ্ডবানাম্ সন্তানবীজম্ 'বংশরক্ষাকারণং' মদঙ্গং 'মম দেহং' জুগোপ 'ররক্ষ' ॥ ৬ ॥

শ্রীধর।—ন কেবলং পাণ্ডবানেবারক্ষৎ ইদং মম শরীরমপি যো রক্ষিতবানিত্যাহ দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিতি, দ্রৌণেরশ্বত্থাম্নো ব্রহ্মাস্ত্রেণ দগ্ধমিদং মচ্ছরীরঞ্চ কুরুণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সন্তানস্য নিদানং মম মাতুঃ কুক্ষৌ প্রবিষ্টঃ ধৃতচক্রো যো জুগোপেতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—আমার এই দেহ জগতে কুরু ও পাণ্ডব বংশ বজায় থাকিবার একমাত্র অঙ্কুর ছিল, কিন্তু অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে ইহা দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, যিনি আমার মাতার উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া এই দেহকে রক্ষা করিয়াছিলেন, কারণ তখন আমার মাতা তাঁহার শরণাগতা হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

পুষ্পাঞ্জলি।—আমার পূর্ব্বপুরুষগণই যে কেবল কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন তাহা নহে, আমিও তাঁহার কৃপাতেই জীবন লাভ করিয়াছি, আমি যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম তখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে আমার দেহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, আমিই কিন্তু কুরুপাণ্ডবদিগের তর্পণ ও পিণ্ড দান করিবার একমাত্র বংশধর ছিলাম, আমি না থাকিলে পরলোকে তাঁহাদিগকে তৃপ্তিদান করিবার আর কেহই ছিল না, অতএব আমার জীবন রক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক ছিল, তখন আমার মা ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণের চরণে শরণাপন্না হইয়াছিলেন। কেবল তাহারই ফলে ভগবান যোগবলে মাতার উদরে প্রবেশ করিয়া সুদর্শন চক্র ও কৌমোদকী গদার সাহায্যে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রচণ্ড তেজকেও নষ্ট করিয়া দিয়া আমার দেহকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁহার কৃপায় আমি জীবনলাভ করিয়াছি তাঁহার পবিত্র লীলা-কথা শ্রবণ করিতে না পারিলে আমার জীবনই ব্যর্থ হইয়া যায়, অতএব আমার পক্ষে পবিত্র কৃষ্ণ লীলা শ্রবণ করা অবশ্য উচিত। এখানে পরীক্ষিতের মাতার শরণাগতির ফলেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল বলা হইল, যিনিই ঐকান্তিকভাবে হরিপাদপদ্মের শরণাগত হন তিনিই সম্পূর্ণ নির্ভয় হইয়া সমস্ত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন, রামায়ণে আছে ভগবান রামচন্দ্র বলিয়াছেন—

"সকৃদেব প্রপন্নোঽস্মি তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদামীতি ব্রতং মম।"

অর্থাৎ আমি তোমার শরণাগত হইলাম ও তোমার হইলাম এই বলিয়া যিনি একবার মাত্র প্রার্থনা করেন আমি তাহাকে চির কালের জন্য অভয় দান করিয়া থাকি ইহা আমার ব্রত অর্থাৎ ইহাই আমার নিয়ম আমি কখনো এই নিয়ম ত্যাগ করি না। অতএব হরিপরায়ণা উত্তরাদেবী একান্ত চিত্তে কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হওয়ায় ভগবান অত্যাশ্চর্য্যভাবে তাঁহার গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করিয়া জগতে ভগবদ্ভক্তির অতুলনীয় মহিমা উদ্ঘোষিত করিলেন, ইহা না হইলে আর ভক্তবৎসল! এইজন্যই পাণ্ডবগণ ধন জন মান সর্ব্বস্ব বিসর্জন করিয়া একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, যিনিই পাণ্ডবদের মত কেবল কৃষ্ণকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিবেন তিনিই তাঁহার অপার করুণা লাভ করিয়া ধন্য হইবেন; মহাভারত ও ভাগবত এই শিক্ষাই দিতেছেন জানিবেন, এখানে কেবল সুদর্শন চক্রের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু প্রথম স্কন্ধে গদারও উল্লেখ থাকায় উভয় অস্ত্রের দ্বারাই পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে ॥ ৬॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্ব্বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—হে বিদ্বন্ 'সর্ব্বজ্ঞ' অখিলদেহভাজাং 'নিখিলপ্রাণিনাম্' অন্তঃ 'হৃদয়ে' পুরুষরূপৈঃ বহিশ্চ কালরূপৈঃ অমৃতং 'মোক্ষং' চ 'এবং' মৃত্যুং প্রযচ্ছতঃ মায়ামনুষ্যস্য 'যোগমায়য়া মনুষ্যরূপধারিণঃ' তস্য 'কৃষ্ণস্য' বীর্য্যাণি 'লীলাঃ' বদস্ব 'কথয়' ॥ ৭ ॥

শ্রীধর।—অখিলদেহভাজাং সর্ব্বপ্রাণিনামন্তশ্চ বহিশ্চ পুরুষরূপেণ কালরূপৈশ্চ অংশাভিপ্রায়েণ বহুবচনম্। মৃত্যুং সংসারম্-উত অপি অমৃতমপি প্রযচ্ছতো বীর্য্যাণি বদস্ব ব্রূহি। অয়ং ভাবঃ—অন্তর্যামিরূপেণান্তর্দৃষ্টীনাং মুক্তিং, বহির্দৃষ্টীনাঞ্চ কালরূপেণ মৃত্যুং দদাতি যতোঽতোঽন্তর্দৃষ্ট্যা তদ্বীর্য্যাণ্যেব শ্রোতব্যানীতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যিনি সমস্ত প্রাণীর অন্তরে পুরুষরূপে থাকিয়া অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন জীবগণকে মোক্ষদান করেন, এবং বাহিরে কালরূপে থাকিয়া বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন জীবগণকে মৃত্যু অর্থাৎ সংসার দান করেন, এবং যিনি মায়ায় মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। হে বিদ্বন্, সেই কৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন করুন ॥ ৭ ॥

পুষ্পাঞ্জলি।—কেবল আমরাই তাঁহার নিকট হইতে পরম উপকার পাইয়াছি তাহা নহে, জগতের সমস্ত লোকই তাঁহার নিকট হইতে কার্য্যানুরূপ ফল পাইয়া থাকেন। অতএব সমস্ত লোকের পক্ষেই কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করা উচিত। ভগবান্ প্রত্যেক প্রাণীরই হৃদয়ে অন্তর্যামী হইয়া বাস করেন, যাঁহারা তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন ভগবান তাঁহাদিগকে পুরুষরূপে মোক্ষদান করিয়া কৃতার্থ করেন, অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীর বক্ষের বাম দিকে পদ্মের মত একটি মাংসপিণ্ড থাকে তাহাকেই হৃদয় বলে, সেই হৃদয়টি বাহাত্তর হাজার অতি সূক্ষ্ম নাড়ীর দ্বারা গঠিত, সেই নাড়ীগুলির মধ্যে পুরীতৎ নামে একটি নাড়ী আছে সেই নাড়ীর মধ্যে ভগবান্ অন্তর্য্যামী হইয়া বাস করেন, তিনি ঐ পুরীতত্তের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে পুরুষ বলা হয়। অতএব যাঁহারা সাধনার দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি-যুক্ত হইয়া অন্তরস্থিত সেই পুরুষকে দর্শন করিবার জন্য প্রযত্ন করেন, ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে পুরুষরূপে দর্শন দান করিয়া চির কালের জন্য সংসার হইতে মুক্তিদান করেন; আর যাহারা অন্তর্দৃষ্টি না করিয়া কেবল বহির্দৃষ্টি করিয়াই বহির্জগতের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতির ভোগে আকৃষ্ট হইয়া নানাবিধ পাপে লিপ্ত হয়, ভগবান্ তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সংসার প্রাপ্ত করাইয়া বহুবিধ দুর্গতি ভোগ করাইয়া থাকেন। ইহা বিবেচনা করিয়া বাহ্যিক বিষয় সুখে মুগ্ধ না হইয়া ভগবানের উপাসনায় প্রত্যেকেরই আত্মনিয়োগ করা উচিত। আর এখানে ভগবানকে মায়া-মনুষ্য বলা হইয়াছে, ভগবানের মায়া দুই প্রকার যোগমায়া ও গুণমায়া, যোগমায়া নির্গুণ চৈতন্য-স্বরূপিণী, সেই জন্য তাঁহাকে চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি ও পরাশক্তি বলা হয়। ভগবানের মূর্ত্তি লীলা পরিকর ইত্যাদি সমস্তই এই স্বরূপ শক্তি বা যোগমায়ারই বৈভব, প্রথমস্কন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ॥

অর্থাৎ নিজের যোগমায়ার নিরতিশয় প্রভাব জগৎকে দেখাইবার জন্যই তিনি মনুষ্যলীলার উপযোগী অদ্ভুত দিব্য বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে এই যোগমায়া বা পরাশক্তি ও গুণমায়া বা অপরা শক্তির কথা পৃথক্‌ভাবে বলা হইয়াছে। গীতাতেও ভগবান্ এই দুই প্রকার মায়ার কথা বলিয়াছেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রোহিণ্যাস্তনয়ঃ প্রোক্তোরামঃ সঙ্কর্ষণস্ত্বয়া।
দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা ॥৮॥
কস্মান্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুর্গেহাদ্ ব্রজং গতঃ।
ক্ব বাসং জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধং কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥৯॥
ব্রজে বসন্ কিমকরোন্মধুপুর্য্যাঞ্চ কেশবঃ।
ভ্রাতরঞ্চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাঽতদর্হণম্ ॥১০॥

অন্বয়।—ত্বয়া সঙ্কর্ষণ ইতি যঃ প্রোক্তঃ 'কথিতঃ' স এব রামঃ রোহিণ্যাঃ তনয়ঃ 'পুত্রঃ' প্রোক্তঃ, তস্য দেহান্তরং বিনা দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতঃ সম্ভবতি ॥৮॥

অন্বয়।—ভগবান্ 'সর্ব্বশক্তিমান' মুকুন্দঃ 'কৃষ্ণঃ' কস্মাৎ হেতোঃ পিতুর্গেহাৎ "বসুদেবস্য গৃহাৎ" ব্রজং 'গোকুলং' গতঃ সাত্বতাং পতিঃ 'ভক্তানাং পালকঃ' কৃষ্ণঃ জ্ঞাতিভিঃ সাকং 'সহ' ক্ব 'কুত্র' বাসং কৃতবান্ ॥৯॥

অন্বয়।—কেশবঃ 'কৃষ্ণঃ' ব্রজে 'গোকুলে' চ 'এবং' মধুপুর্য্যাং 'মথুরায়াং' বসন্ কিং 'কার্য্যম্' অকরোৎ 'কৃতবান্' চ 'এবং' অতদর্হণং 'বধানর্হং' মাতুর্ভ্রাতরং 'মাতুলং' কংসং অদ্ধা 'সাক্ষাৎ' কস্মাৎ হেতোঃ অবধীৎ 'জঘান' ॥১০॥

শ্রীধর।—ননু "বলং গদং সারণঞ্চ দুর্ম্মদং বিপুলং ধ্রুবম্। বসুদেবস্ত রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাদয়দিতি" রোহিণ্যাস্তনয়ো রামঃ প্রোক্তঃ। "বসুদেবস্ত দেবক্যামষ্টপুত্রানজীজনৎ। কীর্ত্তিমন্তং সুষেণঞ্চ ভদ্রাসনমুদারধীঃ। ঋজুং সম্মদনং ভদ্রং সঙ্কর্ষণমহীশ্বরম্। অষ্টমস্ত তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিলে'তি পুনর্দ্দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধস্তস্যৈবোক্তঃ স কুতো ঘটতে ইত্যাক্ষেপঃ ॥৮॥

শ্রীধর।—কস্মাদিতি ভগবতঃ কংসভয়শঙ্কায়া অসম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥৯॥

শ্রীধর।—মাতুর্ভ্রাতরং কংসং তস্মাদ্বধানর্হমদ্ধা সাক্ষাৎ কস্মাদবধীৎ ॥১০—১২॥

অনুবাদ।—আপনি বলিলেন সঙ্কর্ষণ রাম রোহিণীর পুত্র, পুনর্ব্বার বলিলেন তিনি দেবকীর পুত্র, দেহান্তর গ্রহণ না করিয়া তাঁহার পক্ষে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা কি করিয়া সম্ভব হয়? ॥৮॥

অনুবাদ।—ভগবান কৃষ্ণ কি জন্য পিতার গৃহ হইতে গোকুলে গমন করিয়াছিলেন। ভক্তগণের প্রতিপালক ভগবান্ কৃষ্ণ জ্ঞাতিদিগের সহিত কোথায় বাস করিয়াছিলেন ॥৯॥

অনুবাদ।—কৃষ্ণ ব্রজে ও মথুরায় বাস করিয়া কি কি কাজ করিয়াছিলেন। জননীর ভ্রাতা অতএব বধের অযোগ্য কংসকে নিজে কেন বধ করিয়া ছিলেন? ॥১০॥

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"
অর্থাৎ আমি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া থাকি বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ হই না। অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়ী সত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য আমার এই মায়াকে জয় করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কেহ কেহ যোগার্থ করিয়া গুণমায়াকেই যোগমায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। অতএব ভগবান যোগমায়ার দ্বারা দিব্য বিগ্রহ পরিগ্রহ করায় তাঁহাকে মায়া-মনুষ্য বলা হইয়াছে, অতএব সাধারণ জীবের মত তিনি প্রাকৃত-দেহযুক্ত নহেন জানিবেন ॥৭॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতি বর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ।
যদুপুর্য্যাং সহাবাৎসীৎ পত্ন্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ ॥১১॥
এতদন্যচ্চ সর্ব্বং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্।
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতম্ ॥১২॥

অন্বয়।—মানুষং দেহম্ আশ্রিত্য 'ধৃত্বা' যদুপুর্য্যাং দ্বারকায়াং বৃষ্ণিভিঃ 'বৃষ্ণিবংশীয়ৈঃ সহ' কতি 'কিয়ন্তি' বর্ষাণি 'বৎসরান' অবাৎসীৎ 'উবাস' প্রভোঃ 'কৃষ্ণস্য' পত্ন্যঃ কতি কিয়ত্যঃ' অভবন্ 'আসন্' ॥১১॥

অন্বয়।—সর্ব্বজ্ঞ হে মুনে! এতৎ 'জিজ্ঞাসিতম্' চ 'এবং' অন্যৎ "অজিজ্ঞাসিতম" সর্ব্বং কৃষ্ণবিচেষ্টিতং 'কৃষ্ণস্য বিচিত্রং কার্য্যং' শ্রদ্দধানায় 'শ্রদ্ধাশীলায়' মে 'মহ্যং' বিস্তৃতং যথা স্যাৎ তথা বক্তুং 'কথয়িতুম্' অর্হসি 'যোগ্যোভবসি' ॥১২॥

অনুবাদ।—তিনি মানুষ দেহ ধারণ করিয়া বৃষ্ণিগণের সহিত যদুপুরে কত বৎসর বাস করিয়াছিলেন? এবং ভগবানের পত্নী কতগুলি ছিলেন? ॥১১॥

অনুবাদ।—হে মুনি! এইগুলি ও অন্যান্য সমস্ত কৃষ্ণলীলা আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন। আমি শ্রবণ করিবার জন্য অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, এবং আপনিও সর্ব্বজ্ঞ ॥১২॥

পুষ্পাঞ্জলি।—এখানে পরীক্ষিত নিজেকে শ্রদ্ধাশীল বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিবার অধিকারী, সুতরাং তাঁহাকে কৃষ্ণলীলা বলিলে কোন দোষ হইবে না, কারণ জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণের সমস্ত লীলাগুলিই প্রায় অলৌকিক, জীবের মত সাধারণ নহে, অতএব সাধারণ লোক ইহাতে বিশ্বাসই করিতে পারে না, যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদের শ্রবণ করা উচিত নহে, এবং তাহাদিগকে বলাও উচিত নহে, কারণ তাহারা শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস না হওয়ায় ভগবানের লীলাকে ঘৃণা অবজ্ঞা বা বিদ্রূপ ইত্যাদি করিয়া থাকে সুতরাং ইহার দ্বারা তাহাদের কোন উপকারত হয়ই না, বরং অপরাধ হইয়া গুরুতর অনিষ্টই হইয়া থাকে, যে পবিত্র হরিলীলা শ্রবণ করিয়া গভীর ভক্তিভরে ভগবানের সেবা করিয়া লোক ধন্য হইবে তাহার দ্বারাই যদি অধঃপাতেই যাইতে হয় তাহলে তাহা শ্রবণ না করাই উচিত। জীবের পরম কল্যাণ করিবার জন্যই ভগবান কৃপাপূর্ব্বক প্রকট-মূর্ত্তিতে জগতে আবির্ভূত হইয়া বহুবিধ লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই লীলা অবজ্ঞা করায় ভগবানকেও অবজ্ঞা করা হইবে, অতএব যাহার দ্বারা ভগবানকে পর্য্যন্ত অপমান করা হইবে সেরূপ কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে, তাহাতে অমঙ্গল অনিবার্য্য। অতএব ভগবল্লীলার প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে কোন ভক্তিমান শ্রদ্ধালু ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্পর্কে থাকিয়া দান ব্রত তপস্যা সংযম ইত্যাদি সৎকর্ম্ম করিতে হইবে, ইহা পরে বলা হইয়াছে—"দানব্রততপোহোমৈঃ......কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে" ভগবানও বলিয়াছেন

"যেষাত্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥"

ভাগবতও বলিয়াছেন—"এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। ভগবত্যচলোভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ॥" অর্থাৎ, নানাবিধ পুণ্য কর্ম্ম করিতে করিতে যাঁহাদের পাপ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা দ্বন্দ্ব ও মোহ শূন্য হইয়া দৃঢ়-নিষ্ঠা সহকারে আমাকে ভক্তি করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা নানাবিধ পুণ্য কর্ম্ম করিতে করিতে পবিত্র হইয়া সজ্জন ভক্তের সঙ্গে থাকিয়া ভগবান ও তাঁহার অলৌকিক লীলায় শ্রদ্ধালু বা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়াছেন তাঁহারাই এই অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিবার অধিকারী, সুতরাং অন্য লোকের পক্ষে ইহা শ্রবণ করা উচিত নহে ॥ ১২ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥ ১৩ ॥

সূত উবাচ।

এবং নিশম্য ভৃগুনন্দন সাধুবাদং বৈয়াসকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতম্।
প্রত্যর্চ্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং ব্যাহর্ত্তুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ ॥১৪॥

অন্বয়।—অতিদুঃসহা 'সোঢ়ুমত্যন্তমশক্যা' এষা 'উৎপন্না' ক্ষুৎ 'ক্ষুধা' ত্যক্তোদমপি 'জলপান-রহিতমপি' ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং 'তব মুখপদ্মাৎ নিঃসৃতং' হরিকথারূপম্ অমৃতং পিবন্তং 'পানং কুর্ব্বন্তং' মাং ন বাধতে 'পীড়য়তি' ॥ ১৩ ॥

হে ভৃগুনন্দন 'শৌনক' অথ 'অনন্তরমেব' ভাগবতপ্রধানঃ ভগবান্ 'সর্ব্বজ্ঞঃ' 'ভগবদ্ভক্তেষু শ্রেষ্ঠতমঃ' স বৈয়াসকিঃ 'ব্যাসপুত্রঃ শুকঃ' এবম্ 'উক্তম্' সাধুবাদম্ 'উত্তমং প্রশ্নং' নিশম্য 'শ্রুত্বা' বিষ্ণুরাতং 'পরীক্ষিতং' প্রত্যর্চ্চ্য 'বহু প্রশস্য' কলিকল্মষঘ্নং 'কলিপাপনাশকং' কৃষ্ণচরিতং 'কৃষ্ণলীলাং' ব্যাহর্ত্তুং 'কথয়িতুম্' আরভত 'আরব্ধবান' ॥১৪॥

শ্রীধর।—নমু ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং পীড়িতস্য তব কুতঃ শ্রবণাবকাশস্তত্রাহ নৈষেতি। ত্যক্তোদকস্যাপি মম জীবনং হরিকথামৃতপাননিমিত্তং তদুপরমে সদ্য এব জীবিতং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এবং সাধুবাদং সমীচীনং প্রশ্নম্ ভাগবতপ্রধানো ভাগবতেষু শ্রেষ্ঠঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—আমি একবিন্দু জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেও যে ক্ষুধা সহ্য করা প্রাণীদিগের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, তাহা আমাকে কষ্ট দিতে পারিতেছে না, কারণ আমি আপনার মুখপদ্ম হইতে নির্গত হরিকথা-রূপ অমৃত পান করিতেছি ॥ ১৩ ॥

সূত বলিলেন! হে ভৃগুনন্দন! তাহার পর বেদব্যাসের পুত্র শ্রেষ্ঠতম ভক্ত ভগবান শুকদেব এই উত্তম প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎকে বহু প্রশংসা করিয়া যাহার দ্বারা কলিকালের ঘোরতর পাপও নষ্ট হইয়া যায় সেই কৃষ্ণলীলা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৪॥

পুষ্পাঞ্জলি। লোক দারুণ শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া বৈষয়িক সমস্ত কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া দিলেও ক্ষুধাপিপাসার তীব্র পীড়া সহ্য করিতে পারে না, এ হেন দুরন্ত ক্ষুধা পিপাসাও ভক্তের অমূল্য সম্পদ্ কৃষ্ণ-ভক্তির কোন ব্যাঘাতই ঘটাইতে পারে না, কারণ তিনি কৃষ্ণ-ভক্তিরূপ অপ্রাকৃত অমৃতের সিন্ধুতে সর্ব্বদাই মগ্ন থাকায় বাহ্য বিষয়ের কোন সুখ দুঃখই তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি যতই ভগবৎ-সেবায় আকৃষ্ট হন ততই সুমধুর ভক্তিরসের অদ্ভুত আস্বাদনে অত্যন্ত আবিষ্ট হইয়া নিরন্তর তন্ময় হইয়া যান্। হরিভক্তির এমনই মহিমা যে ভক্তির দ্বারা ভক্তের চিত্ত ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে হরিপাদপদ্মের সেবাতেই আবিষ্ট হইয়া যায়। এমন কি ব্রহ্মানন্দ-সেবী পরমাত্মনিষ্ঠ মহাপুরুষগণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্তির অদ্ভুত মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বদা ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" এই পদ্যে এই কথা বলা হইয়াছে। অতএব শ্রেষ্ঠতম ভক্তগণ ক্ষুধা পিপাসার তীব্র বেদনা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলারসের প্রতিক্ষণ নবনবায়মান অত্যাশ্চর্য্য আস্বাদনে মত্ত হইয়া নিরন্তর পরমানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। এই পরম সৌভাগ্য লাভ করিতে হইলে হরিপরায়ণ ভক্তগণের পবিত্র সম্পর্কে থাকিয়া সর্ব্বদা শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি সাধন ভক্তির সেবা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীশুক উবাচ।

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥১৫॥
বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃং স্তৎপাদসলিলং যথা ॥১৬॥
ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥১৭॥

অন্বয়। হে রাজর্ষিসত্তম! 'শ্রেষ্ঠতমরাজর্ষে'! তব বুদ্ধিঃ 'অন্তঃকরণং', সম্যক্ ব্যবসিতা 'কৃতনিশ্চয়া' যৎ 'যতো বুদ্ধেঃ' বাসুদেবকথায়াং 'কৃষ্ণলীলাকথায়াং' তে 'তব' নৈষ্ঠিকী 'পরমোৎকর্ষবতী' রতিঃ 'প্রীতিঃ' জাতা 'উৎপন্না' ॥১৫॥

তৎপাদসলিলং 'হরিচরণনির্গতং জলং গঙ্গা' যথা ত্রিলোকীং পুনাতি তথা বাসুদেবকথা প্রশ্নঃ 'হরিকথাজিজ্ঞাসা' ত্রীন্ পুরুষান্—বক্তারং 'কথয়িতারং' প্রচ্ছকং 'জিজ্ঞাসাকর্ত্তারং' শ্রোতৃন্ 'শ্রবণকর্ত্তৃন্' পুনাতি 'পবিত্রং করোতি' ॥১৬॥

ভূমিঃ 'পৃথিবী' দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ 'দর্পযুক্তা নৃপচ্ছলা যে দৈত্যাঃ তেষাং বহুতরসৈন্যৈঃ' ভূরিভারেণ 'প্রচুরভারেণ' আক্রান্তা যুক্তা সতী' ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ 'আশ্রিতবতী' ॥১৭॥

শ্রীধর। ব্যবসিতা কৃতনিশ্চয়া। যদ্-যতোবুদ্ধেঃ ॥ ১৫। ১৬ ॥

তত্র তাবৎ প্রথমং ভগবদবতারকারণমাহভূমিরিত্যাদিনবভিঃ শ্লোকৈঃ। দৃপ্তনৃপব্যাজা যে দৈত্যাস্তেষামনীকশতানামযুতৈর্যো ভূমিভারস্তেনাক্রান্তা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—শুকদেব বলিলেন—হে সর্ব্বোত্তম রাজর্ষি তোমার বুদ্ধি যথার্থ বস্তুই স্থির করিয়াছে, যে বুদ্ধি বশতঃ হরিকথাতে তোমার অত্যধিক প্রীতি হইয়াছে ॥১৫॥

হরিপাদপদ্ম হইতে নির্গত গঙ্গাজল যেমন ত্রিলোককেই পবিত্র করেন সেইরূপ কৃষ্ণকথার জিজ্ঞাসা বক্তা প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রবণকর্ত্তা এই তিনজনকেই পবিত্র করেন ॥১৬॥

দর্পিত রাজাদিগের মূর্ত্তিধারী দৈত্যদিগের অসংখ্য সৈন্যের দ্বারা যে অতিরিক্ত ভার হইয়াছিল সেইভারে আক্রান্ত হইয়া পৃথিবী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ॥১৭॥

করিয়া যাইতে হইবে। পরে বলা হইবে "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপলকাং তনুম্" অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি সাধন ভক্তির সেবা করিতে করিতে যে প্রেম ভক্তির উদয় হয় তাহার দ্বারা পরমানন্দের অনির্ব্বচনীয় আস্বাদনে তাঁহার দেহ অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠে ॥ ১৩ ॥

পুষ্পাঞ্জলি।—উচ্ছৃঙ্খল নৃপতিগণ দৈত্যবংশে জন্ম গ্রহণ না করিলেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ যথেচ্ছাচারের দ্বারা তাহারা কার্য্যতঃ দৈত্যই হইয়াছিল, দৈত্যগণ স্বার্থপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়াই অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে ইচ্ছামত ভোগে বিলাসে মত্ত হইয়া থাকিত, এবং শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অবজ্ঞা করিয়া পরস্বাপহরণ, প্রাণিহিংসা, মদ্যপান, অপবিত্র ভোজন, পরনারী-গমন ইত্যাদি ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর কার্য্যে লিপ্ত হইত, তাহাদের অত্যাচারে জনসমাজ অত্যন্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িত। কেহ কেহ ঐ সকল অসৎ কার্য্য পূর্ণ করিবার জন্য নিজের দেহকে পর্য্যন্ত নিপীড়িত করিয়া কঠোর তপস্যাও করিত, রাবণ ঐ জন্য এক একটী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মস্তক ছেদন করিয়া ভীষণ তপস্যা করিয়াছিল, অথচ উহা শাস্ত্রসঙ্গত নহে, কঠোর তপস্যা করিলেও তাহাদিগকে অসুর বলা হইত; যাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা উপবাসাদিই হউক বা সামাজিক কোন কার্য্যই হউক্ তাহাকে ধর্ম্ম বলা হয়না। তাহা একপ্রকার প্রচ্ছন্ন অধর্ম্ম, তাহার দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা না হইয়া দম্ভ, দর্প, ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ধর্ম্মের দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় বটে কিন্তু শাস্ত্রবিধি বিরুদ্ধ ও অনাচারযুক্ত হইলে তাহাই আধ্যাত্মিক অত্যন্ত অবনতি ও সামাজিক বহু বিপত্তির কারণ হইয়া উঠে। এইজন্য ঐরূপ কার্য্যকে শাস্ত্রে আসুরিক ধর্ম্ম বলা হয়, যেমন বিশুদ্ধ ঘৃত পান করিলে বহু উপকার হয় বটে কিন্তু তাহা বিরুদ্ধ দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলে উপকার ত হয়ই না বরং গুরুতর অমঙ্গলেরই হেতু হইয়া থাকে। রাবণ শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণ ইহার প্রমাণ। অতএব সামাজিক কার্য্যকলাপ দেবপূজা এবং অন্যান্য পুণ্য কর্ম্মগুলিও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইলে তাহার দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে, কিন্তু তাহাই শাস্ত্রবিধি-বিরুদ্ধ হইলে তাহাতে কল্যাণ না হইয়া গুরুতর অমঙ্গলের সৃষ্টি হইবে, এজন্য দেববিগ্রহনির্ম্মাণ ও পূজা প্রভৃতি শাস্ত্রবিধিসঙ্গত হওয়াই উচিত। অতএব যে দেবতার যেরূপ বিগ্রহ নির্ম্মাণের বিধি আছে, যে দেবতার যে দ্রব্যের দ্বারা পূজা করিবার বিধি আছে, যে প্রণালীতে পূজা ইত্যাদি করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং যে জাতির পক্ষে যে কার্য্য করিবার নির্দ্দেশ আছে, সেইগুলি যথাবিধি প্রতিপালন করিতে হইবে, অন্যথা সেই কার্য্য ভীষণ অভিচারে পরিণত হইয়া সমাজের দারুণ সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া উঠিবে। একজন কায়স্থ দম্ভভরে প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ করিত তাহার বন্ধুগণ বহু প্রতিবাদ করিলেও শুনিত না, তাহার চারিটি পুত্র ছিল একবৎসরের মধ্যে চারিটি পুত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইল, এই ব্যক্তিকে আমি দেখিয়াছি। আর একজন গন্ধবণিক পিতামাতার বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্বহস্তে শালগ্রামের পূজা করিত, এক বৎসরের মধ্যে গুরুতর কুষ্ঠরোগে তাহার মৃত্যু হইল। এই শালগ্রামটিকেও দেখিয়াছি। আর একজন গন্ধ-বণিক প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ গীতাপাঠ উপনিষদ পাঠ করিত তাহারও পুত্র কন্যা প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভগবান সকলের প্রতি সমান হইলেও ধর্ম্ম সকলের সমান নহে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। বেদোক্ত রাজসূয়-যজ্ঞ অশ্বমেধ-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইলেও ব্রাহ্মণের ইহাতে অধিকার নাই, একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই অধিকার আছে। বেদোক্ত বৈশ্যস্তোমে একমাত্র বৈশ্যেরই অধিকার আছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অধিকার নাই ইত্যাদি। এজন্য যদি কোন অভিযোগ করিতে হয় তাহলে ভগবানের নিকটেই তাহা করা উচিত, কারণ ভগবানই বেদের কর্ত্তা, এইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মের পক্ষেও জানিবেন। ব্রাহ্মণ বালক উপনয়নের পর হইতেই প্রত্যহ শালগ্রাম পূজা করিতে বাধ্য, কিন্তু তাহার মাতা শালগ্রাম স্পর্শ করিতেও পাইবেন না, এজন্য কি মনে করিতে হইবে মাতার প্রতি তাহার ঘোরতর বিদ্বেষ বা ঘৃণা আছে? শাস্ত্রের ইহাই আদেশ, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি একমাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ, ইহাতে মানুষের যুক্তিতর্কের কিছু মাত্র অধিকার নাই; ভাগবত ইহাই বলিয়াছেন—

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মোঽহধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।"

অর্থাৎ বেদে কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বিহিত হইয়াছে তাহাই ধর্ম্ম, এবং যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাই অধর্ম্ম। গীতাশাস্ত্রে ভগবানও বলিয়াছেন—"তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ॥" অর্থাৎ সেইহেতু হে অর্জ্জুন তোমার কি কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য ইহা স্থির করিতে হইলে ইহার প্রতি একমাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ।

অতএব যে জাতি বা ব্যক্তির প্রতি যে কার্য্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে তাহাই ধর্ম্ম, এবং তাহার বিপরীত হইলেই তাহাই ভীষণ অধর্ম্ম জানিবেন॥ ১৭॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গৌর্ভূর্ত্বাহশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত ॥১৮॥

অন্বয়। খিন্না 'দুঃখিতা' 'সা পৃথিবী' গৌর্ভূত্বা 'গোরূপং ধৃত্বা' বিভোঃ 'ব্রহ্মণঃ' অন্তিকে 'সমীপে' উপস্থিতা সতী অশ্রুমুখী 'নেত্রজলপূর্ণাননা' করুণং যথা স্যাৎ তথা ক্রন্দন্তী তস্মৈ 'ব্রহ্মণে' স্বং ব্যসনং 'স্বীয়ং দুঃখম্' অবোচত 'উক্তবতী' ॥১৮॥

শ্রীধর। বিভোরন্তিকে উপস্থিতা সতী ॥ ১৮—২০ ॥

অনুবাদ।—তিনি গাভীর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে নিজের দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত হইতেছিল ॥১৮॥

পুষ্পাঞ্জলি। এখানে পৃথিবীকে গোরূপধারিণী বলা হইল, তাহার কারণ গাভীর সমস্ত দেহই পবিত্র, যাহার মলমূত্র পর্য্যন্ত পবিত্র তাহার সমস্ত দেহই যে পবিত্র ইহাতে আর সন্দেহ কি? পথ দিয়া গাভীর দল চলিতে থাকিলে যে ধূলি উত্থিত হয় তাহা গাত্রে স্পর্শ করিলে এক প্রকার স্নান করা হয়, ইহাকে বায়ব্য স্নান বলে-"বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতম্" গোশালায় শয়ন করিলে মানুষ পাপ হইতে মুক্ত হয়। সেইরূপ পৃথিবীরও সমস্ত দেহ পবিত্র, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দেহে ম্রক্ষণ করিলে সমস্ত চর্ম্ম-রোগ নিবারিত হয়। তীর্থ-মৃত্তিকা দ্বারা তিলকধারণের বিধি শাস্ত্রে আছে, শ্রাদ্ধের দ্রব্যে মৃত্তিকাযুক্ত জল প্রোক্ষণ করিবার বিধিও আছে। দুর্গোৎসবে বহুবিধ মৃত্তিকা দ্বারা দেবীকে স্নান করাইবার বিধি আছে। মৃত্তিকানির্ম্মিত দেবপ্রতিমাকে শুভলক্ষণা বলা হইয়াছে, "সদৈব মৃন্ময়ী প্রোক্তা প্রতিমা শুভ-লক্ষণা" ইত্যাদি চিন্তা করিলে দেখা যায় পৃথিবী স্বভাবতই গাভীর মত পবিত্র। এবং গাভীর দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ইত্যাদি সেবন করিলে দেহ যেমন পবিত্র হয় সেইরূপ সুস্থ ও সবল হয় এবং লোক দীর্ঘজীবী হয়। নিয়মিত-ভাবে পঞ্চগব্য পান করিলে লোক নীরোগ হয় এমন কি কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত উপশমিত হয়। নিয়মিতভাবে কেবল দুগ্ধপান করিলেই জীবনধারণ করা যায়। সেইরূপ পৃথিবী-জাত শস্যের দ্বারা বহু প্রাণীর জীবন রক্ষা হয় পৃথিবী-জাত ধাতু দ্রব্য ও বৃক্ষ লতাদ্বারা বহু ঔষধ প্রস্তুত হয়, গাভীর মত জগতের সেবা করিবার জন্য পৃথিবী নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই সকল বহু সাম্য থাকায় শাস্ত্রে পৃথিবীকে গাভীমূর্ত্তি বলা হইয়াছে। এবং মৃন্ময় পৃথিবী অচেতন হইলেও ইহার যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তিনি সচেতন, বেদে দেখিতে পাই পৃথিবী ও জল প্রভৃতি জীবের মত কথা বলা ও দর্শন করা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন 'মৃদব্রবীৎ' "আপোঽব্রুবন্" "তত্তেজ ঐক্ষত" ইত্যাদি, এইজন্য ভগবান বেদব্যাস বেদান্ত-দর্শনে সূত্র করিয়া ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" অর্থাৎ মৃত্তিকা প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ঐ সকল ব্যবহার হইয়া থাকে; কারণ বেদে ঐরূপ প্রমাণ আছে। অতএব এখানে পাপভারে কাতর হইয়া পৃথিবীর ব্রহ্মার নিকটে গমন করা কিছুই অসম্ভব নহে।

মানুষ যখন ঔদ্ধত্যবশতঃ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ যথেচ্ছাচার করিতে থাকে তখনই সেই পাপে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হন, অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের জন্যই ভগবান বেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং জনহিত-প্রাণ ঋষিগণ বেদ হইতে অলৌকিকতত্ত্ব সকল গ্রহণ করিয়া লোকের সুবিধার জন্য সরলভাবে নানাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন, বর্ণাশ্রমাচার বিবিধ কর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রভৃতির যেসকল কথা ঋষিগণ বলিয়াছেন বেদই তাহার মূল বেদ হইতেই ঋষিগণ ঐ সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতই ইহা বলিয়াছেন *যখন

* ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা,
মন্যে তদেতদ খিলং নিগমস্য সত্যং স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈ স্তয়া সহ।
জগাম সত্রিনয়ন স্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥১৭॥

অন্বয়। অথ 'অনন্তরং' ব্রহ্মা তৎ 'দুঃখম' অবধার্য্য 'শ্রুত্বা' দেবৈঃ 'ইন্দ্রাদিভিঃ' সহ তয়া 'পৃথিব্যা সহ' সত্রিনয়নঃ 'শিবেন সহিতঃ' ক্ষীরপয়োনিধেঃ 'ক্ষীরসমুদ্রস্য' তীরং 'নিকটং' জগাম ॥১৭॥

অনুবাদ। পৃথিবী দুঃখিতা হইয়া গাভীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া করুণ ভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে ব্রহ্মাকে নিজের দুঃখ নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহার পর ব্রহ্মা তাহা শ্রবণ করিয়া দেবগণ পৃথিবী ও শিবের সহিত ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন ॥ ১৭

লোক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বেদ ও ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অবজ্ঞা করিয়া যথেচ্ছাচারী হয় তখনই সমাজের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, সম্প্রতি দেশে এই অবস্থারই আধিক্য দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ, ধর্ম্মহীন হইলে লোক ন্যায় অন্যায় কিছুই বিচার করে না, নিজের অবৈধ স্বার্থের জন্য অন্যের সর্ব্বনাশ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। শক্তিশালী ধনী সম্প্রদায় নানা কৌশলে সাধারণের ব্যবসায় শিল্প কৃষি প্রভৃতি গ্রাস করিতে থাকে, তখন সমাজ অর্থাভাব, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব ইত্যাদি অসংখ্য অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, এবং নানা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া চৌর্য্য প্রবঞ্চনা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ নরহত্যা প্রভৃতি নৃশংস কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, এখন তাহাই হইতেছে, এইরূপে সমাজ দারুণ অশান্তিময় হইয়া উঠিলে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন, দ্বাপর যুগের শেষে দস্যু প্রকৃতি রাজা বা ধনীদিগের দারুণ অত্যাচারে জনসমাজ ভীষণ দুর্গতিময় হইয়া উঠিয়াছিল, শাস্ত্রকে অবমাননাপূর্ব্বক অধার্ম্মিক হওয়ার জন্যই এই গুরুতর অশান্তি, কারণ পৃথিবীতে ভূস্বামিগণই সমস্ত ধর্ম্ম ও সমাজের সংরক্ষক, তাহারাই বিপর্য্যস্ত হইলে পৃথিবীর গুরুতর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। ইহার একমাত্র প্রতিকারই হইল ধর্ম্মের আশ্রয় করা, কারণ বেদ বলিয়াছেন "ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা……ধর্ম্মেণ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি" অর্থাৎ ধর্ম্মই সমগ্র জগতের একমাত্র আশ্রয়, ধর্ম্মের দ্বারাই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হয় সেইজন্য মনীষিগণ ধর্ম্মকেই সর্ব্বোত্তম বস্তু বলিয়া থাকেন। ভগবানও বলিয়াছেন, "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" অতএব পৃথিবীতে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবী পিতা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন, কারণ সংসারে স্বামীর নিকট অশান্তি পাইলে স্ত্রীলোকগণ পিতার নিকটেই গমন করিয়া থাকে। নৃপতিগণকে ভূস্বামী বলা হয় ॥ ১৮ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। ব্রহ্মা সৃষ্টি-কর্ত্তা, স্থিতি-কর্ত্তা নহেন সেইজন্য তিনি দেবগণের সহিত ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন, এবং স্থিতি-কর্ত্তা বিষ্ণুর উপাসনা করিলেন। এই ক্ষীরোদ সমুদ্র বলিতে দুগ্ধের সাগর নহে, কিন্তু দুগ্ধের মত বিশুদ্ধ শুভ্র ও জীবের অত্যন্ত হিতকর অনন্ত অপার বিশুদ্ধ সত্ত্বকেই ক্ষীরোদ সমুদ্র বলা হইয়াছে, কারণ বিশুদ্ধ সত্ত্বেই ভগবান প্রকাশ হইয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে —"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ" অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বকে বসুদেব বলা হয়, যেহেতু বিশুদ্ধ সত্ত্বেই সর্ব্বব্যাপী পরম পুরুষ প্রকাশিত হন, এইজন্য ব্রহ্মা ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে যাইয়া অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্থ হইয়া সমাধিতে ভগবানের আকাশ বাণী শুনিতে পাইলেন, অতএব বলা হইয়াছে সমাধিতে বিষ্ণুর আদেশ পাইয়া দেবগণকে মথুরায় জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। কারণ দেবগণ স্বভাবতই সত্ত্ব-প্রধান, তাঁহারা আসিয়া মথুরা ক্ষেত্রে সত্ত্বের হাওয়া প্রবাহিত করিলে তবে সেই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বিষ্ণুর আবির্ভাব সম্ভব ॥১৭॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্ ।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥২০॥
গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধা স্ত্রিদশানুবাচ হ ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্ ॥২১॥
পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্ ।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি ॥ ২২ ॥
বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়। তত্র 'ক্ষীরসমুদ্রস্য তীরে' গত্বা সমাহিতঃ 'একাগ্রচিত্তঃ সন্' পুরুষসূক্তেন 'পরমেশ্বরমাহাত্ম্য-প্রকাশকেন মন্ত্রেণ' জগন্নাথং 'জগৎপতিং' দেবদেবং 'দেবানামপি দেবং' বৃষাকপিং 'কামপূরং' পুরুষং 'বিষ্ণুম্' উপতস্থে 'উপাসিতবান্ ॥২০॥

বেধাঃ 'ব্রহ্মা' গগনে 'আকাশে' সমীরিতাং 'কথিতাং' গিরং 'বাণীং' সমাধৌ 'সমাধ্যবস্থায়াং' নিশম্য 'শ্রুত্বা' ত্রিদশান্ 'দেবান্' সানন্দম্ উবাচ 'কথয়ামাস' হে অমরা 'দেবা' যূয়ং মে 'মত্তঃ' পৌরুষীং 'বিষ্ণুনা প্রোক্তাং' গাং 'বাক্যং' শৃণুত পুনঃ মা চিরং 'শীঘ্রং' তথৈব 'যথোক্তমেব' বিধীয়তাং 'কার্য্যং ক্রিয়তাম্' ॥২১॥

পুংসা পুরুষেণ বিষ্ণুনা' ধরাজ্বরঃ 'পৃথিব্যা দুঃখম' পুরৈব 'পূর্ব্বমেব' অবধৃতঃ 'জ্ঞাতঃ' ঈশ্বরেশ্বরঃ 'ঈশ্বরাণাং ব্রহ্মরুদ্রাদীনামপি ঈশ্বরঃ নিয়ন্তা' স 'বিষ্ণুঃ' স্বকালশক্ত্যা 'স্বস্য কালাখ্যয়া শক্ত্যা' উর্ব্ব্যাঃ 'পৃথিব্যাঃ' ভারং ক্ষপয়ন্ 'নাশয়ন্' ভুবি পৃথিব্যাং যাবৎ চরেৎ 'তিষ্ঠেৎ' তাবৎ ভবদ্ভিঃ 'দেবৈঃ' অংশৈঃ 'নিজনিজাশেষাংশৈঃ সহ' যদুষু 'যদুবংশেষু' উপজন্যতাং 'জনিত্বা নিকটে স্থীয়তাম্' ॥২২॥

ভগবান 'সর্ব্বশক্তিমান্' পরঃ পুরুষঃ 'পরমেশ্বরঃ' সাক্ষাৎ 'স্বয়মেব' বসুদেবগৃহে জনিষ্যতে 'অবতরিষ্যতি' তৎপ্রিয়ার্থং 'তস্য প্রীত্যর্থং' অমরস্ত্রিয়ঃ 'দেবপত্ন্যঃ' সম্ভবন্তু 'জায়ন্তাম্' ॥২৩॥

শ্রীধর। পৌরুষীং পুরুষস্য ভগবত ইয়ং পৌরুষী তাং গাং বাচং মে মত্ত আশু শৃণুত মা চিরমবিলম্বিতং তথৈব বিধীয়তাং চেতি ॥ ২১ ॥

বিজ্ঞাপনাৎ পুরৈব পুংসা ঈশ্বরেণ ধরায়া জ্বরস্তাপোঽবধৃতোজ্ঞাত ঃ ॥ ২২—২৪ ॥

অনুবাদ। সেখানে গমন করিয়া একাগ্রচিত্তে জগন্নাথ দেবদেব বৃষাকপি অর্থাৎ যিনি সমস্ত কাম্যফল বর্ষণ করেন সেই পরম পুরুষকে পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করিলেন ॥ ২০

ব্রহ্মা সমাধি অবস্থায় আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবগণকে বলিলেন হে দেবগণ তোমরা আমার নিকট হইতে ভগবানের বাক্য শ্রবণ কর এবং তদনুসারে শীঘ্র কার্য্য কর বিলম্ব করিওনা ॥ ২১

ভগবান্ পূর্ব্বেই পৃথিবীর দুঃখ জানিতে পারিয়াছেন, তোমরা নিজ নিজ সমস্ত অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর, সেই পরমেশ্বর নিজের কালশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য যতদিন পৃথিবীতে থাকিবেন ততদিন তোমরা থাকিবে ॥ ২২

বসুদেবের গৃহে পরমপুরুষ ভগবান্ স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহার প্রীতির জন্য দেবপত্নীগণ জন্মগ্রহণ করুন ॥ ২৩ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্ ।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২৪ ॥
বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতির্বিভুঃ ।
আশ্বাস্য চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ ॥ ২৬ ॥
শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্ ।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়। বাসুদেবকলা 'বাসুদেবস্য অংশঃ' স্বরাট্ 'স্বতন্ত্রঃ' সহস্রবদনঃ 'সহস্রমুখঃ' দেবঃ 'দ্যুতিমান্' অনন্তঃ হরেঃ 'প্রিয়চিকীর্ষয়া' 'প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছয়া' অগ্রতঃ 'পূর্ব্বং' ভবিতা 'আবির্ভবিষ্যতি' ॥২৪॥

যয়া জগৎ সংমোহিতং ভগবতী 'সর্ব্বশক্তিযুক্তা' 'বিষ্ণোর্মায়া' প্রভুণা 'বিষ্ণুনা' আদিষ্টা সতী অংশেন 'ভগবদিচ্ছাদিরূপেণ যুক্তা' কার্য্যার্থে 'যশোদামোহনাদিকার্য্যার্থং' সম্ভবিষ্যতি 'জনিষ্যতে' ॥২৫॥

প্রজাপতিপতিঃ 'মরীচ্যাদীনাম্ অধিপতিঃ' বিভুঃ 'ব্রহ্মা' অমরগণান্ 'দেবগণান' ইতি আদিশ্য চ 'এবং' গীর্ভিঃ 'বাক্যৈঃ' মহীং 'পৃথিবীম্' আশ্বাস্য 'সান্ত্বয়িত্বা' পরমম্ 'উত্তমম্' স্বধাম 'নিজস্থানং' যযৌ 'গতবান্' ॥২৬॥

যদুপতিঃ 'যদুবংশীয়ানাং রাজা' শূরসেনঃ মথুরাং পুরীং আবসন 'বাসং কুর্ব্বন্' মাথুরান্ 'মথুরামণ্ডল-স্থিতান্' চ 'এবং' শূরসেনান্ মথুরাদক্ষিণদিক্স্থিতান্' বিষয়ান্ 'দেশান্' বুভুজে 'উপভুক্তবান্' ॥২৭॥

শ্রীধর। দেবকীগর্ভসঙ্কর্ষণ-যশোদামোহনাদিকার্য্যার্থে যশোদায়াং সম্ভবিষ্যতি ॥ ২৫—২৬ ॥

ভোজেন্দ্রবন্ধনাগারেঽবতারায় প্রস্তাবকথামাহ শূরসেন ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তিম্ । মথুরামাবসন্ মথুরায়াং বসন্ । বিষয়ান্ দেশান ॥ ২৭—২৮ ॥

অনুবাদ। বাসুদেবের অংশ সহস্রমুখ স্বয়ংপ্রকাশ অনন্তদেব ভগবানের প্রিয়কার্য্য করিবার জন্য অগ্রে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ২৪ ॥

যিনি জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ ও যশোদাকে মুগ্ধ করা প্রভৃতি কার্য্য করিবার জন্য প্রভুর আদেশে ভগবদিচ্ছা প্রভৃতি অংশযুক্ত হইয়া যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ২৫ ॥

শুকদেব কহিলেন, প্রজাপতিগণের অধিপতি ব্রহ্মা দেবগণকে এই আদেশ করিয়া এবং সান্ত্বনা-বাক্যের দ্বারা পৃথিবীকে আশ্বস্ত করিয়া নিজধামে গমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বে যদুপতি শূরসেন মথুরানগরে বাস করিয়া মথুরাপ্রদেশ ও তাহার দক্ষিণদিকে শূরসেন প্রদেশকে ভোগ করিতেন ॥ ২৭ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্ব্বযাদবভূভুজাম্ ।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতোহরিঃ ॥ ২৮ ॥
তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ ।
দেবক্যা সূর্য্যয়া সার্দ্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ ॥ ২৯ ॥
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
রশ্মীন্ হয়ানাং জগ্রাহ রৌক্মৈ রথশতৈর্বৃতঃ ॥ ৩০ ॥
চতুঃশতং পারিবর্হং গজানাং হেমমালিনাম্ ।
অশ্বানামযুতং সার্দ্ধং রথানাঞ্চ ত্রিষট্শতম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়। ততঃ 'তৎকালাৎ প্রভৃতি' সা 'মথুরা' সর্ব্বযাদবভূভুজাং 'সমস্তযদুবংশ্যনৃপাণাং' রাজধানী অভূৎ, যত্র 'মথুরায়াং' ভগবান্ 'সর্ব্বশক্তিমান্ হরিঃ' নিত্যং 'সর্ব্বদা' সন্নিহিতঃ 'তদ্দেশবাসিনাং নিকটস্থো বর্ত্ততে' ॥২৮॥

তস্যাং 'মথুরায়াং' কর্হিচিৎ 'কস্মিংশ্চিৎ কালে' শৌরিঃ 'শূরপুত্রঃ বসুদেবঃ' কৃতোদ্বহঃ 'বিবাহং কৃত্বা' সূর্য্যয়া 'নবোঢ়য়া' দেবক্যা সার্দ্ধং 'সহ' প্রয়াণে 'নিজগৃহং গন্তুং' রথম আরুহৎ' 'আরুরোহ' ॥২৯॥

উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ 'কংসনামা কশ্চিৎ দুর্বৃত্তঃ' রৌক্মৈঃ 'কাঞ্চনময়ৈঃ' রথশতৈঃ 'বহুশতরথৈঃ' বৃতঃ 'যুক্তঃ' স্বসুঃ 'ভগিন্যাঃ' দেবক্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া 'প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছয়া' হয়ানাম্ 'অশ্বানাং' রশ্মীন্ রজ্জূঃ জগ্রাহ 'স্বয়ং দধার' ॥৩০॥

দুহিতৃবৎসলঃ 'কন্যাংপ্রতি স্নিগ্ধঃ' দেবকঃ প্রয়াণে 'গমনকালে' দুহিত্রে 'কন্যায়ৈ' হেমমলিনাং কাঞ্চনময়-মালাযুক্তানাং' গজানাং 'হস্তিনাং' চতুঃশতম অশ্বানাম্ সার্দ্ধম্ অযুতম্ 'পঞ্চদশ সহস্রম্' রথানাং ত্রিষট্শতম্ 'অষ্টাদশশতং' সুকুমারীণাং দাসীনাং সমলঙ্কৃতে 'সুশোভিতে' দ্বে শতে পারিবর্হং 'যৌতকং' প্রাদাৎ, 'দত্তবান্' ॥৩১—৩২॥

শ্রীধর। সূর্য্যয়া নবোঢ়য়া, প্রয়াণে প্রয়াণার্থম্ ॥ ২৯ ॥

রশ্মীন্ প্রগ্রহান্ ॥ ৩০ ॥ পারিবর্হমুপস্করম্ ॥ ৩১—৩৩ ॥

অনুবাদ। সেইজন্য সেই মথুরা যদুবংশের সমস্ত রাজাদের রাজধানী ছিল, যেখানে ভগবান্ হরি সর্ব্বদা সেই স্থানের লোকদিগের নিকটে বর্ত্তমান থাকেন ॥ ২৮ ॥

কোন সময়ে সেই মথুরাতে শূরের পুত্র বসুদেব বিবাহ করিয়া নূতন বিবাহিতা পত্নী দেবকীর সহিত নিজগৃহে গমন করিবার জন্য রথে আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

উগ্রসেনের পুত্র কংস ভগিনীকে আদর করিবার জন্য শত শত সুবর্ণময় রথে বেষ্টিত হইয়া স্বয়ং দেবকীর রথের অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

কন্যার প্রতি স্নেহপরায়ণ দেবক কন্যাকে সুবর্ণের মালাযুক্ত চারিশত হস্তী, পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ, অলঙ্কারযুক্ত দুইশত যুবতী দাসী যৌতুক দান করিয়াছিলেন ॥ ৩১—৩২ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে।
দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্ যানে দুহিতৃবৎসলঃ ॥ ৩২ ॥
শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গাশ্চ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্।
প্রয়াণপ্রক্রমে তাবদ্বরবধ্বোঃ সুমঙ্গলম্ ॥ ৩৩ ॥
পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।
অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভোহন্তা যাং বহসেঽবুধ ॥ ৩৪ ॥
ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ।
ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ ॥ ৩৫ ॥
তং জুগুপ্সিতকর্ম্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্।
বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়। হে তাত 'বৎস' বরবধ্বোঃ প্রয়াণসময়ে 'প্রস্থানকালে' শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গানি দুন্দুভয়ঃ সমং 'যুগপৎ' সুমঙ্গলং 'উত্তমশুভং যথা স্যাৎ তথা' নেদুঃ 'স্বয়মেব অবাদ্যন্ত' ॥৩৩॥

অশরীরবাক্ 'আকাশবাণী' পথি প্রগ্রহিণম্ 'অশ্বরজ্জুধারিণং কসম্ আভাষ্য 'সম্বোধ্য' হে অবুধ 'মূর্খ' ত্বং যাং 'দেবকীং' বহসে 'পতিগৃহং নয়সি' অস্যাঃ 'দেবক্যাঃ' অষ্টমো গর্ভঃ 'বালকঃ' ত্বাং হন্তা 'বধিষ্যতি ॥৩৪॥

ভোজানাং 'ভোজবংশ্যানাং' কুলপাংসনঃ 'কুলাঙ্গারঃ' খলঃ 'ক্রূরঃ' পাপঃ 'পাপাত্মা' ইত্যুক্তঃ 'এবং কথিতঃ সন্' ভগিনীং হন্তুম্ আরব্ধ 'উদ্যুক্তঃ' খড়্গপাণিঃ 'অসিহস্তঃ' কচে 'কেশবন্ধে' অগ্রহীৎ ॥৩৫॥

মহাভাগঃ 'পরমভাগ্যবান্' বসুদেবঃ জুগুপ্সিতকর্ম্মাণং 'নিন্দিতকার্য্যং' নৃশংসং 'নিষ্ঠুরং' নিরপত্রপং 'নির্লজ্জং' তং 'কংসং' পরিসান্ত্বয়ন্ 'প্রবোধয়ন্' উবাচ 'কথয়ামাস ॥৩৬॥

শ্রীধর। আভাষ্য রে রে কংসেতি সম্বোধ্য, হন্তা হনিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥

কুলপাংসনঃ কুলদূষণঃ, আরব্ধ উদ্যুক্তঃ, কচে কেশবন্ধে ॥ ৩৫ ॥

নৃশংসং ক্রূরং, মহাভাগইতি, অয়ং ভাবঃ—স্বজন্মনি হর্ষেণ দেবৈরানকদুন্দুভের্ঘোষণাদ্ভাবিভগবদবতারেণ শক্যপ্রতীকারতা সম্ভবতীতি পরিসান্ত্বয়ন্ স্তুত্বা কৃপাবিষয়ত্বেনোপপত্তিভিশ্চ সামমার্গেণ সম্বোধয়ন্, কিঞ্চ সামভেদাভ্যাং সম্বোধয়ন্, তত্র সাম পঞ্চবিধম্, ভেদো দ্বিবিধঃ, তদুক্তম্—"সম্বন্ধলাভোপকৃতির্হভেদো

অনুবাদ। হে বৎস বর ও বধূর যাত্রাকালে শঙ্খ তূর্য্য মৃদঙ্গ ও ঢাক একসঙ্গে শুভ-সূচক হইয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

পথে দৈববাণী অশ্বরজ্জুধারী কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিল, রে মূর্খ! তুই যাহাকে লইয়া যাইতেছিস ইহার অষ্টম-গর্ভজাত বালক তোকে বধ করিবে ॥ ৩৪ ॥

ভোজবংশের কুলাঙ্গার ক্রূর পাপাত্মা কংস ইহা শুনিয়াই বিচার না করিয়া ভগিনীকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইয়া অসিহস্তে তাঁহার কেশগুচ্ছ ধারণ করিল ॥ ৩৫ ॥

তখন অত্যন্ত ভাগ্যবান বসুদেব ঘৃণিত-কার্য্যকারী নিষ্ঠুর নির্লজ্জ কংসকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীবসুদেব উবাচ

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ।
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্ব্বণি ॥ ৩৭ ॥
মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়। ভবান্ শূরৈঃ 'বীরৈঃ' শ্লাঘনীয়গুণঃ 'প্রশংসনীয়গুণঃ' ভোজযশস্করঃ 'ভোজবংশ্যানাং কীর্ত্তিকরঃ' স 'তথাবিধঃ' উদ্বাহপর্ব্বণি 'বিবাহোৎসবে' স্ত্রিয়ং 'নারীং' ভগিনীং কথং 'কেন প্রকারেণ' হন্যাৎ 'হত্যাং কুর্য্যাৎ' ॥৩৭॥

হে বীর জন্মবতাম্ 'উৎপত্তিমতাং' দেহেন সহ 'শরীরেণ সহ' মৃত্যুঃ 'মরণং' জায়তে 'উৎপদ্যতে' অদ্য বা 'অস্মিন দিনে এব' বা 'অথবা' অব্দশতান্তে 'শতবৎসরান্তে' প্রাণিনাং 'প্রাণবতাং' মৃত্যুঃ 'মরণং' ধ্রুবঃ 'নিশ্চয়ঃ' বৈ ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥৩৮॥

গুণকীর্ত্তনম্। সাম পঞ্চবিধম্, ভেদো দৃষ্টাদৃষ্টভয়ং বচঃ" ॥ তত্র শ্লাঘানীয়গুণ ইতি গুণকীর্ত্তনম্। ভগিনীমিতি সম্বন্ধকথনম্। পুত্রিকোপমেত্যভেদং বক্ষ্যতি। হন্যাদিতি স্ত্রীবধনিবৃত্ত্যা যশোলাভং দর্শয়তি। উদ্বাহপর্ব্বণীতি সন্তানবৃদ্ধ্যোপকারং দর্শয়তি ॥ ৩৬—৩৭ ॥

শ্রীধর। মরণভয়েণ হন্মীতি চেৎ তথাপি মরণস্যাপরিহরণীয়ত্বাদ্দেহান্তরস্যচাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ তত্রাপি চ ভোগপ্রেমাস্পদত্বাদীনামবিশেষাৎ তত্ত্বয়েন পাপাচরণমযুক্তমিত্যভিপ্রেত্যাহ মৃত্যুর্জন্মবতামিত্যাদি। দেহেন সহেতি বিধাত্রা ললাটে লিখিতত্বাৎ ইতি। তথাপি কালবিলম্বার্থং হন্মীতি চেৎ তত্রাহ অদ্যবেতি। অবশ্যম্ভাবিনি মরণে বিলম্বমাত্রায় ন পাপাচরণং যুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। তোমার গুণ বীরগণের প্রশংসনীয় তুমি ভোজবংশের গৌরবের পাত্র, সেই তুমি এই বিবাহ উৎসবের সময় কি করিয়া স্ত্রীলোককে বিশেষতঃ ভগিনীকে হত্যা করিবে ॥ ৩৭ ॥

হে বীর প্রাণীমাত্রেরই দেহের সহিতই মৃত্যু জন্ম-গ্রহণ করে, অদ্যই অথবা একশত বৎসর পরে প্রাণীদিগের মৃত্যু অবশ্যই হইবে ॥ ৩৮ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। মহাত্মা বসুদেব সাম-নীতির দ্বারা দুর্ব্বৃত্ত কংসকে নৃশংস কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন সামনীতি পাঁচ প্রকার—সম্বন্ধ লাভ উপকার অভেদ ও গুণ-কীর্ত্তন, তন্মধ্যে প্রথমে গুণ-কীর্ত্তন করিলেন—'শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈঃ অর্থাৎ বীরগণ তোমার গুণের—বীরত্বের অত্যন্ত প্রশংসা করেন, আনন্দপূর্ণ বিবাহ উৎসবে তুমি এমন বিশ্ব-বিখ্যাত বীর হইয়া কি করিয়া ভগিনীকে বধ করিবে? তোমার মত বিখ্যাত ব্যক্তির গুরুতর নিন্দা হইলে তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর হইবে। 'ভোজনশস্করঃ এই শব্দের দ্বারা সম্বন্ধ দেখান হইল অর্থাৎ তোমরা দুই জনেই একই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এবং ভোজ-বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছ, ইহাকে হত্যা করিলে সে সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যাইবে। এবং ইহার পুত্র হইতে মৃত্যু জানিয়াও ইহাকে বধ না করিলে তোমার যশোলাভ হইবে, ইহার দ্বারা লাভ দেখান হইল। এবং উদ্বাহ-পর্ব্বণি অর্থাৎ বিবাহ উৎসবে এই কথা বলিয়া উপকার দেখান হইল, কারণ ইহার সন্তান হইলে তোমারই আত্মীয় বৃদ্ধি হইবে। এবং ভগিনী শব্দের দ্বারা অভেদ দেখান হইল। এই পাঁচ প্রকার সামনীতি দেখান হইল। এবং দ্রোগ্ধূর্ব্বৈ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ ৩৯ ॥
ব্রজং স্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলূকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়। দেহে 'শরীরে' পঞ্চত্বম্ 'মৃত্যুন্' আপন্নে 'প্রাপ্তপ্রায়ে' কর্ম্মানুগঃ 'কর্ম্মাধীনঃ' অবশঃ 'অস্বতন্ত্রঃ' দেহী 'জীবঃ' প্রথমং দেহান্তরং পৃথগ্ দেহম্ প্রাপ্য 'লব্ধ্বা' প্রাক্তনং 'পূর্ব্বং' বপুঃ 'দেহং' ত্যজতে 'ত্যাগং করোতি' ॥৩৯॥

ব্রজন্ 'গমনবান্' জনঃ কথা একেন পদা 'চরণেন' তিষ্ঠন্ 'পৃথিবীম্ অবলম্ব্য' এব একেন 'অপরেণ চরণেন' গচ্ছতি 'যাতি' যথা তৃণজলোকা তৃণান্তরমবলম্ব্য পূর্ব্বং তৃণং ত্যজতি, এবং কর্ম্মগতিং গতঃ 'কর্ম্ম-পথে বর্ত্তমানো' দেহী 'জীবঃ' দেহান্তরং প্রাপ্য পূর্ব্বদেহং ত্যজতি ॥৪০॥

শ্রীধর। কিঞ্চ অস্মিন দেহে গতে যদি দেহান্তরং ন স্যাৎ তদা যুজ্যেত পাপেনাপি তৎপালনম্ নতু তদস্তীত্যাহ দেহে পঞ্চত্বমাপন্ন ইতি, আপন্নে আপন্নপ্রায়ে কর্ম্মবশাদযত্নত এব প্রথমং দেহান্তরং প্রাপ্য পশ্চাৎ পূর্ব্ববপুস্ত্যজতি ॥ ৩৯ ॥

অত্র দৃষ্টান্তঃ ব্রজন্নিতি। একেনাগ্রতো নিহিতেন পদা তিষ্ঠন ভুবমবষ্টভ্য দেহং বিভ্রৎ পশ্চাদন্যেন পূর্ব্বপ্রদেশাদুত্থাপ্য পুরো নিহিতেন গচ্ছতি যথা তদ্বৎ। অত্র চ স্বীকারপরিত্যাগৌ নাত্যন্তভিন্নবিষয়াবিতি স্পষ্টং দৃষ্টান্তান্তরমাহ যথা তৃণজলুকেতি। সা হি যথা তৃণান্তরমবষ্টভ্য পূর্ব্বং তৃণং ত্যজতি এবং কর্ম্মপথে বর্ত্তমানোঽন্যো জীবোঽপি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। দেহ ধ্বংস হইলে কর্ম্মের অধীন জীব ইচ্ছা না থাকিলেও অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে ॥ ৩৯ ॥

মানুষ গমন করিবার সময় যেমন একপায়ে ভূমিতে দাঁড়াইয়া অন্যপায়ে গমন করে, কর্ম্মপথে বর্ত্তমান জীবও সেইরূপ দেহান্তর গমন করে ॥ ৪০ ॥

পরতো ভয়ং এই শ্লোকে ভেদনীতি দেখান হইবে অর্থাৎ যাহাকে হিংসা করা হইবে সে ব্যক্তি বা তাঁহার আত্মীয়গণ প্রতিশোধ লইবে; এবং পরলোকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

আর মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া এইরূপ নৃশংস কার্য্য করাও উচিত নহে, কেন না একদিন না একদিন মৃত্যু হইবেই কেবল শীঘ্র বা বিলম্ব এইমাত্র বিশেষ, অতএব শীঘ্র-মৃত্যু রোধ করিবার জন্য এত-বড় অন্যায় কার্য্য করা কখনই উচিত নহে, আর এই দেহ নষ্ট হইলে যদি অন্য দেহ না হইত তাহ'লে না হয় দেহের জন্য পাপকার্য্য করিতে, কিন্তু কর্ম্মের অধীন জীব অন্য একটি দেহ অবলম্বন করিয়া তবে এই দেহ ত্যাগ করে। সুতরাং দেহের অভাব হইবে না, এ বিষয়ে যে দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তন্মধ্যে একটি হইল তৃণচারী জোঁক যেমন একটি তৃণ ধরিয়া তবে পূর্ব্ব-তৃণটী ত্যাগ করে সেইরূপ জীব মৃত্যুকালে একটি আতিবাহিক (বায়বীয়) দেহ অবলম্বন করিয়া তবে এই দেহটীকে ত্যাগ করে, এ বিষয়ে বেদান্ত বলিয়াছেন "যথা তৃণজলায়ুকাতৃণস্যান্তং গত্বা ঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি এবমেবায়মাত্মা ইদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বা ঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি"॥ অর্থাৎ তৃণচারী জোঁক যেমন তৃণের প্রান্তে গমন করিয়া নিজেকে সড়াইয়া লয় এইরূপই এই আত্মা এই শরীরকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ ॥৪১॥

অন্বয়। যথা লোকঃ 'স্বপ্নে দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং 'রাজাদিদর্শনদেবরাজাদিশ্রবণাভ্যাং' মনসা 'চিত্তেন' রাজাদিকম্ অনুচিন্তয়ন্ 'স্মরন্' ঈদৃশং 'রাজ-দেবরাজাদিদেহতুল্যং' কিমপি 'অনির্দ্দিষ্টং' পশ্যতি, পশ্চাৎ তৎ প্রপদ্যতে 'অহং রাজা দেবরাজো' বা ইতি মন্যতে, ততশ্চ জাগ্রদ্দেহাৎ অপস্মৃতিঃ 'নষ্টস্মৃতির্ভবতি' তথা মনোরথেন 'বিষয়বাঞ্ছয়া' 'অভিনিবিষ্টচেতনঃ' 'গভীরাবিষ্টচিত্তঃ' লোকঃ যথা রাজ-দেবরাজাদিদর্শনশ্রবণাভ্যাং মনসা রাজ-দেবরাজাদিকং স্মরন্ রাজ-দেবরাজাদিদেহতুল্যম্' অনির্দ্দিষ্টং কিমপি পশ্যতি ততঃ অহং রাজা দেবরাজো বাইতি মন্যতে ততশ্চ পূর্ব্বদেহাৎ নষ্টস্মৃতি র্ভবতি, তথা মৃত্যাবপি জীবঃ কর্ম্মবশাৎ দেহান্তরং প্রাপ্য পূর্ব্বং দেহং ত্যজতি ॥৪১॥

শ্রীধর। দেহবিষয়াবেব স্বীকারপরিত্যাগৌ দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তান্তরমাহ স্বপ্ন ইতি। দৃষ্টং রাজাদিদর্শনম্ শ্রুতমিন্দ্রাদিশ্রবণম্ তাভ্যামাহিতসংস্কারেণ মনসা তদেবানুচিন্তয়ন্ ঈদৃশং জাগ্রদ্দৃষ্টশ্রুতসদৃশং দেহং রাজাদিরূপং কিমপ্যনিরুক্তং পশ্যতি, ক্ষণান্তরে চ তদেবাহমিতি প্রপদ্যতে মন্যতে, ততশ্চ জাগ্রদ্দেহাদপগতস্মৃতির্ভবতি পুরুষো যথেতি। জাগ্রত্যেব দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তান্তরমাহ মনোরথেনেতি। অত্রাপি দৃষ্টশ্রুতাভ্যামিত্যাদি সর্ব্বং যোজ্যম্, তথাচ বক্ষ্যতি "জন্তোর্ব্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ। জন্মত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ। বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথৈঃ। স্বপ্নং মনোরথং চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসাবি"ত্যাদি। তদ্বদত্রাপি কর্ম্মবশাদ্দেহান্তরং প্রাপ্য প্রাক্তনং বপুঃ ত্যজতীতি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। লোক জাগরণ কালে যাহা দেখে বা শ্রবণ করে তাহা হইতে যে সংস্কার হয় সেই সংস্কারযুক্ত মনের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে স্বপ্নে রাজা প্রভৃতির মত একপ্রকার দেহ দেখিতে পায়, তাহাকেই যেমন আমি বলিয়া মনে করে ও সত্যদেহকে বিস্মৃত হয়, এবং জাগরন কালে কল্পনায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়া যেমন কল্পনাময় দেহকেই অমি বলিয়া মনে করে ও সত্য দেহকে বিস্মৃত হয়, সেইরূপ জীব পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া অন্যদেহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১ ॥

বিনাশ করিয়া অর্থাৎ অচেতন করিয়া অন্য একটি দেহ অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্ব দেহ হইতে নিজেকে সড়াইয়া লয়। ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে—"আতিবাহিকসংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব। কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং তথা"॥ অতএব দেহ যখন হইবেই তখন এই দেহের জন্য এত বড় পাপ কেন করিবে এবং পরজন্মে যদি কর্ম্মবশতঃ পশুর দেহও প্রাপ্ত হও তাহাও রাজার দেহের মতই প্রীতিকর হইবে, সুতরাং রাজার দেহ প্রাপ্ত না হইলেও ক্ষতি নাই। এত করিয়া বুঝাইলেও নৃশংস কংস কোন মতেই নিবৃত্ত হইল না। "চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী" তখন উপস্থিত গুরুতর বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মৃত্যুতুল্য কংসকে পুত্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন ॥ ৩৮।৩৯।৪০ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু ।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥ ৪২ ॥
জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষ্বদঃ সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে ।
এবং স্বমায়ারচিতেষ্বসৌ পুমান্ গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়। মৃত্যুসময়ে মায়ারচিতেষু 'মায়য়া বিভিন্নদেহরূপেণ সৃষ্টেষু' পঞ্চসু গুণেষু 'ভূতেষু মধ্যে' দৈবচোদিতং 'ফলোন্মুখকর্ম্মণা প্রেরিতং' বিকারাত্মকং 'বিবিধবিকারাপন্নং' মনঃ যতো যতো 'যং যং দেহং' দেবমনুষ্যাদিরূপং প্রতি' ধাবতি 'দ্রুতং গচ্ছতি' গচ্ছচ্চ যদ্যদ্ রূপম্ আপ 'অভিনিবেশবশাৎ প্রাপ্তং' তত্র তত্র অসৌ দেহী 'জীবঃ' প্রপদ্যমানঃ 'তদেবাহমিতি প্রাপ্তঃ সন্' তেন রূপেণ সহ জায়তে 'উৎপদ্যতে' ॥৪২॥

অদো জ্যোতিঃ 'চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপম্' উদকপার্থিবেষু 'জলপূর্ণঘটাদিষু 'প্রতিবিম্বরূপেণ স্থিতং' সমীরবেগানুগতং 'বায়োর্বেগম্ অনুগতং কম্পাদিযুক্তম্' যথা প্রতীয়তে 'জ্ঞায়তে' এবং 'তথা' স্বমায়ারচিতেষু 'স্বস্য অবিদ্যয়া সৃষ্টেষু' দেহেষু অসৌ 'জীবঃ' রাগানুগতঃ 'রাগেণ প্রবিষ্টঃ' বিমুহ্যতি 'অভিনিবেশং প্রাপ্নোতি' তস্মাৎ 'হেতোঃ' তথাবিধঃ 'পূর্বোক্তপ্রকারো জীবঃ' আত্মনঃ 'স্বস্য' ক্ষেমং 'মঙ্গলম্' অন্বিচ্ছন্ 'বাঞ্ছন্' কস্যচিৎ

শ্রীধর।—ননু বিচিত্রদেহহেতূনাং কর্ম্মণাং কৃতত্বাদ্দেহবিশেষ প্রাপ্তৌ কিং কারণমত আহ যতো যত ইতি। দেহস্য পঞ্চত্বসময়ে পঞ্চসু গুণেষু ভূতেষু মায়য়া নানাদেহরূপেণ রচিতেষু দৈবেন ফলাভিমুখেন কর্ম্মণা চোদিতং নানাবিকারাত্মকং মনো যং যং দেহং দেবতির্য্যগাদিরূপং প্রতি ধাবতি ধাবচ্চ সদ্ যং যমাপ অভিনিবেশেন প্রাপ্তং তত্র তত্রাসৌ দেহী জায়তে। ননু মনসঃ কর্ত্তৃত্বাৎ তদেব জায়তাং নত্বকর্ত্তাত্মেত্যত আহ প্রপদ্যমান ইতি। তদেবাহমিতি মন্যমানস্তেন সহ জায়ত ইতি ॥ ৪২ ॥

ননু সত্যং ভবিষ্যত্যেব কিমপি দেহমাত্রং তথাপ্যত্যাতিপ্রিয়স্য রাজদেহস্য রক্ষণায় অকৃত্যমপি ক্রিয়তে ইতি চেৎ তত্রাহ জ্যোতিরিতি, অদশ্চন্দ্রাদিজ্যোতিঃ উদকযুক্তেষু পার্থিবেষু ঘটাদিষু, যদ্বা উদকেষু পার্থিবেষু তৈলঘৃতাদিষু চ প্রতিবিম্বেন স্থিতং সমীরস্য বায়োর্বেগমনুগতং কম্পাদিযুক্তং প্রতীয়তে যথা, এবং স্বাবিদ্যারচিতেষু গুণেষু দেহেষ্বসৌ রাগেণানুগতঃ প্রবিষ্টো মুহ্যতি অভিনিবেশং প্রাপ্নোতি। অয়ং ভাবঃ— আত্মনস্তাবদ্দেহাদ্যধ্যাসাজ্জন্মোক্তং সহ তেন জায়ত ইতি, ততশ্চান্যোন্যধর্ম্মাধ্যাসাদ্ যথা দেহাদিধর্ম্মাঃ কার্শ্যাদয় আত্মনি প্রতীয়ন্তে এবমাত্মধর্ম্মাঃ প্রেমাস্পদত্বাদয়োঽপি দেহাদিষ্বিতি রাজশূকরদেহয়ো বিশেষাভাবাদ্ব্যর্থোমৃত্যুপ্রতীকার ইতি॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। দেহের মৃত্যুকালে মায়ার দ্বারা নানাদেহরূপে সৃষ্ট পঞ্চভূতের মধ্যে সুখদুঃখ ফল প্রদান করিবার জন্য উন্মুখ কর্ম্মের দ্বারা প্রেরিত নানাবিধ বিকার রূপ মন যে যে দেহের দিকে ধাবিত হয়, এবং ধাবিত হইয়া অভিনিবেশ বশতঃ যে যে রূপ দেখিতে পায় তাহাকেই আমি বলিয়া মনে করিয়া তাহার সহিত জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪২ ॥

জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র প্রভৃতি জলপূর্ণ মৃন্ময় ঘট প্রভৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বায়ুবেগে কম্পিত হইতেছে বলিয়া যেমন মনে হয় সেইরূপ, সেই আত্মা নিজের মায়ার দ্বারা রচিত দেহে অনুরক্ত হইয়া মুগ্ধ হন অর্থাৎ আত্মার জন্ম না হইলেও দেহে আমি বলিয়া ভ্রম বশতঃ জীবের সুখ দুঃখাদি হইয়া থাকে, অতএব উত্তম অধম কোন দেহই যখন আত্মা নয় তখন তাহাদের কোন বিশেষ না থাকায় এই দেহ যদি নষ্ট হইয়াও যায় তাহলেও সেই দেহকে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৪৩ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তস্মান্ন কস্যচিদ্দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ।
আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং স সামভির্ভেদৈর্ব্বোধ্যমানোঽপি দারুণঃ।
ন ন্যবর্ত্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ ॥ ৪৬ ॥
নির্ব্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ।
প্রাপ্তং কালং প্রতিব্যোঢ়ুমিদং তত্রান্বপদ্যত ॥ ৪৭ ॥

'প্রাণিনঃ' দ্রোহং 'জিঘাংসাং' নাচরেৎ 'ন কুর্য্যাৎ' যতঃ দ্রোগ্ধুঃ 'দ্রোহং কর্ত্তুঃ' পরতঃ 'অন্যতঃ' তৎসম্বন্ধিজনাৎ যমাদপিচ ভয়ং ভবতি ॥৪৩-৪৪॥

অন্বয়। এষা 'দেবকী' তব অনুজা 'কনিষ্ঠা ভগিনী' বালা 'বালিকা' কৃপণা 'দীনা' পুত্রিকোপমা 'কন্যাতুল্যা' অতঃ দীনবৎসলঃ 'দীনেষু স্নেহবান্' ত্বম্ কল্যাণীং 'নিরপরাধাম্ ইমাং 'দেবকীং' হন্তুং 'হত্যাং কর্ত্তুং' নার্হসি' ন যোগ্যোভবসি ॥৪৫॥

হে কৌরব্য 'পরীক্ষিৎ' দারুণঃ 'নিষ্ঠুরঃ' স 'কংসঃ' এবম্ 'অনেন প্রকারেণ' সামভিঃ 'সান্ত্বনাকরৈঃ' ভেদৈঃ 'বুদ্ধিভেদসূচকৈঃ বাক্যৈঃ' বোধ্যমানঃ 'উপদিশ্যমানোঽপি' ন ন্যবর্ত্তত 'নিবৃত্তবান্' ॥৪৬॥

আনকদুন্দুভিঃ 'বসুদেবঃ' তস্য 'কংসস্য' তং নির্বন্ধম্ 'আগ্রহাতিশয্যং' জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্য 'বিচার্য্য' প্রাপ্তম্ 'উপস্থিতং' কালং প্রতিব্যোঢুং 'বঞ্চয়িতুং' তত্র 'তদা' ইদম্ অন্বপদ্যত 'নিশ্চিতবান্' ॥৪৭॥

শ্রীধর। এবমুক্তং সামোপায়মুপসংহরন্ ভেদমাহ তস্মাদিতি। পরত ইতি অভিদ্রুহ্যমাণাৎ তৎসম্বন্ধিনশ্চ যমাদপি ইহামুত্র চ ভয়মিতি ভেদো দর্শিতঃ ॥ ৪৪ ॥

পুনরপি সামৈবাহ এষেতি। পুত্রিকোপমা দারুময়ী বাঽচেতনপ্রায়া ॥ ৪৫ ॥

বোধ্যমান উপদিশ্যমানঃ স্বয়ং দারুণঃ পুনঃ পুরুষাদান্ দৈত্যগণাননুব্রতোঽনুসৃত ইতি ॥ ৪৬ ॥

আনকদুন্দুভিরিতি পদং মহাভাগ ইত্যত্রোক্তাভিপ্রায়ম্। প্রতিব্যোঢুম্ প্রতিকর্ত্তুম্ বঞ্চয়িতুমিত্যর্থঃ। ইদং বক্ষ্যমাণমপত্যার্পণমন্বপদ্যত জ্ঞাতবান্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ।—অতএব অবিদ্যায় আবৃত সেই জীব যদি নিজের শুভ কামনা করেন তাহলে কাহারো হিংসা করিবেন না, কারণ হিংসা করিলে ইহলোকে যাহাকে হিংসা করা হয় তাহার বা তাহার বন্ধুগণের নিকট হইতে এবং পরলোকে যমের নিকট হইতে দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

ভয়ে অত্যন্ত কাতরা তোমার এই বালিকা ভগিনী তোমার কন্যার মত, অতএব এ বালিকাকে তোমার বধ করা উচিত হয় না, কারণ তুমি কাতর ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত স্নেহময় ॥ ৪৫ ॥

হে পরীক্ষিৎ অত্যন্ত নিষ্ঠুর কংস এই প্রকারে সান্ত্বনাকর যুক্তিসংগত বাক্য ও ভয়-প্রদর্শনে বুদ্ধিভেদ-সূচক বাক্যের দ্বারা প্রবোধিত হইলেও নিবৃত্ত হইল না, কারণ সে অসুরদিগের মতানুসারে চলিত ॥ ৪৬ ॥

বসুদেব তাহার সেই আগ্রহাতিশয্য বুঝিয়া বিবেচনা করিয়া উপস্থিত সময়কে এড়াইয়া যাইবার জন্য তখন ইহা স্থির করিলেন ॥ ৪৭ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মৃত্যুর্ব্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্ বুদ্ধিবলোদয়ম্ ।
যদ্যসৌ ন নিবর্ত্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ ॥ ৪৮ ॥
প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্ ।
সুতা মে যদি জায়েরন্ মৃত্যুর্ব্বা ন ম্রিয়েত চেৎ ॥ ৪৯ ॥
বিপর্য্যয়ো বা কিং ন স্যাদ্গতির্ধাতুর্দুরত্যয়া ।
উপস্থিতো নিবর্ত্তেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়। বুদ্ধিবলোদয়ং 'বুদ্ধেঃ বলস্য চ উদয়ম্ 'উৎকর্ষং' যাবৎ বুদ্ধিমতা'জনেন' মৃত্যুঃ অপোহ্যঃ 'প্রতীকার্য্যঃ' তথাপি অসৌ 'মৃত্যুঃ' যদি ন নিবর্ত্তেত 'নিবৃত্তো ন স্যাৎ' তদা দেহিনো 'লোকস্য' অপরাধঃ 'উপেক্ষাদোষো' ন স্যাৎ ॥৪৮॥

মৃত্যবে 'মৃত্যুরূপিণে কংসায়' পুত্রান্ প্রদায় 'দত্ত্বা' কৃপণাং 'দীনাম্' ইমাং 'দেবকীং' মোচয়ে 'মুক্তাং করোমি' যদি মে সুতা জায়েরন্ 'তদা যদ্ভাবি তদ্ ভবতু' ; তদন্তরা কংসস্য যদি মৃত্যুঃ স্যাৎ তদা ন দোষঃ, যদি ন ম্রিয়েত সুতাশ্চ মম জায়েরন্ তদা মে পুত্রাৎ অস্য বধরূপো বিপর্য্যয়ঃ 'বৈপরীত্যং' কিং ন স্যাৎ, যতঃ ধাতুঃ 'ঈশ্বরস্য' গতিঃ 'সিদ্ধান্তঃ' দুরত্যয়া 'অনতিক্রমণীয়া' ইদানীং পুত্রদানপ্রতিজ্ঞৈব যুক্তা তথা সতি উপস্থিতো মৃত্যু নিবর্ত্তেত নিবৃত্তঃ সন্ পুনরাপতেচ্চেৎ তদা ন মেঽপরাধঃ। ৪৯॥৫০

শ্রীধর। ননু খলোঽয়মেতন্নমন্যেতেত্যাশঙ্ক্যাহ স্বয়মেব মৃত্যুরিতি ॥ ৪৮ ॥

তস্মাদুপেক্ষাদোষপরিহারায়ৈবং করিষ্যামীত্যাহ প্রদায়েতি। মৃত্যবে কংসায়। নন্বিদমপি নৈব-ন্যায্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ সুতা ইতি। অস্যাং যদি মে সুতা জায়েরন্ তদা যদ্ভাবি ভবতু জীবিতং তু তাবদ্ভবেদেব তদন্তরা যদ্যয়মেব ম্রিয়েত তদা ন কিঞ্চিদন্যায্যম্ ॥ ৪৯ ॥

যদি চ সুতা ভবিষ্যন্তি ন চায়ং ম্রিয়েত তদা মৎপুত্রাদেবাস্য মরণমিতি বিপর্য্যয়ো বা কিং ন স্যাৎ ? ননু প্রৌঢ়স্য কংসস্য তব বালকাৎ কথং মৃত্যুঃ স্যাৎ তত্রাহ গতিরিতি। ধাতুঃ অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তেত্যুক্তবতঃ। অত ইদানীমপত্যার্পণপ্রতিজ্ঞৈব মন্ত্রঃ। তথা সতি উপস্থিতো মৃত্যুরয়ং তাবন্নিবর্ত্তেত নিবৃত্তঃ পুনঃ কালান্তরে আপতেচ্চেৎ তদা নাপরাধো মমেত্যর্থঃ। অথবা অস্য মৎপুত্রাদুপস্থিতো মৃত্যু-রস্যা বধাদ্ যো নিবর্ত্ততে স পুনরণেন ন সম্মন্ত্রেণ ভবেদেবেতি, যদ্বা গতির্দ্ধাতুর্দুরত্যয়েত্যেতস্য প্রপঞ্চ উপস্থিত ইতি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। যতদূর বুদ্ধি ও বল প্রয়োগ করিতে পারা যায় তাহার দ্বারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মৃত্যুর প্রতীকার করিবে, যদি তাহার দ্বারা মৃত্যু নিবারিত না হয় তাহলে আর লোকের কোন দোষ হয় না ॥ ৪৮ ॥

মৃত্যুরূপী কংসকে পুত্রগণকে দিবার প্রতিশ্রুতি করিয়া এখন কাতরা এই দেবকীকে মুক্ত করি, যদি আমার পুত্র জন্মে তখন যাহা হইবার হইবে, আমার পুত্র হইবার মধ্যে কংসেরও মৃত্যু হইতে পারে, আর যদি না মরে তাহলে আমার পুত্র হইতে কি ইহার মৃত্যু হইতে পারে না ? কারণ বিধাতার সিদ্ধান্ত কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, পুত্র-দানের প্রতিশ্রুতি দিলে এখনকার মত উপস্থিত মৃত্যু নিবারিত হইতে পারে, নিবারিত হইয়া আবার পরে যদি আসিয়া পড়ে তাহলে আর আমার কোন দোষ নাই ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অগ্নের্যথা দারুবিয়োগযোগয়ো রদৃষ্টতোঽন্যন্ন নিমিত্তমস্তি ।
এবং হি জন্তোরপি দুর্ব্বিভাব্যঃ শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ ॥৫১॥
এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাবদাত্মনিদর্শনম্ ।
পূজয়ামাস বৈ শৌরির্বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৫২ ॥
প্রসন্নবদনাম্ভোজো নৃশংসং নিরপত্রপম্ ।
মনসা দূয়মানেন বিহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ

ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্বৈ সাহাশরীরবাক্ ।
পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—যথা 'বনেষু' অগ্নেঃ দাবানলস্য দারুবিয়োগযোগয়োঃ 'বৃক্ষেণ সহ সংযোগবিয়োগয়োঃ' অদৃষ্টতোঽন্যৎ 'অদৃষ্টভিন্নং' নিমিত্তং 'কারণং' নাস্তি এবং জন্তোঃ 'প্রাণিনঃ' শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ 'জন্মমরণয়োঃ কারণং' দুর্বিভাব্যঃ 'অচিন্ত্যঃ' ॥৫১॥

শৌরিঃ 'বসুদেবঃ' এবং 'ইদং প্রকারেণ' যাবদাত্মনিদর্শনং 'স্ববুদ্ধিপর্য্যন্তং' বিমৃশ্য 'বিচার্য্য' পাপং 'দুর্বৃত্তং' তং 'কংসং' বহুমানপুরঃসরং 'বহুসম্মানপূর্ব্বকং' পূজয়ামাস 'স্তবেন সম্মানয়ামাস ॥৫২॥

'বসুদেবঃ' প্রত্যগ্রবদনাম্ভোজঃ 'প্রফুল্লপদ্মবৎ প্রসাদিতমুখঃ সন্' প্রহসন্ হাস্যং কুর্ব্বন্' 'দূয়মানেন 'সন্তপ্যমানেন' মনসা যুক্তঃ ক্রূরং 'নির্দ্দয়ং' নিরপত্রপং নির্লজ্জং' কংসং পুনঃ অব্রবীৎ 'উক্তবান্' ॥৫৩॥

সৌম্য 'শান্তপ্রকৃতে' অশরীরিণী বাক্ 'আকাশবাণী' যৎ 'যথা' আহ বদতি 'তথা' হি নিশ্চিতং' অস্যাঃ 'দেবক্যাঃ' তে 'তব' ভয়ং নাস্তি, যতঃ 'যেভ্যঃ' 'পুত্রেভ্য ' তে 'তব' ভয়ম্ উত্থিতম্ 'উৎপন্নম্' অস্যাঃ 'দেবক্যাঃ' তান্ পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যে 'দাস্যামি ॥৫৪॥

শ্রীধর। প্রাণিনামদৃষ্টঞ্চ দুর্ব্বিতর্ক্যমিতি সদৃষ্টান্তমাহ অগ্নেরিতি। বনে বৃক্ষান্ প্রদহন্নগ্নিঃ সন্নিহিতানপি বৃক্ষান্ পরিত্যজ্য কদাচিদ্ দূরস্থানপি দহতি গ্রামে গৃহান্ বা, নহ্যস্য প্রাণ্যদৃষ্টব্যতিরেকেণ কিঞ্চিন্নিয়ামকমস্তি যথা, এবং জন্তোর্জন্মমরণয়োরপি হেতুর্দুর্বিভাব্যোঽচিন্ত্যঃ ॥ ৫১ ॥

যাবদাত্মনিদর্শনং স্বপ্রজ্ঞাবধি বিচার্য্য ॥ ৫২ ॥ তস্য বিশ্বাসায় বিকসিতমুখাম্ভোজো বিহসন্নব্রবীৎ ॥ ৫৩ ॥

যদ্ যথা অশরীরিণী বাগাহ তথা হি নিশ্চিতমস্যাঃ সকাশাৎ তে ভয়ং নাস্তি। যতো যেভ্যঃ পুত্রেভ্যস্তে ভয়মুত্থিতম্ অষ্টমো হন্তেত্যুক্তেরন্যোন্যাপেক্ষয়া সর্ব্বেঽপ্যষ্টমা ভবেয়ুরিত্যদ্ভুতং, তেনাস্যাঃ পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যে ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। দেখিতে পাওয়া যায় বনে আগুন লাগিলে অগ্নি নিকটের বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া দূরস্থ বৃক্ষকে দগ্ধ করে, ইহাতে যেমন অদৃষ্ট ভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই, এইরূপ প্রাণীর জন্ম-মৃত্যুরও কারণ চিন্তার অতীত ॥ ৫১ ॥

নিজের যতদূর বুদ্ধি আছে তত দূর বিচার করিয়া বসুদেব পাপ কংসকে বহু সম্মান পূর্ব্বক পূজা করিলেন ॥ ৫২ ॥

বাহিরে প্রসন্নমুখে হাঁসিতে হাঁসিতে অথচ অন্তরে গভীর দুঃখিত হইয়া ক্রূর ও নির্লজ্জ কংসকে পুনর্ব্বার বলিলেন ॥ ৫৩ ॥

বসুদেব বলিলেন, হে ভদ্র! আকাশবাণী যাহা বলিল তাহাতে দেবকী হইতে তোমার কোন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীশুক উবাচ

স্বসুর্বধান্নিববৃতে কংসস্তদ্বাক্যসারবিৎ।
বসুদেবোঽপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্ গৃহম্ ॥ ৫৫ ॥
অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্ব্বদেবতা।
পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাং চৈবানুবৎসরম্ ॥ ৫৬ ॥
কীর্ত্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।
অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ ॥ ৫৭ ॥
কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্য্যং কদর্য্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়। কংসঃ তদ্বাক্যসারবিৎ 'বসুদেববাক্যস্য সত্যত্বং জানন্' স্বসুঃ 'ভগিন্যাঃ' বধাৎ নিববৃতে 'নিবৃত্তঃ' বসুদেবোঽপি প্রীতঃ 'সন্তুষ্টঃ সন্' তং প্রশস্য 'প্রশংসাং কৃত্বা' গৃহং প্রাবিশৎ 'প্রবিষ্টবান ॥৫৫॥

অথ 'অনন্তরং' সর্ব্বদেবতা 'সমস্তদেবতাময়ী' দেবকী কালে উপাবৃত্তে 'প্রসবকালে উপস্থিতে সতি' অনুবৎসরং 'প্রতিবৎসরম্' একৈকশঃ পুত্রান্ চ 'এবং' কন্যাং প্রসুষুবে 'প্রসূতবতী' ॥৫৬॥

আনকদুন্দুভিঃ 'বসুদেবঃ' প্রথমজং 'প্রথমোৎপন্নং' কীর্ত্তিমন্তং 'কীর্ত্তিমন্নামানং পুত্রং' কৃচ্ছ্রেণ 'কষ্টেন' কংসায় অর্পয়ামাস 'দদৌ' যতঃ সঃ 'বসুদেবঃ' অনৃতাৎ 'মিথ্যা ভাষণাৎ' অতিবিহ্বলঃ 'অত্যন্তং ভীতঃ' ॥৫৭॥

সাধূনাং 'সত্যপ্রতিজ্ঞানাং' দুঃসহম্ 'অসহ্যং' কিমস্তি, বিদুষাং 'জ্ঞানিনাম্' অপেক্ষিতম্ 'আকাঙ্ক্ষিতং' কিম্? কদর্য্যাণাং 'দুর্জ্জনানাম' অকার্য্যং 'কর্ত্তুমনর্হং' কিম্? ধৃতাত্মনাং 'হরিপরায়ণানাং' দুস্ত্যজম 'অত্যাজ্যং' কিম্ ॥৫৮॥

শ্রীধর। নিববৃতে নিবৃত্তঃ। তদ্বাক্যে সার উপপত্তি স্তদ্বিৎ ॥ ৫৫ ॥ প্রসূতিকালে প্রাপ্তে সর্ব্বঃ সর্ব্বাত্মা ভগবানেব দেবতা যস্যাঃ সা তথা সর্ব্বদেবতাময়ীতি বা ভগবদাশ্রয়ত্বাৎ ॥ ৫৬।৫৭ ॥

মৃত্যবে পুত্রং কথমর্পিতবান্ ইত্যপেক্ষ্যামাহ কিং দুঃসহমিতি, সাধূনাং সত্যসন্ধানাং, পুত্রলালন-

ভয় নাই, যাহাদের হইতে তোমার ভয় হইয়াছে দেবকীর সেই পুত্রগণকে তোমার হস্তে প্রদান করিব। যদিও অষ্টম পুত্র হইতেই মৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে তাহা হইলেও পণ-পূরণ-ন্যায় অনুসারে সকলেই অষ্টম হইতে পারে ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। শুকদেব বলিলেন, কংস তাঁহার বাক্য যুক্তিসঙ্গত বুঝিয়া ভগিনীর হত্যাকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, বসুদেবও তাহাকে প্রশংসা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৫ ॥

তাহার পর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে সমস্ত দেবতারূপিণী দেবকী প্রতি বৎসর এক একটি করিয়া আটটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করিলেন ॥ ৫৬ ॥

বসুদেব কীর্ত্তিমান্ নামে প্রথম পুত্রটিকে অতিকষ্টে কংসের হস্তে অর্পণ করিলেন কারণ তিনি মিথ্যা কথার ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইতেন ॥ ৫৭ ॥

কারণ যাঁহারা সত্যপ্রতিজ্ঞ তাহাদের পক্ষে সহ্য করা দুষ্কর এমন কি আছে? যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহাদের অপেক্ষা করিবার মত বস্তু কি আছে? কদর্য্যদিগের অকার্য্য কি আছে? আর যাঁহারা হৃদয়ে হরিকে ধারণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের ত্যাগ করা দুষ্কর এমন কি আছে? ॥ ৫৮ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দৃষ্ট্বা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যেচৈব ব্যবস্থিতিম্ ।
কংসস্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৫৯ ॥
প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং নহ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্ ।
অষ্টমাদ্ যুবয়োর্গর্ভাৎ মৃত্যুর্মে বিহিতঃ কিল ॥ ৬০ ॥
তথেতি সুতমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ ।
নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোঽবিজিতাত্মনঃ ॥ ৬১ ॥
নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাং চ যোষিতঃ ।
বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়। হে রাজন্! কংসঃ শৌরেঃ 'বসুদেবস্য' তৎ সমত্বং 'শত্রুমিত্রয়োস্তুল্যতাং' দৃষ্ট্বা প্রীতমনাঃ 'সন্তুষ্টচিত্তঃ সন্' প্রহসন্ 'হাস্যং কুর্ব্বন্' ইদং 'বক্ষ্যমাণং বচঃ' অব্রবীৎ 'উক্তবান' ॥৫৯॥

অয়ং কুমারঃ 'বালকঃ' প্রতিযাতু 'প্রতিগচ্ছতু' হি যতঃ অস্মাৎ 'বালকাৎ' মে 'মম' ভয়ং নাস্তি যুবয়োঃ অষ্টমাৎ গর্ভাৎ 'পুত্রাৎ' মে 'মম' মৃত্যুঃ বিহিতঃ 'নির্দ্ধারিতঃ' কিল 'নিশ্চিতম্' ॥৬০॥

আনকদুন্দুভিঃ 'বসুদেবঃ' তথেতি তথাস্তু ইত্যুক্ত্বা সুতম্ 'পুত্রম্' আদায় যযৌ 'গতবান্' কিন্তু অসতঃ 'দুর্জ্জনস্য' অবিজিতাত্মনঃ 'অস্থিরচিত্তস্য' কংসস্য তদ্বাক্যং ন অভ্যনন্দত 'বিশশ্বাস' ॥৬১॥

ব্রজে 'গোকুলে' নন্দাদ্যাঃ 'নন্দপ্রভৃতয়ঃ' যে গোপাঃ চ 'এবং' অমীষাং 'নন্দাদীনাং' যাঃ যোষিতঃ 'পত্ন্যঃ' চ 'এবং' বসুদেবাদ্যাঃ বৃষ্ণয়ঃ 'বৃষ্ণিবংশজাতাঃ' দেবক্যাদ্যাঃ 'দেবকীপ্রভৃতয়ঃ' যদুস্ত্রিয়ঃ 'যাদবানাং পত্ন্যঃ' উভয়োঃ 'বংশয়োঃ' জ্ঞাতয়ঃ 'মিত্রাণি' বন্ধুসুহৃদঃ চ 'এবং যে কংসমনুব্রতাঃ 'কংসমনুগতাঃ বর্ত্তন্তে'

সুখাপেক্ষা কথং ত্যক্তা ইত্যত আহ বিদুষামিতি, ভগবানেব তত্ত্বং নান্যদিতি জানতামিত্যর্থঃ। নমু স্বয়ং নীতে সতি কংসো বালং ন হন্যাদিতি মত্বা নীতবানিতি কিং ন স্যাদিতি নেত্যাহ কিমকার্য্যমিতি, নমু দেবকী কথং পুত্রং তত্যাজ ইত্যত আহ দুস্ত্যজমিতি, চিত্তে ধৃত আত্মা হরির্যৈস্তেষাম্ ॥ ৫৮—৬১ ॥

কংসস্য শান্তির্দৈবকার্য্যানুগুণা ন ভবতীতি নারদস্য প্রত্যবস্থানং তদাহ নন্দাদ্যা ইত্যাদিত্রয়েণ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ। হে মহারাজ পুত্রকেও শত্রুর হস্তে সমর্পণ করায় বসুদেবের শত্রু ও মিত্রে সমান ভাব দেখিয়া এবং সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া কংস সন্তুষ্টচিত্তে যেন হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল, এই বালককে লইয়া যাও ইহা হইতে আমার কোন ভয় নাই কারণ তোমাদের অষ্টম গর্ভের পুত্র হইতে আমার মৃত্যু বিহিত হইয়াছে ॥ ৫৯॥ ৬০ ॥

আচ্ছা তাহাই করিব এই কথা বলিয়া বসুদেব চলিয়া গেলেন কিন্তু তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিলেন না কারণ সে দুর্জ্জন ও অস্থিরচিত্ত ॥ ৬১ ॥

গোকুলে নন্দ প্রভৃতি যে গোপগণ বাস করিতেছেন এবং যশোদা প্রভৃতি তাহাদের পত্নীগণ, আর বসুদেব প্রভৃতি যদুবংশের ব্যক্তিগণ, দেবকী প্রভৃতি তাঁহাদের পত্নীগণ, এবং উভয় বংশের জ্ঞাতি বন্ধু সুহৃদ্‌গণ, এবং যাহারা কংসের আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে ইহারা সকলেই প্রায় দেবতা, আর যাহারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে তাহাদের বধ করিবার জন্য দেবতাদিগের যে উদ্যোগ চলিতেছে এই সমস্তই ভগবান্ নারদ কংসকে বলিয়া দিলেন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সর্ব্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত।
জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহৃদো যে চ কংসমনুব্রতাঃ ॥ ৬৩ ॥
এতৎ কংসায় ভগবান্ শশংসাভ্যেত্য নারদঃ।
ভূমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাঞ্চ বধোদ্যমম্ ॥ ৬৪ ॥
ঋষের্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি।
দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুঞ্চ স্ববধং প্রতি ॥ ৬৫ ॥
দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগৃহ্য নিগড়ৈ র্গৃহে।
জাতং জাতমহন্ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া ॥ ৬৬ ॥
মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা।
ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপোলুব্ধা রাজানঃ প্রায়শোভুবি ॥ ৬৭ ॥
আত্মানমিহ সঞ্জাতং জানন্ প্রাগ্ বিষ্ণুনা হতম্।
মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত ॥ ৬৮ ॥

সর্ব্বে দেবতাপ্রায়াঃ 'প্রায়শ এব দেবতাঃ' ভগবান্ নারদঃ এতৎ সর্ব্বং কংসায় শংসয়ামাস 'কথয়ামাস' ভূমেঃ 'পৃথিব্যাঃ' ভারায়মাণানাং 'ভার ইবাচরতাং' দৈত্যানাং বধোদ্যমং চ 'দেনকৃতবধোদ্যোগমপি ''কথয়ামাস' ॥৬২।৬৩।৬৪॥

অন্বয়। ঋষেঃ 'নারদস্য' বিনির্গমে 'গমনে সতি' কংসঃ যদূন্ 'যাদবান্' সুরান্ 'দেবান' ইতি মত্বা 'জ্ঞাত্বা' চ এবং স্ববধং প্রতি 'নিজস্য বধার্থং' দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং 'দেবকীগর্ভজাতং' বিষ্ণুং জ্ঞাত্বা গৃহে 'কারাগারে' নিগড়ৈঃ 'শৃঙ্খলৈঃ' দেবকীং চ 'এবং' বসুদেবং নিগৃহ্য 'অবরুধ্য' তয়োঃ 'দেবকীবসুদেবয়োঃ' জাতং জাতম্ 'উৎপন্নান্ পুত্রান্' অজনশঙ্কয়া 'বিষ্ণুভ্রমেণ' অহন্ 'অবধীৎ' ॥ ৬৫।৬৬

ভূবি 'পৃথিব্যাং' অসুতৃপঃ 'নিজপ্রাণানেব সুখিনঃ কুর্ব্বন্তো' লুব্ধাঃ 'রাজ্যাদিলোভযুক্তাঃ' রাজানঃ মাতরং পিতরং সর্ব্বান্ ভ্রাতৄন্ সুহৃদঃ 'বন্ধুন্' চ এবং 'সখীন্' প্রায়শঃ 'প্রায়এব' ঘ্নন্তি 'মারয়ন্তি'। ৬৭

সঃ 'কংসঃ' প্রাক্ 'পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি' বিষ্ণুনা হতং মহাসুরং কালনেমিম্ ইহ 'জন্মনি' সংজাতম্ আত্মানং জানন্ 'নারদাদেব শ্রুত্বা' যদুভিঃ সহ ব্যরুধ্যত 'বিরোধং চকার' ॥ ৬৮

শ্রীধর। উভয়োর্বসুদেবনন্দকুলয়োঃ ॥ ৬৩ ॥ বধোদ্যমং দেবকৃতমিতি শেষঃ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫

অনুবাদ।—দেবর্ষি নারদ চলিয়া গেলে কংস যদুবংশের সমস্ত লোককে দেবতা জানিয়া এবং নিজেকে বধ করিবার জন্য বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন জানিয়া দেবকী ও বসুদেবকে কারাগৃহে শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। এবং তাঁহাদের এক একটি পুত্র জন্মিলে তাহাদিগকে বিষ্ণু মনে করিয়া বধ করিতে লাগিল ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

কারণ পৃথিবীতে রাজ্য-লোভী নৃপতিগণ প্রায়ই মাতা পিতা ভ্রাতা সমস্ত বন্ধু ও সখাদিগকে হত্যা করিয়া থাকে, যেহেতু তাহারা নিজের প্রাণকেই পরিতৃপ্ত করিত ॥ ৬৭ ॥

কংস পূর্ব্বজন্মে কালনেমি নামক মহা অসুর ছিল এবং বিষ্ণু তাহাকে বধ করিয়াছিলেন, এখন সে মথুরাতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহা জানিয়া যদুবংশের লোকদিগের সহিত বিরোধ করিতে লাগিল ॥ ৬৮ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উগ্রসেনঞ্চ পিতরং যদুভোজান্ধকাধিপম্ ।
স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্ মহাবলঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণাবতারোপক্রমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

মহাবলঃ 'কংসঃ' যদুভোজান্ধকাধিপং 'যদূনাং ভোজানাম্ অন্ধকানাং চ রাজানং' পিতরম্ উগ্রসেনং চ 'অপি' নিগৃহ্য 'কারাগৃহে অবরুধ্য' স্বয়ং শূরসেনান্ 'শূরসেনদেশান্' বুভুজে 'ভোগং চকার' ॥ ৬৯

প্রথমাধ্যায়ান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ।

শ্রীধর। নিগড়ৈঃ শৃঙ্খলৈঃ, অজনো বিষ্ণুস্তচ্ছঙ্কয়া ॥ ৬৬—৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

অনুবাদ। যদু ভোজ ও অন্ধকদিগের রাজা পিতা উগ্রসেনকে নিজে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া মহাবল কংস শূরসেনদিগের রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল ॥ ৬৯ ॥

প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্যকৃত দশমস্কন্ধ-প্রথমোধ্যায়- পুষ্পাঞ্জলিব্যাখ্যা সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

প্রলম্ববকচানূরতৃণাবর্ত্তমহাশনৈঃ ।
মুষ্টিকারিষ্টদ্বিবিদপূতনাকেশিধেনুকৈঃ ॥ ১ ॥
অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈর্ব্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ ।
যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়।—প্রলম্ব-বক-চানূর-তৃণাবর্ত্ত-মহাশনৈঃ, মুষ্টিকারিষ্ট-দ্বিবিদ-পূতনা-কেশি-ধেনুকৈঃ, বাণ-ভৌমাদিভিঃ অন্যৈঃ অসুর-ভূপালৈশ্চযুতঃ বলী 'কংসঃ' মাগধসংশ্রয়ঃ 'জরাসন্ধসহায়ঃ সন্' যদূনাং কদনং 'পীড়নং' চক্রে ॥ ১ ॥ ২ ॥

শ্রীধর।— দ্বিতীয়ে কংসঘাতায় দেবক্যা গর্ভগো হরিঃ ।
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তুতঃ সা চ সান্ত্বিতেতি নিরূপ্যতে ॥

যদুভিঃ স ব্যরুধ্যতেত্যুক্তং, তমেব বিরোধং প্রপঞ্চয়তি স্বরয়া দেবকীগর্ভস্থানান্তর সঞ্চারেণ ভগবতঃ প্রবেশং বক্তুং প্রলম্বেত্যাদিসার্দ্ধশ্লোকত্রয়েণ। মহাশনোঽঘাসুরঃ ॥ ১—৩ ॥

অনুবাদ।—শুকদেব বলিলেন ! হে রাজন্ বলবান্ কংস মগধাধিপতি জরাসন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রলম্ব, বক, চানূর তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্টাসুর, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশীদৈত্য, ধেনুকাসুর, বাণ ও নরকাসুর প্রভৃতি এবং অন্যান্য অসুর প্রকৃতি রাজগণের সহিত যুক্ত হইয়া যাদবগণের নির্য্যাতন করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ ২ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরুপাঞ্চালকেকয়ান্ ।
শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলানপি ॥ ৩ ॥
একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে ।
হতেষু ষট্‌সু বালেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা ॥ ৪ ॥
সপ্তমোবৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে ।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৫ ॥
ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্ ।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—তে পীড়িতাঃ 'সন্তঃ' কুরু-পাঞ্চাল-কেকয়ান্ শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলানপি দেশান্ নিবিবিশুঃ ॥ ৩ ॥

একে জ্ঞাতয়ঃ তং 'কংসং অনুরুন্ধানাঃ 'অনুবর্ত্তমানাঃ' পর্য্যুপাসতে, ঔগ্রসেনিনা 'কংসেন' দেবক্যাঃ ষট্‌সু বালেষু হতেষু বৈষ্ণবং ধাম 'বিষ্ণোরংশম্' অভিজ্ঞাঃ যং অনন্তং 'সঙ্কর্ষণং' প্রচক্ষতে 'বদন্তি' সঃ দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ সপ্তমোগর্ভো বভূব ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

বিশ্বাত্মা ভগবানপি নিজনাথানাং যদূনাং কংসজং ভয়ং বিদিত্বা যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর। অনুরুন্ধানা অনুবর্ত্তমানাঃ ॥ ৪ ॥

ধাম কলা তদেব সপ্তমো গর্ভোবভূব। কিং তদ্ধামেত্যত আহ যমনন্তমিতি। হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ আনন্দরূপস্যাবতীর্ণত্বাদ্ধর্ষঃ পূর্ব্বগর্ভসাধারণদৃষ্ট্যা শোক ইতি ॥ ৫—৬ ॥

অনুবাদ।—যাদবগণ কংস কর্ত্তৃক কুৎসিৎভাবে নির্য্যাতিত হইয়া কুরু পাঞ্চাল কেকয় শাল্ব বিদর্ভ নিষধ বিদেহ ও কোশল প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥

কতিপয় জ্ঞাতি কংসের আনুকূল্য আচরণ করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। কংস-কর্ত্তৃক দেবকীর ছয়টী পুত্র হত হইলে পর যাঁহাকে পণ্ডিতগণ সঙ্কর্ষণতত্ত্ব বলেন সেই অনন্তদেব বিষ্ণুর অংশই দেবকীর হর্ষশোক উৎপাদক সপ্তম গর্ভরূপে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪॥৫ ॥

বিশ্বের আত্মা ভগবানও স্বীয় ভক্ত যদুগণের কংস হইতে জাত ভয় জানিয়া যোগমায়াকে আদেশ করিলেন ॥ ৬ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। বৈষ্ণবং ধাম অর্থাৎ বিষ্ণুর অংশ, কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্" অর্থাৎ বাসুদেবের অংশ সহস্রমুখ অনন্তদেব, এবং পরেও বলিবেন "ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মা রুদ্র এবং আমি—বলদেবও যাঁহার অংশেরও অংশ, এই দুইটি শ্লোকে স্পষ্টই বলদেবকে কৃষ্ণের অংশ বলা হইয়াছে, কলা শব্দের অর্থ অংশ ॥৫॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥ ৭ ॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥ ৮ ॥
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥ ৯ ॥

অন্বয়। হে দেবি! হে ভদ্রে! গোপ-গোভিঃ অলঙ্কৃতং ব্রজং গচ্ছ। 'গোকুলে' বসুদেবস্য ভার্য্যা রোহিণী আস্তে। অন্যাশ্চ 'স্ত্রিয়ঃ' কংসসংবিগ্নাঃ 'কংসাদ্ ভীতাঃ সত্যঃ' বিবরেষু হি বসন্তি ॥ ৭ ॥

দেবক্যা জঠরে শেষাখ্যং মামকং ধাম 'অংশঃ' গর্ভঃ 'অস্তি' তৎ 'ততঃ' সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥ ৮ ॥

হে শুভে! অথ অহং অংশভাগেন 'পরিপূর্ণেন রূপেণ' দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্স্যামি' ত্বং 'চ' নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং ভবিষ্যসি ॥ ৯ ॥

শ্রীধর। নন্বু সা গোকুলে কিমিত্যাস্তেঽত আহ অন্যাশ্চেতি। ন কেবলং সৈব অন্যাঅপীতি। বিবরেষু অলক্ষ্যস্থানেষু ॥ ৭ ॥

জঠরে সন্তম্। নন্বু গর্ভ আকৃষ্যমাণঃ কথং জীবেদিত্যত আহ মামকং ধামেতি। তৎ ততঃ ॥ ৮ ॥

কিমর্থমেবং কার্য্যম্ ইত্যত আহ অথেতি। অনন্তরমেবেত্যর্থঃ। অংশভাগেন ইতি, অংশৈঃ শক্তিভির্ভজতে অধিতিষ্ঠতি সর্ব্বান্ ব্রহ্মাদিস্থাবরপর্য্যন্তান্ ইত্যংশভাগস্তেন পরিপূর্ণেন রূপেণেত্যর্থঃ। যদ্বা অংশৈর্জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলাদিভির্ভাজয়তি যোজয়তি স্বীয়ানিতি তথা তেনেতি। যদ্বা অংশেন পুরুষরূপেণ মায়য়া ভাগো ভজনম্ ঈক্ষণং যস্য তেন। যদ্বা অংশেন মায়য়া গুণাবতারাদিরূপা ভাগা ভেদা যস্য তেন। যদ্বা আশা এব মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপা ভজনীয়া নতু সাক্ষাৎ স্বরূপং যস্য তেন। যদ্বা অংশৈর্জ্ঞানবলাদিভির্ভজনমনুবর্ত্তনং ভক্তেষু যস্য তেন। সর্ব্বথা পরিপূর্ণেন রূপেণেতি বিবক্ষিতম্। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মি'ত্যুক্তত্বাৎ ইতি। তাং প্রোৎসাহয়তি ত্বং যশোদায়ামিতি ত্র্যক্ষরোণসার্দ্ধচতুষ্টয়েন ॥৯॥

অনুবাদ।—হে মঙ্গলময়ি যোগমায়া দেবি! তুমি গো ও গোপগণ দ্বারা পরিশোভিত নন্দ গোকুলে গমন কর। সেখানে বসুদেবের অপর ভার্য্যা রোহিণী দেবী বাস করিতেছেন অন্য পত্নীগণও কংস-ভয়ে ভীত হইয়া গোপন স্থানে বাস করিতেছেন॥ ৭ ॥

দেবকীর সপ্তম গর্ভে শেষ-নামক আমার অংশ বর্ত্তমান আছেন, তুমি তাঁহাকে সম্যক আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কর ॥ ৮ ॥

অনন্তর আমি পরিপূর্ণরূপে দেবকীর পুত্র হইয়া আবির্ভূত হইব তুমিও নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হইবে ॥ ৯ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। এখানে অংশ শব্দটি দেখিয়া হয়ত কেহ মনে করিবেন শ্রীকৃষ্ণ অংশাবতার, কিন্তু তাহা ঠিক নহে, কারণ তাহলে অংশ-শব্দটি বলিলেই হইত ভাগ-শব্দটি বলিবার প্রয়োজন হইত না, অতএব বুঝিতে হইবে ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, এইজন্য শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যিনি 'অংশৈঃ' অর্থাৎ শক্তিসমূহের দ্বারা ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুতে 'ভজতে' অর্থাৎ অবস্থান করেন, তিনি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'অংশভাগ' সেইরূপে, অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে, অতএব পরে ভগবান্‌কে 'পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্' বলা হইয়াছে এবং এইরূপ না বলিলে প্রথম স্কন্ধের 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই শ্লোকের সহিতও বিরোধ হয়, ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিত্বাৎ', অর্থাৎ কৃষ্ণ কিন্তু মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতির মত পূর্ব্বোক্ত পুরুষের অবতার নহেন, কিন্তু সাক্ষাৎ নারায়ণই, কারণ তিনি সমস্ত শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সেই অধ্যায়ের প্রথমে যাঁহাকে প্রসিদ্ধ ভগবান্ বলা হইয়াছে—"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ" অর্থাৎ সমুদ্রশায়ী ভগবান্ মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বের দ্বারা সুনিষ্পন্ন পুরুষ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ নারায়ণই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন, তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজম্ যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্" অর্থাৎ সমস্ত অবতারের মূল যে রূপ প্রথমে ধারণ করিয়াছিলেন যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে আমি আবির্ভূত হইয়াছি। একাদশ স্কন্ধেও বলা হইয়াছে—"স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ" অর্থাৎ আদিদেব নারায়ণ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাতে লীলায় প্রবেশপূর্ব্বক পুরুষ এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব বুঝা গেল সমুদ্রশায়ী যে ভগবান্ নারায়ণ পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই নারায়ণ স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন অর্থাৎ অন্যান্য অবতারের মত শ্রীকৃষ্ণ পুরুষের অবতার নহেন, কিন্তু সাক্ষাৎ নারায়ণেরই অবতার, অতএব জন্মাষ্টমী প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলা হইয়াছে অবতারী বলা হয় নাই। যথা—"কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমোঽস্পৃশন্ মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাম্" অর্থাৎ কৃষ্ণাবতারের উল্লাসে ব্যস্ত হইয়া বসুদেব মহাশয় আনন্দের সহিত ব্রাহ্মণগণকে দশসহস্র গোদানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সমস্ত অবতারের মূলকে যদি অবতারী বলা হয়, (যদিও শাস্ত্রে অবতারী শব্দটি দেখা যায় না) তাহলে পূর্ব্বোক্ত 'অবতারশতৈকবীজম্' এই বাক্য অনুসারে সমুদ্রশায়ী নারায়ণকেই অবতারী বলা উচিত ; এবং পূর্ব্বে "তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে, এইজন্য ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাবকালে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাই, এবং মহাভারতে দেখিতে পাই ভগবান্ কৃষ্ণ লীলাসম্বরণ করিয়া নারায়ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যথা—"যঃ স নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ। তস্যাংশো বাসুদেবস্তু কর্ম্মণোঽন্তে বিবেশ হ" ॥ অর্থাৎ যিনি সেই দেবদেব সনাতন নারায়ণ তাঁহার অংশ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবসানে তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীধর স্বামীর কৃত যথাশ্রুত ব্যাখ্যাই উত্তম বলিয়া মনে করি। এখানে ইহা অপেক্ষা অধিক বলা সম্ভব নহে। এবং অংশভাগ শব্দের দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণ যশোদারও পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ কোন অর্থ পাওয়া যায় না, ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রামাণিক পুরাণে এরূপ কিছুই দেখা যায় না, বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ভাগবতকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—"শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র উত্তম প্রমাণ যাহা বৈষ্ণবদিগের প্রিয়, সেই ভাগবতের সহিতই বিরুদ্ধ হয় বলিয়া—"নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমপদ্যত। যা স্ত্রী সা যোগমায়া তু যঃ পুমান্ স হরিঃ স্বয়ম্।" অর্থাৎ নন্দের পত্নী যশোদাতে দুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যিনি কন্যাসন্তান হইয়াছিলেন তিনি যোগমায়া, এবং যিনি পুত্রসন্তান হইয়াছিলেন তিনি স্বয়ং হরি। অপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণযামলের এই নবীন বাক্যটিকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না, ইহা কোন সম্প্রদায়িক পণ্ডিতের কল্পিত বাক্যমাত্র, এইজন্য শ্রীধরস্বামী বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের কোন আচার্য্যই এই বাক্য উল্লেখ করেন নাই জানিবেন। এবং নন্দ ও যশোদা ভগবানকে পুত্রের মত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দের আত্মজ ও অঙ্গজ বলা হইয়াছে, কারণ পুত্রকে আত্মজ বা অঙ্গজ ইত্যাদি বলিয়া সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, পালিত পুত্রকে যেমন পুত্র বলিয়া ব্যবহার করা হয় সেইরূপ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
নানোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্ ॥ ১০ ॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—মনুষ্যাঃ সর্ব্বকামবরেশ্বরীং "সর্ব্বেষাং কামবরাণাং 'নিয়ন্ত্রীং' সর্ব্বকামবরপ্রদাং ত্বাং নানোপহারবলিভিঃ অর্চ্চিষ্যন্তি ॥ ১০ ॥

নরাঃ ভুবি দুর্গেতি, ভদ্রকালীতি, বিজয়েতি, বৈষ্ণবীতি চ কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী কন্যকেতি চ, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ইতি অম্বিকেতি চ নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি, স্থানানি চ নিরূপয়ন্তি ॥১১।১২॥

শ্রীধর। সর্ব্বান্ পুত্রাদীন্ কাময়ন্তে যে তেষাং বরামীশ্বরীং শ্রেষ্ঠাং নিয়ন্ত্রীম্। অর্চ্চকানাং সর্ব্বান্ কামবরান্ প্রদদাসি যা তাম্ ॥ ১০—১২ ॥

অনুবাদ। তুমি ধনাদি প্রার্থী সকাম মনুষ্যগণের নিয়ন্ত্রী ও ভক্তগণের সকল কাম্য বরদাত্রী, তোমাকে মনুষ্যগণ নানা উপহার ও বলি প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১০ ॥

নরগণ পৃথিবীতে তোমার দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা চণ্ডিকা, কৃষ্ণা মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা ইত্যাদি নামকরণ করিবে এবং বহু স্থান প্রদান করিবে।১১।১২ ॥

ধর্ম্মশাস্ত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রকেও পুত্র বলিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে * ইহাও সেইরূপ জানিবেন, প্রকৃত পক্ষে ভগবান্ কাহারও আত্মজ ও অঙ্গজও নহেন, কারণ প্রাকৃত জীবের দেহের মত ভগবানের দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে, ইহা পরে ব্রহ্মস্তুতিতে দেখিতে পাই † এইজন্য দেখিতে পাই রাসে গোপীগণ ভগবৎকৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন তুমি গোপী যশোদার পুত্র নও ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে যদুবংশে আবির্ভূত হইয়াছ ‡ এবং নন্দবিদায়ের সময় ভগবানও কৌশলে বলিয়াছেন "স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ। শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্যান্ পোষরক্ষণে।" অর্থাৎ লালনপালনে অসমর্থ পিতামাতার পরিত্যক্ত শিশুদিগকে যাঁহারা নিজ-পুত্রের মত লালনপালন করেন তাঁহারাও পিতা মাতা হন। অন্যথা ঐ কথা বলিবার কোন প্রয়োজনই হইত না জানিবেন, এবং "ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।" এই শ্লোকে পুত্রীভূত এই চ্বি প্রত্যয়ের দ্বারা উহাই বুঝান হইয়াছে, বসুদেব দেবকীর সম্বন্ধে কিন্তু ভগবানকে কোথাও পুত্রীভূত বলা হয় নাই জানিবেন। এবং ভগবান্ও যোগমায়াকে বলিলেন আমি দেবকীর পুত্র হইব, এবং তুমি যশোদার কন্যা হইবে, আমি দেবকী ও যশোদা উভয়েরই পুত্র হইব ইহা ত বলেন নাই, এখানেও যশোদাকে দেবকী বলিবার জন্য বৃহদ্ বিষ্ণুপুরাণের নামে একটি পদ্য বলা হইয়া থাকে, "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীত্যপি" অর্থাৎ নন্দপত্নীর দুইটি নাম ছিল যশোদা ও দেবকী, বিষ্ণুপুরাণেও কুলাইতেছে না বলিয়া বৃহদ্ বিষ্ণুপুরাণ সৃষ্টি করা হইয়াছে, প্রাচীন আচার্য্যগণ সকলেই বিষ্ণুপুরাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণের নামও করেন নাই জানিবেন। এরূপ কঠোর সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল বুঝা যায় না ॥ ৯ ॥

---

* "সর্ব্বেষামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ। সর্ব্বে তে তেন পুত্রেণ পুত্রিণোমনুরব্রবীৎ।"

† "অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি।"

‡ "ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে।।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥ ১২ ॥
গর্ভসংকর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাৎ বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ ॥ ১৩ ॥*
সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।
প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাঽকরোৎ ॥ ১৪ ॥
গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া।
অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং 'গর্ভং' সঙ্কর্ষণম্ 'ইতি' বৈ ভুবি প্রাহুঃ, লোকরমণাৎ রাম ইতি বলোচ্ছ্রয়াৎ 'বলস্য আধিক্যাৎ' বলভদ্রং 'প্রাহুঃ' ॥ ১৩ ॥

ভগবতা এবং সন্দিষ্টা 'যোগমায়া'; তথেতি ওম্ ইতি তদ্বচঃ প্রতিগৃহ্য "তং" পরিক্রম্য গাং 'পৃথিবীং' গতা সতী তৎ 'বচনং' তথা অকরোৎ ॥ ১৪ ॥

যোগনিদ্রয়া দেবক্যাঃ গর্ভে রোহিণীং প্রণীতে 'প্রাপিতে সতি' অহো গর্ভঃ বিস্রংসিতঃ 'স্খলিতঃ' ইতি পৌরাঃ বিচুক্রুশুঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর। তদ্বিক্রমেণ চ তস্য ব্যপদেশা ভবিষ্যন্তীত্যাহ গর্ভসঙ্কর্ষণাদিত্যাদিনা। রামেতি চ সম্বোধনং করিষ্যন্তি ত্বয়া সঙ্কৃষ্টেন তেন লোকস্য রমণাৎ রত্যুৎপাদনাৎ ॥ ১৩ ॥

তথেতি পুনরপ্যোমিত্যাদরেণ প্রতিগৃহ্য। গাং পৃথ্বীম্ ॥ ১৪ ॥

বিস্রংসিতো বিভ্রষ্টো বিস্রস্ত ইত্যর্থঃ। ইতি বিচুক্রুশুর্নতু তদ্বিদুরিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। তাহার পর তোমার দ্বারা গর্ভ সঙ্কর্ষণ হইবে বলিয়া সঙ্কর্ষণ, সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জক বলিয়া রাম, এবং অতিশয় বলশালী বলিয়া বলভদ্র, এই নামে প্রকাশিত হইবেন। ॥ ১৩ ॥

ভগবানের এইরূপ আদেশ পাইয়া যোগমায়া বেশ তাহাই হইবে বলিয়া তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবীতে গমন পূর্ব্বক সেই সকল কার্য্য করিলেন ॥ ১৪ ॥

যোগ-নিদ্রার দ্বারা দেবকীর সপ্তম গর্ভ রোহিণীর উদরে স্থাপিত হইলে, হায় হায় দেবকীর "গর্ভপাত" হইল বলিয়া পুরবাসিগণ বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। ভগবানের আদেশে যোগমায়া সপ্তমমাসে দেবকীর গর্ভ হইতে অনন্তদেবকে রোহিণীর গর্ভে আকর্ষণ করিলেন, অকস্মাৎ দেবকীর গর্ভস্রাব হইয়া যাওয়ায় সকলেই দুঃখিত হইলেন। এখানে বক্তব্য বসুদেব মহাশয়ের পত্নী রোহিণী মথুরাতেই বাস করিতেন, এবং কংসের অনুগ্রহে কারাগারে বসুদেব ও দেবকীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, ইতিমধ্যে রোহিণীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলে বসুদেব মহাশয় কংসের ভয়ে রোহিণীকে গোপনে গোকুলে নন্দমহারাজের বাড়ীতে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করেন, নন্দ মহারাজ বসুদেবের পরম বন্ধু ছিলেন ॥ ১৫ ॥

---

* বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ—পাঠান্তর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। ভক্তানাম্ অভয়ঙ্করঃ বিশ্বাত্মা ভগবানপি অংশভাগেন 'যুক্ত' আনকদুন্দুভেঃ 'বসুদেবস্য' মনঃ আবিবেশ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর। মন আবিবেশ মনসি অবির্বভূব, জীবানামিব ন ধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। ভক্তগণের অভয় দাতা, বিশ্বের আত্মা ভগবানও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়া বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৬ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। তাহার পর ভগবান নিখিল শক্তি বল ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া বসুদেবের হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন, বসুদেব ও দেবকী পূর্ব্বজন্ম হইতেই কঠোর সাধনা করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইয়াছিলেন, এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বকেই বসুদেব বলা হয় ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অতএব বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন, যদিও ভগবান্ নিখিল প্রাণীরই আত্মা, অতএব বসুদেবেরও আত্মা ছিলেন, তথাপি এখন অংশভাগে অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন, অংশভাগ শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভক্তগণ কংসের ভয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে অভয় দিবার জন্য ভগবানের আবির্ভাব, এবং মনই হইল ভগবৎসাধনার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র, শাস্ত্রে দেখা যায় সাধকগণ প্রায়ই বিশুদ্ধ মনের দ্বারাই ভগবদ্দর্শন করিয়া থাকেন, বেদান্তে বলা হইয়াছে, "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা" "মনসৈবেদমাপ্তব্যম্" অর্থাৎ বিশুদ্ধ মনের দ্বারাই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিশুদ্ধ মনকেই দিব্যচক্ষু বলা হয়, গীতশাস্ত্রে দেখিতে পাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে রূপমব্যয়ম্" অর্থাৎ তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করিতেছি ইহার দ্বারা তুমি আমার অব্যয়রূপ দর্শন কর, অতএব বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ মনে ভগবানের আবির্ভাব হইল; কারণ জীবের মত সাধারণ নিয়মে ভগবানের জন্ম হইতে পারে না, জীবগণ কর্ম্মবশতঃ বাধ্য হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, ভগবানের তাহা নহে, তিনি কোন কর্ম্মের বাধ্য নহেন, তিনি নিজের ইচ্ছামত জন্মাদি লীলা করিয়া থাকেন, জীব জন্মগ্রহণ করিবার জন্য খাদ্যবস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে, কোন পুরুষ সেই খাদ্য আহার করিলে তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া শুক্রের মধ্যে বাস করিয়া থাকে, পরে যথাকালে স্ত্রীলোকের দেহে প্রবেশ করিয়া শুক্রশোণিতযোগে দেহ লাভ করে, ইহাই জগতের সাধারণ নিয়ম, ভগবান্ এই নিয়ম পালন করিতে বাধ্য নহেন, কারণ তাঁহার দেহ প্রাকৃত জীবদেহের মত শুক্রশোণিত-সম্ভূত নহে, তাহা অপ্রাকৃত, তাই জন্মলীলায় দেখিতে পাই তিনি চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা প্রভৃতি অস্ত্রযুক্ত পীতাম্বর-পরিধান মহামূল্য কিরীট কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার-যুক্ত হইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ অদ্ভুত বালক কখনও মাতৃগর্ভ হইতে প্রসব হইতে পারে না, অতএব বুঝিতে হইবে তিনি অপ্রাকৃত দিব্য রূপখানি দেবকীর নিকটে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য ভগবান্ বসুদেবের খাদ্যবস্তুতে প্রবেশ না করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ তাঁহার মনে প্রবেশ করিলেন, ভগবান্ সম্পূর্ণ স্বাধীন, তিনি যে জাগতিক কোন নিয়মেরই বাধ্য নহেন কেবল লীলায় ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া থাকেন এখন হইতেই তাহার সূত্রপাত হইল। ভগবান্ মনুষ্য লীলা গ্রহণ করিয়া সমাজকে শিক্ষা দিবার জন্য মনুষ্যোচিত বহু কার্য্যকলাপও করিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া লোক শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবে, গীতায় ভগবানই বলিয়াছেন—"যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" অর্থাৎ আমি যদি সতর্ক হইয়া কর্ম্মে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো ভূতানাং সংবভূব হ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। সঃ 'বসুদেবঃ' পৌরুষং ধাম বিভ্রৎ যথা রবিঃ 'তথা' রাজমানঃ সন্ ভূতানাম্ অতি দুর্দ্ধর্ষঃ দুরাসদঃ নিকটে 'গন্তুমশক্যঃ' চ সংবভূব হ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর। ধাম শ্রীমূর্ত্তিম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। সেই বসুদেব তখন মনে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান হওয়ায় প্রাণিগণ তাঁহাকে পরাভব করিতে বা নিকটে যাইতে সমর্থ হইল না ॥ ১৭ ॥

নিযুক্ত না থাকি তাহ'লে সমস্ত লোকই আমার অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবে এবং তা'হলে সমস্ত লোক উৎসন্ন যাইবে। সেইজন্য তিনি মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ প্রভৃতি অবতারের মত সম্পূর্ণ অলৌকিক-ভাবে আবির্ভূত না হইয়া মানুষের মত জন্মলীলার অনুকরণ করিলেন জানিবেন। ভগবান্ তিনটি কারণে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সজ্জনগণের রক্ষা, দুর্জনদিগের বিনাশ ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-স্থাপন, গীতায় বলিয়াছেন—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" তন্মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে মনুষ্যোচিত কার্য্যকলাপও করিতে হইত, ভগবানই বলিয়াছেন "ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাঽহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা। তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ" ॥ অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ আমি ধর্ম্মের বক্তা অনুষ্ঠান-কর্ত্তা ও অনুমোদন-কর্ত্তা, সেইজন্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছি, হে পুত্র তুমি মুগ্ধ হইও না। অতএব মনুষ্যোচিত কার্য্য করিবার জন্য তিনি মনুষ্যের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন, "এবং মনুষ্যপদবীমনুবর্ত্তমানঃ" সেইজন্য তিনি কাহারও সহিত বাৎসল্যভাব, কাহারও সহিত সখ্যভাব, কাহারও সহিত বন্ধুভাব ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছেন, যিনি যে ভাবের সাধক ছিলেন তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিয়াছেন, গীতায় বলিয়াছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" অর্থাৎ যাঁহারা আমাকে যেভাবে উপাসনা করেন আমিও তাঁহাদিগকে সেই ভাবেই সেবা করিয়া থাকি। এইজন্য ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রভৃতি কার্য্যগুলি নটের অভিনয়ের মত যোগ মায়ার দ্বারা মনুষ্যের অনুকরণ মাত্র, যথা—"রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য"। ইহার অনুবাদ পূর্ব্বেই বলা হইল। অতএব তিনি নিজের কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পৃথিবীতে আসেন নাই জানিবেন ॥ ১৬ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। তিনি ভগবানের তেজ ধারণ করিয়া সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন, কারণ ভগবানই প্রকৃত জ্যোতির্ম্ময়, বেদান্তে আছে "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতে" অর্থাৎ সমস্ত জ্যোতির মূল-জ্যোতি ও আয়ু সেই ব্রহ্মকে দেবগণ উপাসনা করেন, ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন 'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে' "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তে ঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" অর্থাৎ তাঁহাকে সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি ও প্রকৃতির অতীত বলা হয়, সূর্য্যের যে তেজ সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিতেছে এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ রহিয়াছে তাহা আমারই তেজ জানিবে। অতএব সাক্ষাৎ সেই জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বসুদেব যে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি এমনই তেজস্বী হইয়া উঠিলেন যে কেহই তাঁহার নিকট যাইতে পারিত না বা মুখের দিকে দৃষ্টি করিতে পারিত না, এবং কোন প্রকারে তাঁহাকে অভিভব করিতে পারিত না, বসুদেব পরমানন্দময় ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া কারাগারে থাকিয়াও অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ততোজগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। ততঃ 'অনন্তরং' দেবী 'দেবকী' শূরসুতেন 'বসুদেবেন' সমাহিতং 'বেধদীক্ষয়া অর্পিতং' জগন্মঙ্গলম্ সর্ব্বাত্মকম্ আত্মভূতম্ অচ্যুতাংশং কাষ্ঠা 'দিক্' যথা আনন্দকরং 'চন্দ্রং' 'তথা' মনস্তঃ 'মনসা' দধার ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর। জগন্মঙ্গলং জগতো মূর্ত্তিমন্মঙ্গলম্ অচ্যুতাংশম্ অচ্যুতা শ্চ্যুতিরহিতা অংশা ঐশ্বর্য্যাদয়ো যস্য তম্, যদ্বা অচ্যুতস্য অংশঃ ভক্তানামনুগ্রহার্থং পরিচ্ছিন্নবপুরিত্যর্থঃ, সম্যগ্‌ভূতমেবাহিতং বেধদীক্ষয়া অর্পিতম্। দেবী দ্যোতমানা শুদ্ধসত্ত্বা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বস্যাত্মানম্ অতএবাত্মভূতম্ স্বস্মিন্নাদাবেব সন্তম্। মনস্তো মনসৈব দধার ধারণয়া ধৃতবতী, অত্রানুরূপং দৃষ্টান্তমাহ যথা কাষ্ঠা প্রাচী দিক্ আনন্দকরং চন্দ্রমিতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। তাহার পর দেবকী, বসুদেব কর্ত্তৃক বেধদীক্ষা দ্বারা অর্পিত জগতের মঙ্গল-বিধায়ক, সকলের আত্মস্বরূপ, সুতরাং দেবকীরও আত্মস্থিত অচ্যুতাংশকে পূর্ব্ব দিকরূপিণী বধূ যেমন পূর্ণ-চন্দ্রকে ধারণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মনের দ্বারা ধারণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। মহাত্মা বসুদেব হৃদয়ে ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করায় তাঁহার কঠোর কারাযন্ত্রণা লুপ্ত হইয়া গেল, তিনি পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী মহীয়সী দেবকীকেও সেই অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করাইবার জন্য কৃপা করিয়া তাঁহাকে নিজের অনুভূত ভগবত্তত্ত্ব শ্রবণ করাইয়া দিলেন, সিদ্ধপুরুষ গুরু যেমন নিজ প্রভাবে কৃপা করিয়া অনুগত ও ধর্ম্মপরায়ণ শিষ্যের হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্ব সঞ্চার করিয়া দেন সেইরূপ, অর্থাৎ কোন কোন মহাপুরুষ যাদৃচ্ছিক কৃপাবশতঃ অলৌকিক দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে কোন কোন ভাগ্যবানের হৃদয়ে ভগবৎস্বরূপের সঞ্চার করিয়া দেন, ইহাকে বেধ-দীক্ষা বলা হয়, শ্রীধর স্বামী তাহাই বলিয়াছেন, অর্থাৎ নিজের অলৌকিক প্রভাবে শিষ্যের হৃদয়ে ভগবদ্‌ভাব বিদ্ধ করিয়া দেন (ইঞ্জেকৃসন্ করিয়া দেন) শাস্ত্র অনুসারে বসুদেব দেবকীর মহাগুরু ও পরম সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ সদিচ্ছায় দেবকী অনায়াসে নিজ-হৃদয়ে সেই পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন, ইহাকেই ভগবানের অলৌকিক জন্মগ্রহণ বলা হয়, ভগবান্ দেবকীর হৃদয়েই আবির্ভূত হইলেন, কিন্তু তাহাতেই দেবকীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল, ভগবান্ যোগমায়ার প্রভাবে দেবকীর উদরটি বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন, এ বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলা হইয়াছে "অযোনিসম্ভবোহেব আবির্ভূতো মহীতলে। বায়ুপূর্ণং তদুদরং কৃত্বা চ মায়য়া হরিঃ ॥" অর্থাৎ এই হরি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ না করিয়াই মায়ার দ্বারা দেবকীর উদরকে বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর এখানে ভগবান্‌কে অচ্যুতাংশ বলা হইল, অর্থাৎ তাঁহার শক্তি বল জ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও দয়া দাক্ষিণ্য ভক্তবৎসলতা প্রভৃতি কোন অংশই বিচ্যুত হয় নাই, অতএব পরিপূর্ণরূপেই তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি বিশ্বকল্যাণময় রূপেই আসিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত কার্য্যই জগতের পরম মঙ্গলময় হইত, এমন কি তিনি যে অসুরগণকে বধ করিতেন তাহাও তাহাদের অত্যন্ত হিতকরই হইত; তাহারা তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া মোক্ষলাভ করিত, অতএব বুঝিতে হইবে তিনি বাহ্যিক ক্রোধের নাট্য করিলেও অন্তরে কৃপায় পরিপূর্ণ থাকিতেন। এইজন্য বলা হইয়াছে "ততো হন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম" অর্থাৎ যিনি শত্রুগণকেও এতদূর কৃপা করিতেন আমরা সেই কৃষ্ণ ভিন্ন কোন দয়ালুর শরণাগত হইব? এবং দেবকীকে দেবী অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী বিশুদ্ধ-সত্ত্বা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাস-নিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী ॥১৯॥
তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াঽজিতান্তরাং বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্।
আহৈষ মে প্রাণহরো হরিগু হাং ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী ॥২০॥

অন্বয়।—সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাসনিবাসভূতা 'অপি' ভোজেন্দ্রগেহে 'কংসকারাগারে' অগ্নিশিখা ইব রুদ্ধা সতী যথা জ্ঞানখলে সরস্বতী 'তথা' নিতরাং ন রেজে ॥ ১৯ ॥

কংসঃ অজিতান্তরাং 'অজিতং শ্রীহরিং অন্তরা মনসি ধারয়ন্তীং' প্রভয়া ভবনং বিরোচয়ন্তীং 'আলোকিতং কুর্ব্বন্তীং' শুচিস্মিতাং তাং বীক্ষ্য আহ—এষ মে প্রাণহরো হরিঃ ধ্রুবং গুহাং 'গর্ভং' শ্রিতঃ 'আশ্রিতঃ' যৎ 'যতঃ' পুরা ইয়ং ঈদৃশী ন 'আসীৎ ॥ ২০ ॥

শ্রীধর। সর্ব্বজগন্নিবাসস্য শ্রীহরেঃ নিবাসভূতা সত্যপি নিতরাং সর্ব্বজনাহ্লাদকতয়া ন রেজে কিন্তু স্বয়মেবানন্দময়ভবৎ, যতঃ কংসস্য গৃহে রুদ্ধা অন্যৈ ন দৃশ্যতে ঘটাদিষু রুদ্ধা অগ্নিশিখা দীপকলিকেব তথা সতী শোভমানা সরস্বতী জ্ঞানখলে জ্ঞানবঞ্চকে রুদ্ধা যথাঽন্যেষামনুপকারিণী ন রাজতে তদ্বৎ ॥১৯॥

প্রভয়া ভবনং বিরোচয়ন্তীম্ অজিতো ঽন্তরা কুক্ষিমধ্যে যস্যাস্তাম্। এষ বিরোচমানো ধ্রুবং হরিরেব যৎ যস্মাদীদৃশীয়ং পুরা পূর্ব্বং নাসীৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ।—তখন সেই দেবকী দেবী সর্ব্ব জগতের নিবাস-স্বরূপ ভগবানের নিবাস-স্থল হইয়াও ঘটের মধ্যস্থিত আচ্ছাদিত অগ্নিশিখার ন্যায় এবং জ্ঞানদানে কুণ্ঠিত ব্যক্তির প্রতিভার ন্যায় কংসালয়ে আবদ্ধ থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ পাইতে পারিলেন না ॥ ১৯ ॥

মহারাজ কংস, শ্রীভগবানকে অন্তরে ধারণ করায় দেবকী দেবীকে নিজ কান্তিতে গৃহ আলোকিত করিতে দেখিয়া এবং মিষ্ট হাস্যযুক্ত দেখিয়া বলিতে লাগিল—আমার প্রাণবিনাশক এই হরি নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে আশ্রয় করিয়াছে, যে হেতু পূর্ব্বে কখনও দেবকীর এরূপ দীপ্তি প্রকাশ পায় নাই ॥ ২০ ॥

তিনিই ভগবানের জননী হইবার ঠিক্ উপযুক্ত পাত্র। এবং ভগবানকে সর্ব্বাত্মক ও আত্মভূত বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি জগন্ময় ও প্রাণীদিগের আত্মা, যদিও ভগবান্ পূর্ব্ব হইতেই দেবকীর হৃদয়ে ছিলেন তথাপি পূর্ব্বোক্ত পরিপূর্ণভাবে ছিলেন না সেই পরিপূর্ণরূপে দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার ঠিক অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিলেন, পূর্ব্বদিক্ যেমন পরিপূর্ণমণ্ডল ও সকলের আনন্দদায়ক পূর্ণিমার চন্দ্রকে ধারণ করেন ঠিক সেইরূপ, পরেও বলিবেন, 'প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ' ॥ অতএব পরিপূর্ণ-মণ্ডল ও সকলের নয়নানন্দকর পূর্ণিমার চন্দ্রের মত সর্ব্বমহিমায় পরিপূর্ণ ও বিশ্ববাসীর পরমানন্দকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদয় হইল ॥ ১৮ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিমদ্য তস্মিন্ করণীয়মাশু মে যদর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমম্।
স্ত্রিয়াঃ স্বসুর্গুরুমত্যা বধোঽয়ং যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ ॥২১॥
স এষ জীবন্ খলু সম্পরেতো বর্ত্তেত যোঽত্যন্তনৃশংসিতেন।
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি গন্তা তমোঽন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্ ॥২২॥
ইতি ঘোরতমাদ্ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ ॥২৩॥
আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ পিবন্।*
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥২৪॥

অন্বয়।—অদ্য তস্মিন্ মে 'ময়া' আশু কিং করণীয়ম্? যৎ অর্থতন্ত্রঃ স্বার্থপরঃ বিক্রমং ন বিহন্তি, গুরুমত্যাঃ গর্ভিণ্যাঃ স্ত্রিয়াঃ স্বসুঃ 'ভগিন্যাঃ অয়ং বধঃ যশঃ শ্রিয়ম্ আয়ুঃ চ অনুকালং 'সর্ব্বদা' হন্তি ॥ ২১ ॥

যঃ অত্যন্তনৃশংসিতেন কর্ম্মণা বর্ত্তেত, স এব খলু জীবন্ অপি সম্পরেতঃ 'মৃতঃ' মনুজাঃ তং 'জীবন্তং' শপন্তি, তনুমানিনঃ 'পাপিনঃ' দেহে মৃতে সতি ধ্রুবম্ অন্ধং তমঃ গন্তা 'গমিষ্যতি' ॥ ২২ ॥

প্রভুঃ 'কংসঃ' ইতি ঘোরতমাৎ ভাবাৎ স্বয়ং সন্নিবৃত্তঃ হরেঃ বৈরানুবন্ধকৃৎ 'সন্' তস্য হরে র্জন্ম প্রতীক্ষন্ আস্তে ॥ ২৩ ॥

অসীনঃ সংবিশন্ 'শয়ানঃ' তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ পিবন্ হৃষীকেশং চিন্তয়ানঃ জগৎ তন্ময়ম্ অপশ্যৎ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর। ননু সন্তি সামাদয় উপায়া নেতি স্বয়মেবাহ, অয়মর্থতন্ত্রো দেবকার্য্যপ্রধানো বিক্রমং ন বিহন্তি মদ্বধে বিক্রমং করিষ্যত্যেবেত্যর্থঃ। যদ্বা তর্হি ইদানীমেবেমং হন্যতামিতি বিচিন্ত্যাহ অর্থতন্ত্রোঽপি পুমান্ স্ববিক্রমং ন বিহন্তি ন নাশয়তি, স্ত্রীবধে তন্নাশঃ স্যাদিতি ভাবঃ, তদেবাহ স্ত্রিয়া ইতি গুরুমত্যা গুর্ব্বিণ্যাঃ ॥ ২১ ॥

কিঞ্চ স এব জীবন্নপি মৃতঃ স্যাৎ নৃশংসিতেন ক্রৌর্য্যেণ যো বর্ত্তেত তং জীবন্তমেব মনুজাঃ শপন্তি দুর্ব্বাক্যৈঃ ধিক্ কুর্ব্বন্তি, স চ দেহে মৃতে তনুমানিনঃ পাপিনো নরকং গচ্ছতি। অথবা শাপপ্রকারমেবাহ তনুমানিনঃ অস্য দেহে মৃতে অয়ং ধ্রুবমন্ধতমো গমিষ্যতীতি ॥ ২২।২৩ ॥

অনুবাদ।—ইহাতে এখন উহার প্রতি আমার শীঘ্র কি করা কর্ত্তব্য? যে হেতু স্বার্থপর হইলেও মানুষ নিজের পরাক্রম নষ্ট করে না, গর্ভবতী স্ত্রীজাতি ও ভগিনীর এই বধ সর্ব্বদাই রাজলক্ষ্মী যশঃ ও আয়ুকে বিনাশ করে ॥ ২১ ॥

যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রুর কর্ম্মের দ্বারা জীবনযাপন করে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জীবিত থাকিলেও মৃত-তুল্য গণ্য হয়, মনুষ্যগণ তাহার জীবিতাবস্থায় তাহাকে গুরুতর নিন্দা করে এবং মৃত্যুর পর সে পাপীর অন্ধতম নরকে গমন করে ॥ ২২ ॥

এইরূপে কংস ঘোরতর স্ত্রীবধ সঙ্কল্প হইতে নিজেই নিবৃত্ত হইল এবং ভগবানের সহিত সুদৃঢ় শত্রুভাবে তাঁহার জন্ম প্রতীক্ষায় কাল-যাপন করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

অনন্তর উপবেশন শয়ন অবস্থান ভ্রমণ ভোজন পান প্রভৃতি সকল সময়েই হৃষীকেশের চিন্তা করিতে করিতে জগৎকে বিষ্ণুময় দেখিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

* পর্য্যটন্ মহীম্—পাঠান্তর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রেত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ।
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভি র্বৃষণমৈড়য়ন্ ॥২৫॥

অন্বয়। ব্রহ্মা ভবশ্চ নারদাদিভিঃ মুনিভিঃ সানুচরৈঃ দৈবৈঃ সাকং তত্র এত্য 'আগত্য' গীর্ভিঃ 'বাক্যৈঃ' বৃষণং 'বিষ্ণুম্' ঐড়য়ন্ 'তুষ্টুবুঃ' ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর। সংবিশন্ শয়ানঃ ॥ ২৪ ॥ রম্যাভির্গীর্ভি বৃষণং কামবর্ষিণম্ ঐড়য়ন্ তুষ্টুবুঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। এই সময়ে ব্রহ্মা ও শঙ্কর নারদাদি মুনিগণ ও সানুচর দেবগণের সহিত সেখানে আসিয়া মিষ্ট বাক্যের দ্বারা সর্ব্ব-কামবর্ষী ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। দেবকীর অলৌকিক লক্ষণ সকল দেখিয়া কংস স্থির করিল যে আমার পূর্ব্ব শত্রু বিষ্ণু নিশ্চয় ইহার গর্ভে আশ্রয় লইয়াছে, এখন আমি যদি দেবকীকে বধ করি তা'হলে আমার বিক্রমকে নষ্ট করা হইবে, কারণ গর্ভবতী ভগিনীকে বধ করিলে আমার যশ শ্রী ও আয়ু পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া যাইবে, এবং জীবিতকালেই অত্যন্ত নিন্দাভোগ করিতে হইবে, সে এই সকল চিন্তা করিয়া নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিষ্ণুর জন্মের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, অর্থাৎ ভগবান্ ভূমিষ্ঠ হইলেই তাঁহাকে বধ করিবে স্থির করিল। অর্থাৎ গর্ভাবস্থাতেই দেবকীকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভগবানকেই যে কোন প্রকারে তাহার প্রতীকার করিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা তাহার মনোবৃত্তিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলে আর কোন অসুবিধা হইবেনা, সেইজন্য ভগবান্ই কংসের হৃদয়ে বিবেকের সঞ্চার করিয়া দিয়া এই গুরুতর অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত কবিয়া দিলেন, অন্যথা কংসের মত নৃশংস ব্যক্তির স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে জানিবেন। কংস ইতি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছিল যে পূর্ব্বজন্মে সে বিষ্ণুর হস্তেই নিহত হইয়াছিল সেই বিষ্ণুই দেবতাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, সেইজন্য কংস মৃত্যুভয়ে বিহ্বল হইয়া অহরহঃ শত্রু বিষ্ণুকে চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গেল, সাধকগণ যে ভগবচ্চিন্তা করেন তাহা কিন্তু এরূপ নহে অসংযত মনকে নানাবিধ উপায়ে সংযত করিয়া বহুযত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সে চিন্তা আনয়ন করিতে হয়, সেইজন্য প্রথমে তাহা তেমন তীব্র হয় না, স্বাভবিকভাবে যে কার্য্যটি হয় তাহা যেমন গভীর হয় বাহ্যিক চেষ্টা দ্বারা তাহা তেমন গভীর হয় না ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কংস মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত ভীত হওয়ায় ভয়ের আবেগেই তীব্রভাবে বিষ্ণুকে চিন্তা করিতে লাগিল, উপবেশনে শয়নে, ভ্রমণে, ভোজনে, গভীর বিষ্ণুচিন্তা হওয়ায় সে অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র জগৎকে বিষ্ণুময় দেখিতে লাগিল, ভাবই হইল চিন্তার তীব্রতার কারণ, যাহার যাহাতে ভাবের আবেগ যত অধিক তাহার সে বিষয়ের চিন্তাও তত তীব্র হইয়া থাকে, সন্তানের জন্য পিতা মাতার যেরূপ চিন্তা হয় অন্যের তাহার শতাংশের একাংশও হয় না, এইজন্য ভক্তিমার্গে ভাবের দিকে অধিক আগ্রহ দেখান হইয়াছে, ভক্ত সাধক যত ভাবুক হইবেন ততই উন্নতি লাভ করিবেন, এইজন্য ভগবানের প্রতি শান্ত দাস্য সখ্য প্রভৃতি যে কোন একটি ভাব অর্জ্জন করা সাধকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। কংসের কিন্তু ভক্তির লেশও ছিলনা, কেবল ভয়-ভীত হইয়াই সে নিরন্তর ভগবচ্চিন্তা করিয়াছিল জানিবেন ॥২৪॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবা উচুঃ।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥২৬॥

অন্বয়। দেবাঃ উচুঃ। সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং 'ক্ষিত্যাদিভূতকস্য কারণং' সত্যে নিহিতং সত্যস্য সত্যম্ ঋতসত্যনেত্রং 'সূনৃতায়া বাণ্যা নেতারং' সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর। প্রতিশ্রুতং সত্যং কৃতমিতি হৃষ্টাঃ সন্তঃ সত্যত্বেনৈব প্রথমং স্তুবন্তি সত্যব্রতমিতি, সত্যং ব্রতং সঙ্কল্পো যস্য তম্, সত্যং পরং শ্রেষ্ঠং প্রাপ্তিসাধনং যস্মিন্ তম্, ত্রিসত্যং ত্রিষপি কালেষু সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং প্রলয়ানন্তরং চ স্থিতিসময়ে চ সত্যম্ অব্যভিচারেণ বর্ত্তমানম্, তদেবাহুঃ সত্যস্য যোনিমিতি, সচ্ছব্দেন পৃথিব্যপতেজাংসি, ত্যচ্ছব্দেন বায়্বাকাশৌ এবং সচ্চ ত্যচ্চ সত্যং ভূতপঞ্চকম্, "তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে" ইতিশ্রুতেঃ, তস্য যোনিং কারণম্, অনেন পূর্ব্বং বর্ত্তমানতা উক্তা,তথা সত্যে তস্মিন্নেব নিহিতম্ অন্তর্য্যামিতয়া স্থিতম্, অনেন স্থিতিসময়ে ঽপি সত্যমুক্তম্। তথা সত্যস্য সত্যম্ তস্যৈব সত্যস্য সত্যং পারমার্থিকং তন্নাশেঽপি অবশিষ্যমাণরূপম্, অনেন প্রলয়েঽপ্যবধিত্বেন সত্যত্বং দর্শিতম্, এবং ত্রিসত্যত্বম্ উপপাদিতম্। তথা ঋতসত্যনেত্রম্ ঋতং সূনৃতা বাণী সত্যংচ সমদর্শনম্, তথা ভগবতা ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ—"সত্যঞ্চ সমদর্শনম্, ঋতঞ্চ সূনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা", ইতি তয়ো র্নেত্রং নয়নসাধনং নেতারং প্রবর্ত্তকমিতি যাবৎ, এবং সর্ব্বপ্রকারেণ সত্যাত্মকং ত্বাং ভগবন্তং বয়ং শরণং প্রপন্নাঃ প্রাপ্তা ইতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। তাঁহারা বলিলেন—হে ভগবন্ আপনি সত্য সঙ্কল্প, অর্থাৎ আপনার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সত্যের দ্বারাই আপনাকে পাওয়া যায় ; ত্রিকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে পরে ও বর্ত্তমানে আপনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান, আপনি ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের উৎপত্তি স্থান, আপনি ঐ ক্ষিত্যাদিতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, ঐ ক্ষিত্যাদির বিনাশ হইলেও আপনি অবশেষে থাকেন। প্রিয় সত্য বাক্য ও সর্ব্বত্র সমদর্শন এই উভয়ের আপনিই প্রবর্ত্তক, আপনি সত্যাত্মক—আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ২৬ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। ব্রহ্মাদি দেবগণের আন্তরিক প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া তাঁহারা উৎসাহভরে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে তাঁহার স্তব করিবার জন্য দেবকীর নিকটে আগমন করিলেন ভগবান্ নিজবাক্যকে সত্য করিয়াছেন বলিয়া প্রথমেই তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন—তুমি সত্যব্রত, ব্রত-সঙ্কল্প অর্থাৎ তুমি যাহা সঙ্কল্প কর তাহা নিশ্চয় কার্য্যে পরিণত করিয়া থাক, তুমি বসু-দেবের গৃহে অবতীর্ণ হইবে বলিয়াছিলে তাহা সত্য করিয়াছ, উপনিষদেও ভগবানকে সত্যসঙ্কল্প বলা হই-য়াছে, এবং তোমাকে প্রাপ্ত হইবার উপায়ই হইল সত্য, যিনি কথায় ও কার্য্যে একান্ত সত্যনিষ্ঠ হন তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হন, মহাত্মা যুধিষ্ঠির একান্ত সত্যসেবী ছিলেন বলিয়া ভগবান্‌কে অধীন করিতে পারিয়াছিলেন জানিবেন। এবং তুমি ত্রিসত্য, অর্থাৎ অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালেই তুমি সত্য—কোন কালেই তুমি অসত্য হও না, জাগতিক সমস্ত বস্তুই যতদিন বর্ত্তমান থাকে ততদিন সত্য হয়, উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনষ্ট হইবার পর তাহা থাকে না, এইজন্য তাহাকে অনিত্য সত্য বলা হয়, ভগবান কিন্তু সেরূপ সত্য নহেন তিনি ত্রিকালীন সত্য এইজন্য তাঁহাকে নিত্য সত্য বলা হয় জানিবেন। এবং তুমি আত্মা পঞ্চভূতের কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, উপনিষদেও আছে "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্ বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী" অর্থাৎ সেই এই হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু হইয়াছে, বায়ু হইতে অগ্নি হইয়াছে, অগ্নি হইতে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলশ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ ॥২৭॥

অন্বয়। কিঞ্চ অসৌ আদিবৃক্ষঃ সংসারঃ একায়নঃ 'প্রকৃত্যাশ্রয়ঃ' দ্বিফলঃ 'সুখ-দুঃখবান্' ত্রিমূলঃ 'ত্রিগুণ-বান্' চতুরসঃ 'পুরুষার্থচতুষ্টয়বান্' পঞ্চবিধঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকযুক্তঃ ষড়াত্মা 'শোকাদিসমাবৃতঃ' সপ্তত্বক্ 'ত্বগাদিসপ্তধাতুসমন্বিতঃ' অষ্টবিটপঃ ভূতপঞ্চকমনোবুদ্ধ্যহঙ্কারযুক্তঃ 'নবাক্ষঃ' 'নবচ্ছিদ্রঃ' দশচ্ছদী 'দশপ্রাণঃ' দ্বিখগঃ 'জীবেশ্বরযুক্তঃ' ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর। নন্বু ভবন্তোঽপি লোকেশ্বরা মত্তুল্যা এব কিমিতি মাং শরণং প্রপদ্যন্তে ? মৈবং বাচ্যং ত্বমেবৈকঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বসৃষ্ট্যাদিকারণত্বাৎ বয়ংতু ত্বদেকশরণা লোকাদিরূপং দ্বৈতংচ সর্ব্বং তদ্‌ব্যতিরেকেণ নাস্তীতি বক্তুং দ্বৈতপ্রপঞ্চং বৃক্ষরূপকেণ নিরূপয়ন্তি একায়ন ইতি, অসৌ প্রপঞ্চ আদিবৃক্ষঃ বৃশ্চ্যতে ইতি বৃক্ষঃ সমষ্টি-ব্যষ্টিদেহরূপঃ, কথম্ভূতঃ ? একায়নঃ একা প্রকৃতিঃ অয়নম্ আশ্রয়ো যস্য সঃ, দ্বে সুখদুঃখে ফলে যস্য সঃ, ত্রয়োগুণা মূলানি যস্য সঃ, চতুরসঃ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চত্বারো রসা যস্য সঃ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি বিধা জ্ঞানপ্রকারা যস্য সঃ, ষট্ উর্ম্ময়ঃ কোষা বা আত্মানঃ স্বভাবা যস্য সঃ। সপ্ত ধাতবস্ত্বচো যস্য সঃ, পঞ্চ ভূতানি মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারাশ্চেত্যষ্টৌ বিটপাঃ শাখাবিস্তারা যস্য সঃ, নব দ্বারাণি অক্ষাশ্ছিদ্রাণি যস্য সঃ, দশ প্রাণাশ্ছদাঃ পত্রাণি বিদ্যন্তে যস্য সঃ দশচ্ছদী, দ্বৌ জীবেশ্বরৌ খগৌ যস্মিন্ সঃ দ্বিখগঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। আরও বলি হে ভগবন্! সমষ্টিব্যষ্টি দেহরূপ এই সংসার প্রকৃতির আশ্রিত, সুখ ও দুঃখ ইহার দুইটী ফল, তিনটী মায়াগুণ ইহার মূল, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারিটী ইহার রস, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ইহার জ্ঞানসাধন, শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা ও পিপাসা ইহার স্বভাব, সপ্ত ধাতু ইহার ত্বক্। ভূত-পঞ্চক ও মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইহার শাখা। নব দ্বার ইহার নয়টী ছিদ্র। প্রাণাদি পঞ্চ ও নাগাদি পঞ্চ এই দশটি বায়ু ইহার পত্র, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইটি পক্ষী এই আদি বৃক্ষে বাস করেন ॥ ২৭ ॥

জল হইয়াছে, জল হইতে পৃথিবী হইয়াছে। এবং তুমি এই পঞ্চভূতের অন্তরে অন্তর্য্যামী হইয়া বাস করিয়া থাক, এবং এই পঞ্চভূতের মূল সত্যই তুমি অর্থাৎ প্রলয়কালে পঞ্চভূত নষ্ট হইয়া গেলেও ইহাদের মূল কারণ তুমি অবশিষ্ট থাক, অর্থাৎ কোন কালেও তোমার বিনাশ নাই, অতএব তুমি পরম সত্য অর্থাৎ নিত্য সত্য। এবং তুমি ঋত অর্থাৎ প্রিয় সত্যবাক্য ও ব্রহ্মদর্শনরূপ সত্যের প্রবর্ত্তক, অর্থাৎ লোক অনেক সময় অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া ফেলে, তাহা সত্য হইলেও কঠোর হওয়ায় শ্রোতার মোটেই প্রীতিকর হয়না, সেরূপ সত্য কথা বলা উচিত নহে, সেইজন্য নীতি-শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে ও প্রীতিকর কথা বলিবে, কিন্তু কঠোর সত্য কথা বলিও না, যাহা শুনিয়া লোকের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিবে সেরূপ সত্য কথা বলা উচিত নহে। অতএব সর্ব্বদা প্রীতিকর সত্য কথাই বলা উচিত, কিন্তু সেরূপ কথা বড়ই দুর্লভ। মহাকবি ভারবিও বলিয়াছেন "হিতং মনোহারিচ দুর্লভং বচঃ" অর্থাৎ হিতকর অথচ মনোহর বাক্য জগতে বড়ই দুর্লভ। সেইরূপ কথা ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত উচ্চারণ হয় না, ভগবান্ কৃপা করিয়া সেইরূপ ভাষা উপস্থিত করিয়া দিলে তবে লোকে প্রিয়-সত্য কথা বলিতে সমর্থ হয়। এবং ব্রহ্মদর্শনরূপ সত্যও ভগবৎকৃপায়ই হইয়া থাকে, সাধকের ঐকান্তিক সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবানই কৃপা করিয়া সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিতেছেন "যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ" অর্থাৎ এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন

৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অর্থাৎ কৃপা করেন তিনিই তাঁহাকে দর্শন করেন। ভগবানও বলিয়াছেন "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা সমাহিতচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক আমার সেবা করেন আমি তাঁহাদিগকে সেই জ্ঞান দান করি যাহার দ্বারা তাঁহারা আমার নিকটে গমন করেন। এইজন্য দেবগণ বলিলেন তুমি প্রিয় ও সত্যের প্রবর্ত্তক, এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে সত্যস্বরূপ তোমার শরণাগত হইলাম। ২৬ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। ভগবানই যে জগতের মূল কারণ ইহা দেখাইবার জন্য দেবগণ সমগ্র জগৎকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিতেছেন, সমষ্টি ও ব্যষ্টি দেহরূপ যে এই প্রপঞ্চ ইহাই আদি বৃক্ষ, সৃষ্টির প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ইহাকে আদিবৃক্ষ বলা হয়, ব্রশ্চ ধাতুর অর্থ ছেদন, সেই ব্রশ্চ ধাতু হইতে বৃক্ষ পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যাহাকে ছেদন করা হয় তাহাই বৃক্ষ, ভগবানও বলিয়াছেন "অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা" অর্থাৎ তীব্র বৈরাগ্যরূপ দৃঢ় অস্ত্রের দ্বারা এই বৃক্ষকে ছেদন করিয়া। এবং প্রত্যেক প্রাণীর দেহকে ব্যষ্টি-দেহ ও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে সমষ্টি-দেহ বলা হয়। দ্বিতীয় স্কন্ধে "পাতালমেতস্য হি পাদমূলম্" ইত্যাদি শ্লোকে সমষ্টি দেহকেই ভগবান্ বিরাট পুরুষের দেহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর ভগবদাশ্রিতা ত্রিগুণা প্রকৃতি হইতে এই আদিবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাকে একায়ন বলা হইয়াছে, অর্থাৎ এক প্রকৃতিই এই আদিবৃক্ষের আশ্রয়, এবং এই দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি ফল আছে, তাহা সুখ ও দুঃখ, জীব এই ফল দুইটি ভোগ করে, এই সুখ বলিতে বৈষয়িক সুখই বুঝিতে হইবে, ভগবৎসেবা করিয়া যে পরম সুখ হয় তাহা নহে, তাহা পাইতে হইলে একাগ্রচিত্তে ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এবং এই বৃক্ষের তিনটি মূল শিকড় আছে, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ। সত্ত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কর্ম্মে, ও তমোগুণ প্রমাদে জীবগণকে আসক্ত করে, বৃক্ষ যেমন শিকড়ের দ্বারা সংগৃহীত রস লইয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ এই দেহরূপ বৃক্ষও তিনটি গুণের কার্য্যের দ্বারাই জীবিত থাকে, শিকড় যখন পৃথিবীর রস সংগ্রহ না করে তখন বৃক্ষ আর জীবিত থাকে না, সেইরূপ তিনটি গুণ যখন বিষয়-রস গ্রহণ না করিবে তখন দেহবৃক্ষও থাকিবে না। এবং মনুষ্য দেহরূপ বৃক্ষের চারিটি রস আছে, তাহা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, অর্থাৎ এই দেহের দ্বারা ঐ চারিটি পুরুষার্থ অর্জ্জন করা হয়। এবং বৃক্ষের যেমন দর্শন শ্রবণাদি করিবার জন্য চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, সেইরূপ দেহ-বৃক্ষেরও দর্শন শ্রবণাদি করিবার জন্য চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ' অর্থাৎ বৃক্ষদিগের অন্তরে জ্ঞান আছে, ইহারা সুখদুঃখযুক্ত হয়, অর্থাৎ মনুষ্যাদি যেমন জঙ্গম প্রাণী ইহারাও সেইরূপ একপ্রকার স্থাবর প্রাণী, ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, "শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" অর্থাৎ মানুষ দেহের দ্বারা যে পাপ করে তাহার ফলে বৃক্ষ লতা ও পর্ব্বত প্রভৃতি স্থাবর প্রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এবং শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা ও পিপাসা এই ছয়টি দেহের স্বভাব, অর্থাৎ দেহ হইলেই শোক মোহ প্রভৃতি হইয়াই থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহাত্মবোধ থাকে ততক্ষণ শোক মোহ প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়, আত্মজ্ঞান হইলে এই সকল উপদ্রব হইতে মুক্ত হওয়া যায়, উপনিষদে আছে "তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন তিনি শোক-সাগর ও পাপ-সাগর পার হন। এবং ত্বক মাংস রক্ত মেদ মজ্জা অস্থি ও শুক্র এই সাতটি দেহ-বৃক্ষের ত্বক্ অর্থাৎ ছাল। এবং দেহ-বৃক্ষের পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত ও মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই আটটি শাখা আছে। এবং দেহ-বৃক্ষের চক্ষু কর্ণ নাসিকা মুখ ও দুইটি মলদ্বার এই নয়টি ছিদ্র অর্থাৎ কোটর আছে; এবং ইহার প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান এই পাঁচটি অন্তর্বায়ু ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি স্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥২৮॥

অন্বয়। অস্য সতঃ 'আদিবৃক্ষস্য' ত্বম্ এক এব প্রসূতিঃ, 'কারণং' ত্বং সন্নিধানং 'লয়স্থানং ত্বম্ অনুগ্রহশ্চ 'পালকশ্চ' ত্বন্মায়য়া সম্বৃতচেতসো 'জনাঃ' ত্বাং 'ভবন্তং' নানা পশ্যন্তি, যে বিপশ্চিতঃ 'তে' তথা ন 'পশ্যন্তি' ॥ ২৮॥

শ্রীধর। এবং রূপস্য সংসারবৃক্ষস্য সতঃ কার্য্যস্য ত্বমেকএব প্রসূতিঃ প্রকর্ষেণ সূতির্জন্ম যস্মাৎ স ত্বং কারণমিত্যর্থঃ। ত্বমেব সন্নিধানং সম্যক নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি লয়স্থানম্। ত্বমেবানুগ্রহশ্চ অনুগৃহ্ণাতীতি পালকঃ। ননু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা এবম্ভূতাঃ প্রসিদ্ধাঃ কথমহমেবেতি চেৎ তত্রাহঃ ত্বন্মায়য়েতি, সংবৃতং পিহিতং চেতো জ্ঞানং যেষাং তে ত্বামেব নানা পশ্যন্তি, যে তু বিপশ্চিতো বিদ্বাংসস্তে তথা ন পশ্যন্তি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। এই কার্য্যরূপ আদি বৃক্ষটির তুমিই একমাত্র কারণ, তুমিই লয়স্থান এবং তুমিই পালক। তোমার মায়ায় আচ্ছন্নচিত্ত জীবগণ তোমাকে ব্রহ্মাদি নানারূপে দর্শন করে, যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা সে ভাবে দর্শন করেন না ॥ ২৮ ॥

নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পাঁচটি বহির্বায়ুরূপ দশটি পত্র আছে। এবং দেহ-বৃক্ষে দুইটি পক্ষী বাস করেন, তাহা জীব ও পরমাত্মা, উপনিষদও বলিয়াছেন—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইটি পক্ষী মিলিত হইয়া পরস্পর বন্ধুভাবে দেহ-রূপ একটি বৃক্ষে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীবাত্মা সুখ ও দুঃখরূপ ফল ভোগ করেন, অন্য পক্ষীটি অর্থাৎ পরমাত্মা সুখ দুঃখ ভোগ না করিয়াও অত্যন্ত বলশালী থাকেন, "অন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্" প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে পুরীতৎ নাড়ীতে পরমাত্মা বাস করেন, এইজন্য তাঁহাকে পুরুষ বলা হয়, এখানে দুইটি আত্মাকে পক্ষী বলা হইয়াছে, তাহার কারণ পক্ষী বৃক্ষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়াও বৃক্ষে বাস করে ও বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে, এই আত্মা দুইটিও দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু হইয়াও দেহে বাস করেন এবং জীবাত্মা দেহের ফল—সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন। এবং বৃক্ষের ক্ষতি-বৃদ্ধিতে এবং জন্ম বা মৃত্যুতে পক্ষীর কোন ক্ষতি বা বৃদ্ধি জন্ম বা মৃত্যু হয় না, সেইরূপ দেহের ক্ষতি-বৃদ্ধি জন্ম বা মৃত্যুতে আত্মারও কোন কিছু হয় না, এবং বৃক্ষ নিষ্ফল হইলে পক্ষী আর সে বৃক্ষে থাকে না সেইরূপ দেহ অকর্ম্মণ্য হইলে আত্মা আর সে দেহে থাকেন না। এইরূপে দেহকে বৃক্ষের সহিত রূপক করিয়া বর্ণনা করা হইল জানিবেন ॥ ২৭ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। দেবগণ বলিতেছেন—এই সত্য প্রপঞ্চ বৃক্ষের তুমিই একমাত্র প্রসূতি, অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ, বেদান্ত শাস্ত্রে এই দুইপ্রকার কারণের কথাই বলা হইয়াছে, যে বস্তুটি কার্য্যরূপে পরিণত হয় তাহাকে উপাদান-কারণ বলে, এবং সেই কার্য্য করিতে অন্যান্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হয় সেগুলিকে নিমিত্ত-কারণ বলে, যেমন বস্ত্রের প্রতি সূত্র উপাদান-কারণ, এবং তন্তুবায় ও তাঁত প্রভৃতি নিমিত্ত-কারণ, তন্তুবায় স্বয়ং বস্ত্র হইতে পারেনা, সেজন্য তাহাকে সূত্র ও তাঁত প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হয়, সেই সকল বস্তুর সাহায্যে সে বস্ত্র নির্ম্মাণ করে। ভগবান্ কিন্তু অন্য কোন বস্তুরই সাহায্যের অপেক্ষা করেন না, তিনি স্বয়ংই জগৎ-আকারে পরিণত হন, তিনি ইচ্ছা করিলেন 'অহং বহু স্যাং' অর্থাৎ আমি বহু হইব, সত্য-সঙ্কল্প ভগবান্ ইচ্ছা করিবামাত্রই সৃষ্টি আরম্ভ হইল, শ্রুতি বলিতেছেন—'তত্তেজোঽসৃজত'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্ বায়ুঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ তিনি তেজ. সৃষ্টি করিলেন, সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল ইত্যাদি। অতএব তিনি একাকীই জগৎ হইলেন, অন্য কোন বস্তুর সাহায্য লইলেন না, তিনি স্বয়ং নিজের দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করিলেন, শ্রুতিই ইহা বুঝাইয়া দিতেছেন, 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' অর্থাৎ তৎ 'ব্রহ্ম' স্বয়ং 'নিজে' আত্মানং 'নিজের দ্বারা' 'অকুরুত' সৃষ্টি করিলেন, জগতে কেহ কোন কার্য্য করিতে হইলে অন্য বস্তুর দ্বারাই তাহা করিয়া থাকে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্ স্বয়ংই ঐ সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, কাহারও কোন অপেক্ষা করেন না, এইজন্য শ্রুতি তাঁহাকে উৎকৃষ্ট কর্ত্তা বলিয়াছেন, 'তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে' অর্থাৎ সেই-জন্য তাঁহাকে উত্তম কর্ত্তা বলা হয়, ইহা দেখিয়াই ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্ত দর্শনে সূত্র করিয়াছেন, 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ, কারণ তাহা হইলেই শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের বাধা পড়ে না, শ্রুতিতে পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে—'উত তমাদেশম-প্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি' অর্থাৎ তোমাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি যাহার দ্বারা অশ্রুত বস্তুও শ্রুত হয়, অর্থাৎ যে বস্তু শ্রবণ করা হয় নাই তাহাও শ্রবণ করা যায়, এই প্রতিজ্ঞা উপাদান কারণের জ্ঞান হইলেই হইতে পারে কারণ সূত্রের জ্ঞান হইলেই বস্ত্রের জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু তন্তুবায়ের জ্ঞান হইলে বস্ত্রের জ্ঞান হয় না, এবং শ্রুতিতে দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে—'যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি" অর্থাৎ হে সৌম্য যেমন একটি মৃত্তিকার পিণ্ড দেখিলে তাহার দ্বারা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সমস্ত বস্তুরই জ্ঞান হয়, এখানে উপাদান কারণেরই দৃষ্টান্ত দেয়া হইয়াছে,.এইরূপ এক ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে জগতের সমস্ত বস্তুরই জ্ঞান হইয়া থাকে, এই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় ব্রহ্ম জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান-কারণ, 'চ' এবং নিমিত্ত কারণ, এ বিষয়ে শ্রুতিই অনুসন্ধান করিয়া একটি ক্ষুদ্র কীটকে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ' উর্ণনাভি (মাকসা) যেমন নিজেরই নাভি হইতে সূত্র সৃষ্টি করে ও তাহা লইয়া নিজেই জাল সৃষ্টি করে সেইরূপ ব্রহ্ম নিজেই নিজে হইতে পঞ্চভূত সৃষ্টি করেন ও তাহার দ্বারাই বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন, অতএব স্পষ্টই বুঝা গেল ব্রহ্ম একাকীই জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। সেইজন্য এখানে দেবগণ বলিলেন তুমি একাকীই এই সত্য জগতের কারণ।

আর এখানে জগৎকে সত্য বলা হইল, বেদান্তে দেখিতে পাই, জগৎ সত্য, 'ততো বৈ সদজায়ত' 'নামরূপে সত্যম্' 'কথমসতঃ সজ্জায়েত' অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে সত্য জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, নাম ও রূপ সত্য, জগতের কারণ যদি অসত্য হইত তাহ'লে তাহা হইতে সত্য জগৎ কি করিয়া হইত ইত্যাদি, এবং ব্যবহারিক সত্য বলিয়া কোন শব্দ উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল শূন্যবাদী বৌদ্ধ দর্শনেই উহা বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।† গন্ধর্ব্বনগর অলাতচক্র মরীচি-জল প্রভৃতি বৌদ্ধদিগেরই কল্পিত।* ন্যায় বেদান্তাদি কোন দর্শনেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। উপনিষদ ও ন্যায় প্রভৃতি সমস্ত দর্শনেই জগৎকে সত্য বলা হইয়াছে মিথ্যা কোথাও বলা হয় নাই জানিবেন।

দেবগণ বলিতেছেন তুমিই জগতের সন্নিধান—লয় স্থান, অর্থাৎ ভগবানই বিশ্বের প্রলয় হইবার স্থান, জগতে দেখা যায় কার্য্যবস্তুগুলি বিনষ্ট হইয়া কারণের আকারেই পরিণত হয়, বৃক্ষাদি বিনষ্ট হইলে মৃত্তিকার আকারেই পরিণত হয়, অতএব জগৎও লয় হইয়া ভগবানেই পরিণত হইবে। এবং তুমিই অনুগ্রহ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের পালনকর্ত্তা, তোমারই অনুগ্রহে সমুদায় প্রাণী জীবিত থাকে, শ্রুতিও বলিয়াছেন,

† "প্রমাণভূতং ব্যবহারসত্যং প্রমেয়ভূতং পরমার্থসত্যম্" বৌদ্ধচন্দ্রকীর্ত্তি।

* অলাতচক্রনির্ব্বাণস্বপ্নমায়াম্বুচন্দ্রকৈঃ। ধূমিকান্তঃপ্রতিশ্রুৎকা মরীচ্যাভ্রৈঃ সমোভবঃ॥ বৌদ্ধদর্শন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্ ॥২৯॥

অন্বয়। 'ত্বম্' অববোধঃ আত্মা চরাচরস্য লোকস্য ক্ষেমায় সতাং সুখাবহানি খলানাম অভদ্রাণি সত্ত্বোপপন্নানি রূপাণি মুহুঃ বিভর্ষি ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর। নন্বু দেবকীপুত্রং মাং কথমেবং বর্ণয়থেতি চেৎ তত্রাহুঃ বিভর্ষীতি, অববোধৈকস্বরূপ আত্মা, ত্বমেব রূপাণি মূর্ত্তীর্বিভর্ষি ধৎসে, নতু ত্বং কস্যাপি পুত্র ইত্যর্থঃ। ক্ষেমায় পালনায় সতাং ধর্ম্মবর্ত্তিনাং সুখকরাণি, খলানাম্ অভদ্রাণি নাশকানি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। তুমি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, এই চরাচরাত্মক বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত ও অধার্ম্মিকগণের বিনাশের নিমিত্ত সজ্জনদিগের সুখকর ও দুর্জ্জনদিগের দুঃখকর বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় বিবিধ রূপ পুনঃ পুনঃ ধারণ করিয়া থাক ॥ ২৯ ॥

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম' অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহার অনুগ্রহে জীবিত থাকে, এবং লয় হইয়া যাঁহাতে প্রবেশ করে তিনিই ব্রহ্ম। অতএব ভগবানই অনুগ্রহ করিয়া জগতের সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করিয়া থাকেন জানিবেন।

যদি বলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র যথাক্রমে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করেন, এবং ইন্দ্র অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ বৃষ্টি ইত্যাদির দ্বারা জগৎ প্রতিপালন করেন, অতএব আমিই সর্ব্বময় কর্ত্তা ইহা কি করিয়া সম্ভব? এইজন্য দেবগণ বলিতেছেন—তোমার মায়ার দ্বারা যাহাদের চিত্ত আবৃত থাকে অর্থাৎ যাহারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয় না, তাহারাই ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে ভগবান অপেক্ষা বিভিন্ন দেখিয়া থাকে, আর যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা কিন্তু সেরূপ দেখেন না, অর্থাৎ ভগবানই যে ব্রহ্মাদি দেবতার মুর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন অজ্ঞান-অন্ধ জীবগণ তাহা বুঝিতে পারে না. অন্তঃসলিল পবিত্র ফল্গুপ্রবাহের মত সমস্ত দেবতা ও অন্যান্যবস্তুর অন্তরে অন্তর্য্যামি-রূপে থাকিয়া একমাত্র তিনিই যে বিরাট প্রপঞ্চ লইয়া লীলা করিতেছেন তাহা মুগ্ধ জীব ধারণাই করিতে পারে না, কিন্তু সাধনার দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া ঋষি হইতে পারিলে দিব্যচক্ষুর দ্বারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন সমস্ত বস্তুর অন্তরে সেই এক অন্তর্য্যামীই বিরাজ করিতেছেন, শ্বেতাশ্বতর বাক্যে ইহা দেখিতে পাই † এবং গীতাতেও ভগবান্ এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন, ‡ বেদ আরও বলিয়াছেন, "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ সেই এক পরমেশ্বরকেই বহুরূপে প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই অগ্নি যম ও বায়ু ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। এইজন্য তত্ত্বদর্শী দেবগণ ভগবানকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিলেন জানিবেন ॥ ২৮ ॥

পুষ্পাঞ্জলিঃ আপনি যদি বলেন যে আমি দেবকীর পুত্র আমাকে এইরূপ সর্ব্বোত্তম বলিয়া বর্ণনা করিতেছ কেন? এইজন্য তাঁহারা বলিতেছেন—তুমি বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, তুমি স্থাবর ও

† "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিকাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগু ণশ্চ" ॥ শ্বেতাশ্বতর

‡ "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ। অমৃতংচৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন। গীতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে ।*
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥৩০॥

অন্বয়। হে অম্বুজাক্ষ 'কমললোচন'! অখিলসত্ত্বধাম্নি ত্বয়ি একে সমাধিনা আবেশিতচেতসা মহৎকৃতেন ত্বৎপাদপোতেন ভবাব্ধিং গোবৎসপদং কুর্ব্বন্তি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর। ন কেবলমেতাবৎ, ভক্তানাং মোক্ষার্থমপীত্যাহুঃ ত্বয়ীতি, ত্বয়ি সমাধিনা আবেশিতচেতসা নিমিত্তেন ত্বৎপাদপোতেন আশ্রিতেন একে মুখ্যা বিবেকিনঃ মহদ্ভিঃ কৃতেন সেব্যতয়া সম্পাদিতেন, যদ্বা ইদমপি মামাময়মিত্যনাদরং পরিত্যজ্য ইদমেব মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টমিতি মনসি কৃতেন বহুমতেন ইত্যর্থঃ। ভবাব্ধিং তুচ্ছীকুর্ব্বন্তি, অনায়াসেনৈব ভজনানুনিষ্পাদিনী তেষাং মুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। হে পদ্মপলাশলোচন! জ্ঞানিগণ বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ তোমাতে সমাধির দ্বারা চিত্ত-সমর্পণ পূর্ব্বক তুমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা মনে করিয়া তোমার চরণতরী আশ্রয়পূর্ব্বক এই ভব-সাগরকে গোবৎস-পদের ন্যায় অনায়াসে পার হইয়া যান ॥ ৩০ ॥

জঙ্গম এই সমগ্র বিশ্বের পরম কল্যাণের জন্য বহুরূপ ধারণ করিয়া থাক, তোমার সেই রূপ জীবের মত প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক নহে, কিন্তু সত্ত্বোপপন্ন অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—'ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ' অর্থাৎ পরমাত্মা এই কৃষ্ণের দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে, এখানেও পরে ব্রহ্মস্তুতিতে বলা হইয়াছে, "অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি" অর্থাৎ হে দেব! আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য গৃহীত এই দেহের মহিমা যে কত আমি ব্রহ্মাও সমাহিতচিত্তে তাহা স্থির করিতে পারি না, তোমার এই দেহখানি নিজের ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে এবং ইহা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের দ্বারা নির্ম্মিত নহে; কিন্তু অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়। অতএব তাঁহার সমস্ত অবতার মূর্ত্তিই অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় জানিবেন, মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারে ভগবান্ মাতৃগর্ভে আবির্ভূত না হইয়াই স্বেচ্ছায় মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপ দেবকীর নিকটে শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী অপ্রাকৃত রূপখানি প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন ইহা পরে বলা হইবে। এবং যাঁহারা শাস্ত্র অনুসারে সর্ব্বদা নানাবিধ সৎকর্ম্মে অনুরক্ত থাকেন এই রূপটি সেই সজ্জনবৃন্দের অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়, এবং দুর্ব্বৃত্তদিগের বিনাশকর হয় ॥ ২৯ ॥

পুষ্পাঞ্জলিঃ দেবগণ বলিতেছেন—কেবল এইজন্যই যে তুমি দিব্যরূপ ধারণ করিয়া থাক তাহা নহে, কিন্তু ভক্তগণের মোক্ষের জন্যও ঐ প্রকার রূপ ধারণ করিয়া থাক, হে কমললোচন! যাঁহারা বিবেকী অর্থাৎ পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণচরণকেই মনুষ্য জীবনের সর্ব্বোত্তম সম্পদ্ বলিয়া সম্পূর্ণ স্থির করিয়াছেন সেই মহাপুরুষগণ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় তোমাতে সমাধির দ্বারা অর্থাৎ একাগ্রতার দ্বারা চিত্তকে উত্তমরূপে সংলগ্ন করিয়া তোমার পাদপদ্মরূপ নৌকার সাহায্যে দুষ্পার ভবসাগরকেও গোবৎস-পদের মত তুচ্ছ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুময় সংসার-সাগরে ভাসমান হইতেছে, ইহা এতই বিশাল যে বহু যুগযুগান্ত অতিবাহিত হইয়া গেলেও ইহার আর শেষ হইতেছে না. এ হেন সংসার-সাগরে পতিত হইয়াও কোন সৌভাগ্যবশতঃ যদি একবারও কৃষ্ণপাদপদ্মরূপ অতি উত্তম নৌকার আশ্রয় লইতে পারেন, তাহ'লে ভবসাগর যত বিশালই হউক না কেন কৃষ্ণভক্তির অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবে সেও গোবৎস-

* 'ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি' পাঠান্তর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ! ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥৩১॥

অন্বয়। হে দ্যুমন্! 'স্বপ্রকাশ' অদভ্রসৌহৃদাঃ 'সর্ব্বভূতপ্রীতিযুক্তাঃ' তে ভীমং সুদুস্তরং ভবার্ণবং স্বয়ং সমুত্তীর্য্য অত্র ভবৎপদাম্ভোরুহনাবং নিধায় 'পারং' যাতাঃ, অতএব ভবান্ সদনুগ্রহঃ 'ভক্তানুগ্রহকারী' ॥৩১॥

শ্রীধর। নন্থ তেন পোতেন পূর্ব্বে চেৎ পারং গতাস্তর্হি ইদানীন্তনানাং কা গতিস্তত্রাহঃ স্বয়মিতি, অয়মর্থঃ হে দ্যুমন্ স্বপ্রকাশ! ত্বৎপাদপোতসামীপ্যমাত্রেণ ভবাম্বুধৌ বৎসপদমাত্রে জাতে অতস্তন্নিরপেক্ষং স্বয়মেব অহেত্যাং ভীমং দুস্তরমপি ভবার্ণবং সমুত্তীর্য্য ভবৎপদাম্ভোরুহরূপাং নাবমত্রৈব নিধায় ভক্তিমার্গ-সম্প্রদায়ং প্রবর্ত্ত্য ইত্যর্থঃ, পারং যাতাঃ, তৎ কিম্ যতঃ অদভ্রসৌহৃদাঃ সর্ব্বভূতেষু অতিপ্রীতিযুক্তা অতস্তে-ঽন্যেষাং তরণায় নিধায়েতি, কথং ত্বৎপাদপোতাশ্রয়ণমাত্রেণ তীর্ণা অত উক্তং ভবান্ সদনুগ্রহঃ সতো ভক্তান্ অনুগৃহ্ণাতীতি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। হে স্বয়ংপ্রকাশ! যাঁহারা সর্ব্বভূতের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত তাঁহারা এই ভয়ঙ্কর ও সুদুস্তর ভবসাগরকে স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়া এখানেই তোমার চরণতরী স্থাপনা করিয়া পার হইয়া যান। যেহেতু আপনি ভক্তানুগ্রহকারী ॥ ৩১ ॥

পদের মত নিতান্তই নগণ্য হইয়া যায়। সেই হরিভক্তিরূপ অমূল্য সম্পদ্ অর্জ্জন করিতে হইলে হরিপরায়ণ কোন মহাপুরুষের অকৃত্রিম কৃপা লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজন; কারণ জগতের নানাবিধ ভোগবিলাসের উন্মাদনাপূর্ণ আকর্ষণে নিরন্তর মুহ্যমান জীবের পক্ষে সেই আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া একান্ত-চিত্তে ভগবৎ-সেবায় আত্মনিয়োগ করা কখনই সম্ভব হয় না। যদি কোন সৌভাগ্যবশতঃ কোন মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহ'লে সেই পূত স্পর্শমণির অলৌকিক প্রভাবে সেই দুরন্ত ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়া হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির আবির্ভাব হয়। মহাত্মা প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।" অর্থাৎ মুগ্ধ জীব যতদিন অভিমানের বোঝা দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের চরণতলে মস্তক লুটাইয়া দিয়া সেই পদরজে নিজেকে অভিষিক্ত করিতে না পারিবে ততদিন তাহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির কণাও অঙ্কুরিত হইবে না। অথবা তোমার চরণ মায়াময় নহে কিন্তু ইহাই সর্ব্বোত্তম মনে করিয়া ইহার সেবা করিয়াই স্বচ্ছন্দে ভবসাগর পার হইয়া যান। অতএব ভক্তগণকে ভববন্ধন হইতে মোক্ষদান করিবার জন্যও তোমার এই অবতার ॥ ৩০ ॥

পুষ্পাঞ্জলিঃ কৃষ্ণভক্তিরূপ নৌকা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ অনায়াসে ভবসাগর পার হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যাইবার সময় অবশ্যই ভক্তিরূপ নৌকাখানি লইয়াই পরপারে গিয়াছেন, কারণ নৌকার দ্বারা নদী পার হইতে হইলে নৌকা লইয়াই ওপারে যাইতে হয়; সুতরাং এপারে আর সেই ভক্তি-নৌকা পাইবার কোন আশাই নাই। কারণ যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা আর কখনও এপারে আসিবেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে" অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মলোকে (বৈকুণ্ঠে) গমন করেন, পুনর্ব্বার আর আসেন না। ভগবান্ও বলিয়াছেন—"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" অর্থাৎ যে স্থানে গমন করিলে আর ফিরিয়া আসেন না তাহাই আমার নিত্য ধাম। অতএব যাঁহারা সংসারে রহিলেন তাঁহাদের আর ভবসাগর পার হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই, এইরূপ নিরাশ জীবগণের প্রাণে অত্যন্ত আশার সঞ্চার করিয়া দেবগণ বলিতেছেন—হে দ্যুমন্!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বপ্রকাশ! অর্থাৎ তুমি জ্যোতির্ম্ময়, যে তত্ত্বের একবার মাত্র আবির্ভাবের ফলেই চিরকালের সঞ্চিত গাঢ়-তর অজ্ঞান-অন্ধকারও তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইয়া যায়। শ্রুতিও বলিয়াছেন—'সকৃদ্বিভাতোহ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বদাই প্রকাশ হন, এবং এমন্‌ই অত্যুজ্জ্বল প্রকাশ যে সহস্র সূর্য্যও তাহার তুলনা হয় না। গীতাশাস্ত্রে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে—"দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥" অর্থাৎ যদি আকাশে একসঙ্গে সহস্র সূর্য্য উদিত হন, তাহ'লে তাহা ভগবানের অঙ্গজ্যোতির কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে। এইজন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন—"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" অর্থাৎ তাঁহারই প্রভায় সমস্ত জগৎ এমন কি সূর্য্য চন্দ্র পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইতেছেন। অর্থাৎ তুমিই যথার্থ প্রকাশময়।

মহাপুরুষগণ দুরন্ত ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তিরূপ নৌকাখানি এপারে রাখিয়াই গমন করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা যখন ভগবৎ-পাদপদ্মরূপ নৌকাখানি আশ্রয় করেন তখন তাঁহার সম্পর্ক মাত্রেই সেই বিশাল সমুদ্রও গোবৎসের পদচিহ্নের মত অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং নৌকার আর প্রয়োজনই হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা নৌকাখানি এপারে রাখিয়াই গমন করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা যাইবার সময় চিন্তা করিলেন আমরা ভগবৎ-কৃপায় স্বচ্ছন্দেই এই দুরন্ত ভব-পারাবার পার হইলাম, কিন্তু যাঁহারা রহিলেন তাঁহাদের কি উপায় হইবে তাঁহারা যে চিরকাল অশেষ দুর্গতির দারুণ দাবানলে দগ্ধ হইতে থাকিবেন ইহা ত আমরা সহ্য করিতে পারিব না, অতএব তাঁহাদের কি উপায় হইবে ইত্যাদি চিন্তায় অতিশয় দুঃখিত হইতে থাকেন, যদিও তাঁহারা অন্যান্য সমস্ত দুঃখ হইতেই মুক্ত হন তথাপি পরম দয়ার্দ্র-চিত্ত বলিয়া পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠবাসী মুক্ত পুরুষগণও সংসারী জীবের দুঃখে দুঃখিত হন ইহা পূর্ব্বে ভাগবতেই বলা হইয়াছে। এইজন্য এই শ্লোকে বলা হইল, 'অদভ্রসৌহৃদাঃ' অর্থাৎ তাঁহারা হরিভক্তির প্রভাবে দয়া দাক্ষিণ্য সরলতা সত্যনিষ্ঠা, বিশ্ব-প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণ-রাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। সেইজন্য অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়াই বদ্ধ জীবগণের উদ্ধারের জন্য শিষ্য-প্রশিষ্য প্রভৃতি সৎপাত্র-পরম্পরাক্রমে এই ভক্তিরূপ পরম পবিত্র নৌকাখানি অতি যত্নে রক্ষা করিয়া যান, উপযুক্ত প্রভুর উপযুক্ত ভক্ত। যাঁহারাই ভবসাগর পার হইবার তীব্র বাসনায় ব্যাকুল হইয়া একান্তচিত্তে উদ্ধারের উপায় অন্বেষণ করিতে থাকিবেন তখন্‌ই ঐ সকল মহাপুরুষ করুণার্দ্রচিত্তে তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহারা কৃপা করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন আহ্বান পাইলেই তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হন। আর একটু অগ্রসর হইলে দেখা যায় মহাপুরুষদিগের হৃদয়ে অবস্থিত করুণাময় প্রভু আমার স্বয়ংই তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া সংসারদগ্ধ জীবগণকে নিজের শান্তিময় পদ-প্রান্তে সন্নিহিত করিয়া দিয়া চিরকালের জন্য পরম শান্তিদান করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতই বলিয়াছেন,—

"যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥"

অর্থাৎ পরম করুণাময় যে ভগবান্ বাহিরে সদ্‌গুরুরূপে ও অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে থাকিয়া প্রাণিদিগের সমস্ত অকল্যাণ দূর-করিয়া দিয়া নিজের দিব্য রূপখানি প্রকট করিয়া দেন। ভগবানই বাহিরে সদ্‌গুরুরূপে থাকিয়া সদাচার সাধনপদ্ধতি ও অন্যান্য সদুপদেশ প্রভৃতির দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে থাকিয়া অন্তরের ধারণা ধ্যান ও প্রেম প্রভৃতির যোগ্যতা সম্পাদনের দ্বারা ভক্তের যাবতীয় দোষ বিধৌত করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করিয়া দিয়া অবশেষে নিজের অপ্রাকৃত রূপখানি সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে প্রকট করিয়া দেন। ভক্তগণের প্রতি তাঁহার এমন্‌ই কৃপা। এইজন্য এই শ্লোকে বলিলেন—"সদনুগ্রহো ভবান্" অর্থাৎ ভক্তগণকে আপনি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব লোকের নিরাশ হইবার কোন কারণই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৩২॥

অন্বয়। হে অরবিন্দাক্ষ 'পদ্মপলাশলোচন'! অন্যে যে বিমুক্তমানিনঃ 'তে' ত্বয়ি 'অরবিন্দাক্ষে' অস্তভাবাৎ 'প্রীত্যভাবাৎ' অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ অশুদ্ধচিত্তা 'ভবন্তি'। অতঃ কৃচ্ছ্রেণ পরং পদম্ আরুহ্য ততঃ 'তস্মাৎ' অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ 'সন্তঃ' অধঃ পতন্তি ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর। নন্থ বিবেকিনাং কিং মদ্‌ভজনেন মুক্তা এব হি তে তত্রাহুঃ যেঽন্য ইতি, বিমুক্তমানিন ইতি বিমুক্তা বয়মিতি মন্যমানাঃ, ত্বয়ি অস্তো নিরস্তোঽত এব অসন্ যো ভাবঃ তস্মাৎ ভক্তের ভাবাদিত্যর্থঃ, ন বিশুদ্ধা বুদ্ধি র্যেষাং তে তথা, অথবা ত্বয়ি অস্তভা ইতি চ্ছেদঃ, অস্তমতয়ঃ বাদেঘেব বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ, কৃচ্ছ্রেণ বহুজন্মতপসা পরং পদং মোক্ষসন্নিহিতং সৎকুলতপঃশ্রুতাদি, পতন্তি বিঘ্নৈরভিভূয়ন্তে, ন আদৃতৌ যুষ্মদঙ্ঘ্রী যৈস্তে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। হে অরবিন্দাক্ষ! অন্য যাহারা নিজেকে মুক্ত বলিয়া মনে করে, তাহারা তোমার প্রতি প্রীতির অভাবে অবিশুদ্ধ-চিত্ত হওয়ায় অতিকষ্টে মোক্ষ-পথে আরোহণ করিয়াও তোমার চরণযুগলের অনাদর করায় পথ হইতে অধঃ পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

নাই, মহাপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত সৎসম্প্রদায়ই সংসারী জীবগণকে কৃতার্থ করিবেন। ভাগবত মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রে বহু মহাপুরুষের ভগবদ্‌ভক্তির প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা যে প্রকারে ভগবৎ-সেবা করিয়া গিয়াছেন, সেই রীতি অনুসারে এবং ঐ সকল শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইবে, সেই সুপ্রতিষ্ঠিত-ঋষিসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত পথই যথার্থ পথ জানিবেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক কোন ভুঁইফোড় সম্প্রদায়ের কবলে যাহাতে পতিত হইতে না হয় সেই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, সম্প্রতি দেখিতে পাওয়া যায় শাক্ত ও বৈষ্ণবসমাজে কতকগুলি ভুঁইফোড় সম্প্রদায় গজাইয়া উঠিয়াছে, ইহাদের কার্য্য-পদ্ধতিগুলি প্রায় বৌদ্ধ-সম্প্রদায় হইতেই আসিয়াছে, ইহারা নানাপ্রকারে প্রচার করিয়া নিজেদের দলপুষ্টির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, এই সকল কুহকীর খর্পরে না পড়িয়া সর্ব্বদা ঋষি-প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রপথেই অগ্রসর হইতে হইবে। এই শ্লোকে এই কথাই বলা হইল জানিবেন ॥ ৩১ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। যদি বল যাঁহাদের দেহাতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা ত মুক্তই হইয়াছেন তাঁহাদের আর আমাকে ভক্তি করিয়া কি হইবে? অর্থাৎ তাঁহারা ত আত্মদর্শন করিয়াই মুক্তিলাভ করিবেন, তাঁহারা আর আমাকে ভক্তি করিবেন কেন? এইজন্য দেবগণ বলিতেছেন, হে কমললোচন! তোমার ভক্ত ভিন্ন যাঁহারা বহুকাল কঠোরভাবে হঠযোগাদির দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অনুভব করিয়াই নিজেকে সংসার-মুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা তোমাতে ভক্তিহীন হওয়ায় সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্ত হইতে পারেন না। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিই চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায়, এই শাস্ত্রের প্রথমেই বলা হইয়াছে, "এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ ॥ ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা যাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে অতএব যিনি বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে। "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো" এই শ্লোকেও বলিয়াছেন—মোক্ষলাভের উপায় তোমার ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা কেবল আত্মজ্ঞানের জন্য পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের সেই পরিশ্রম করাই সার হয়; আর কিছুই হয় না। অতএব ভক্তি ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি না হওয়ায় তাঁহারা পরমার্থ-সাক্ষাৎকারে বঞ্চিত হন, এবং সেইজন্য তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে মুক্তই হন্ না;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥৩৩॥

অন্বয়। হে মাধব! ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ তাবকাঃ 'ত্বদ্ভক্তাস্ত' মার্গাৎ ক্বচিৎ ন ভ্রশ্যন্তি, 'পরন্ত' হে প্রভো! ত্বয়া 'মাধবেন' অভিগুপ্তাঃ 'পরিরক্ষিতাঃ' নির্ভয়াঃ 'সন্তঃ' বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু—'বিনায়কানাম্ অনীকানি পান্তি যে তেষাং মূর্দ্ধসু' বিচরন্তি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর। ত্বদীয়াস্ত ন কদাচিদপি পতন্তীত্যাহুঃ তথা নেতি, বিনায়কা বিঘ্নহেতব স্তেষামনীকানি স্তোমা স্তানি পান্তি যে তেষাং মূর্দ্ধসু বিচরন্তি বিঘ্নান্ জয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। হে মাধব! যাঁহারা আপনাতেই সৌহার্দ্দ বন্ধন করিয়াছেন এইরূপ তোমার ভক্তগণ কখনও সাধন-পথ হইতে ভ্রষ্ট হন না। বরংচ হে প্রভো! তোমার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে শ্রেষ্ঠ বিঘ্নদাতাদিগকে মস্তকে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

কিন্তু নিজেকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন মাত্র, এইজন্য এই শ্লোকে 'বিমুক্তমানিনঃ' এই কথা বলা হইয়াছে জানিবেন, কারণ "তমেব বিদিত্বা ঽতিমৃত্যুমেতি" অর্থাৎ পরমাত্মাকেই দর্শন করিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, এই শ্রুতি পরমাত্মার দর্শন হইতেই মুক্তি হয় এই কথা বলিতেছেন, শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্;" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করেন তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান ইত্যাদি—অতএব ভক্তিহীন ব্যক্তিগণ শুদ্ধচিত্ত না হওয়ায় তাঁহাদের আত্মজ্ঞানই হয় না, অতএব মুক্ত হইতে পারেন না। আমি জানি একদল লোক সস্তায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য হঠযোগ প্রভৃতি কোন কোন সাধনার আশ্রয় করেন, তাঁহারা সেজন্য প্রাণায়ামের প্রতিই বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন এবং মস্তকের মধ্যে একপ্রকার কল্পনাময় প্রক্রিয়ার চিন্তা করিয়া থাকেন, ইহার ফলে শীঘ্রই আকাশের মত একটি বস্তু মানসচক্ষে দেখিতে পান, ইহাকেই তাঁহারা আত্মজ্ঞান বলিয়া মনে করেন, অথচ ইহার দ্বারা অন্তরে আনন্দ শান্তি বা প্রসন্নতা কিছুই অনুভব করেন না, কেবল কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, এবং সেই সিদ্ধির দ্বারা সাধারণ লোককে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন, ইহার ফলে দম্ভ অহঙ্কার ক্রোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠেন, এবং নিজেকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া মনে করেন ও প্রচার করিতে থাকেন। কেহ যেন ইহাদের খর্পরে পড়িয়া বঞ্চিত না হন। আর যাঁহারা বৌদ্ধগণের কুতর্কের সাহায্যে ভগবদ্‌বিগ্রহ পর্য্যন্তকে মিথ্যা বলিতে কুণ্ঠিত হন না তাঁহারাও ভক্তির অভাবে শুদ্ধচিত্ত হইতে পারেন না, কারণ যাঁহাকে ভক্তি করিবে তাঁহাকেই যদি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, তাহলে তাঁহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি আসিতেই পারে না সেইজন্য তাঁহারা ভগবদ্ভক্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের উপজীব্য বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে কতকগুলি কুতর্ক আহরণ করিয়া কেবল কুতর্ক চর্চ্চরী চর্ব্বন করিতে করিতেই জীবনপাত করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা প্রায় বাদে বিশুদ্ধ-বুদ্ধি অর্থাৎ কেবল তর্ক-বিতর্কেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন হন, কিন্তু ভগবদ্বিদ্বেষে পরিপূর্ণ সেই বুদ্ধি ভগবান্‌কে স্পর্শ করিবারও অধিকারী হয় না, তাঁহারা বেদান্তের নামে বৌদ্ধশাস্ত্রকেই গভীর শ্রদ্ধা করায় বহুকাল কঠোর পরিশ্রম সহকারে ধারণা ধ্যান করিয়াও বৌদ্ধদিগের কল্পিত নির্ব্বিশেষ শূন্য তত্ত্বকেই ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন এবং তাহাতেই নিজেকে মুক্ত বলিয়া মনে করিয়া উল্লাসিত হন। অতএব তাঁহারা বহু জন্মের কঠোর তপস্যায় সদ্বংশে জন্ম ও বিদ্যাশিক্ষাদি করিয়াও অধঃপতিত হন অর্থাৎ বহুতর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিঘ্নের দ্বারা পরাভূত হইয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হন। ততদূর কষ্ট করিয়াও যে তাঁহারা অধঃপতিত হন তাহার কারণই হইল ভগবৎ-পাদপদ্মে অশ্রদ্ধা ও অভক্তি ॥ ৩২ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। তোমার ভক্তগণ কিন্তু সেরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হন্ না, দেবগণ এই শ্লোকে এই কথা বলিতেছেন—হে-মাধব! যাঁহারা তাবক হইয়াছেন অর্থাৎ হে প্রভু আমি তোমার হইলাম এই বলিয়া যাঁহারা দেহ মন প্রাণ আত্মা ইত্যাদি সর্ব্বস্ব হরিপাদপদ্মে আন্তরিক ভাবে সমর্পণ করিয়া থাকেন সেই ঐকান্তিক ভক্তগণ কিন্তু সাধন-মার্গ হইতে কখনও স্খলিত হন না বরং তোমাতে অত্যন্ত অনুরাগ-পূর্ণই হইয়া থাকেন। কারণ তুমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাক, তোমার আন্তরিক যত্নে রক্ষিত হইয়া তাঁহারা সাধনার বিঘ্নউৎপাদনকারী বিঘ্নপতিগণের মস্তকে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে থাকেন। অর্থাৎ যাঁহারা তোমার হইলাম বলিয়া একবারও হরিপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেন ভগবান সেই নিবেদিত-প্রাণ ভক্তগণকে তৎক্ষণাৎ 'ইহারা আমার প্রতিপাল্য' এই বলিয়া নিজস্ব করিয়া লন, সুতরাং তখন হইতেই তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় ভার ভগবানই গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্ভয় হইয়া নিশ্চিন্ত-চিত্তে গভীরভাবে ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। রামায়ণে আছে ভগবান্ রামচন্দ্র বলিয়াছেন—"সকৃদেব প্রপন্নোঽস্মি তবাস্মীতিচ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদামীতি ব্রতং মম।" অর্থাৎ কেহ যদি একবারও প্রার্থনা করে যে হে প্রভু আমি তোমার শরণাগত হইলাম ও তোমার হইলাম, তাহ'লে আমি চিরকালের জন্য তাহাকে অভয় দান করিয়া থাকি, ইহা আমার জীবনের ব্রত অর্থাৎ অত্যাজ্য নিয়ম। এইরূপে ভগবান্ শরণাগত একান্ত ভক্তগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন বলিয়া ভক্তগণের সাধনপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই ধ্রুব মহাশয় যখন তপস্যা করিতে ছিলেন তখন রাক্ষস প্রভৃতি একদল প্রবল বিঘ্নকারী নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ভয়ানক চিৎকার করিতে করিতে বিভীষিকাময় দারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল, † কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অলৌকিক প্রভাবে সে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।

"রক্ষাংসি তানি তে নাদাঃ শিবাস্তাস্ত্রায়ুধানি চ। গোবিন্দাসক্তচিত্তস্য যযুর্নেন্দ্রিয়গোচরম্।" অর্থাৎ সেই সমস্ত রাক্ষস, তাহাদের ভীষণ চিৎকার, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি ও শৃগালেরদল গোবিন্দ-পাদপদ্মে অর্পিত-চিত্ত ধ্রুব মহাশয়ের দৃষ্টিগোচরই হইল না। অর্থাৎ করুণাময় ভগবান্ ধ্রুবের ঐকান্তিক ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহার চিত্তকে এমনই আকর্ষণ করিয়া রাখিলেন যে সেই প্রবলতর বিঘ্নের দিকে ধ্রুবের দৃষ্টিই পড়িল না, তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত-চিত্তে সমাধিস্থ হইয়া ভগবৎ-সেবানন্দ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। এমন না হইলে আর ভক্তবৎসল ?

কিন্তু যাঁহারা যোগ-মার্গ বা জ্ঞান-মার্গের উপাসক তাঁহাদের সাধন-পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, কারণ তাঁহারা প্রায়ই নিজের পৌরুষের উপরই অতিশয় নির্ভর করিয়া থাকেন ভগবানের প্রতি তাঁহাদের নির্ভরতা থাকে না, তন্মধ্যে কেহ কেহ ভগবানের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, আবার কেহ কেহ মুখে ভগবান আছেন বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন, সেইজন্য তাঁহাদের আসন প্রাণায়াম প্রভৃতির উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয়, অতএব সুযোগ পাইয়া বলবান

† ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সাথ রক্ষাংস্যাবির্ব্বভুস্ততঃ। অভ্যুদ্যতাস্ত্রশস্ত্রাণি জ্বালামালাকুলৈর্মুখৈঃ ॥ ২৪ ॥
ততো নাদানতীবোগ্রান্ রাজপুত্রস্য তে পুরঃ। মুমুচুর্দীপ্তশস্ত্রাণি ভ্রাময়ন্তো নিশাচরাঃ ॥ ২৫ ॥
শিবাশ্চ শতশো নেদুঃ সজ্বালকবলৈর্মুখৈঃ। ত্রাসায় তস্য বালস্য যোগযুক্তস্য সর্ব্বশঃ ॥ ২৬ ॥
হন্যতাং হন্যতামেষ ছিদ্যতাং ছিদ্যতাময়ম্। ভক্ষ্যতাং ভক্ষ্যতাঞ্চায়ম্ ইত্যূচুস্তে নিশাচরাঃ ॥ ২৭ ॥ বিষ্ণুপুরাণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥৩৪॥

অন্বয়। হে ভগবন্! ভবান্ স্থিতৌ 'পালনসময়ে' শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং 'শ্রেয়সাম্ উপ আধিক্যেন অয়নং যতঃ তৎ' বিশুদ্ধং সত্ত্বং বপুঃ শ্রয়তে, যেন 'বপুষা' জনঃ বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভিঃ তব অর্হণং 'পূজনং' সমীহতে 'করোতি' ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর। সত্যং সুখাবহানি রূপাণি ধারয়সীত্যুক্তম্ বিভর্ষিরূপাণীতি, তৎ কেন প্রকারেণ সুখাবহত্ব-মিত্যপেক্ষায়ামাহঃ সত্ত্বং বিশুদ্ধমিতি, সত্ত্বং বপুঃ শ্রয়তে ইত্যন্বয়ঃ। শ্রেয় উপায়নং কর্ম্মফলদাতৃ, কথম্? যেন বপুষা জনস্তবার্হণং পূজামীহতে করোতি, কৈঃ? বেদাশ্চ ক্রিয়াযোগাশ্চ তপশ্চ সমাধিশ্চ তৈঃ চতুরাশ্রম-ধর্ম্মৈরিত্যর্থঃ, বপুষোঽনাশ্রয়ণে অর্হণাসম্ভবাৎ ন কর্ম্মফলসিদ্ধিঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। হে ভগবন্! বিশ্বের পালন সময়ে আপনিই প্রাণীদিগের মঙ্গলপ্রাপ্তির উপায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব-ময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন, যে মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া জনগণ বেদপাঠ ক্রিয়া-যোগ তপস্যা ও সমাধির দ্বারা তোমার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

বিঘ্নপতিগণ তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হয়, এইজন্য গীতাশাস্ত্রে যোগভ্রষ্টের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তিভ্রষ্টের কথা দেখা যায় না, প্রত্যুত ভগবান বলিয়াছেন "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" অর্থাৎ আমার ভক্ত অধঃপতিত হয় না, তাহার কারণই হইল ভগবান ভক্তগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহাই হইল ভক্তির একটি অনন্যসাধারণ মহিমা, কেবল তাহাই নহে, পূর্ব্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে ভক্তিহীন যোগাদি সাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়, কিন্তু যোগাদি-হীন কেবলা ভক্তি কখনই ব্যর্থ হয় না, ভক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা; তিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা করেন না, ইহা পরে ভগবানই বলিবেন—

"তস্মান্মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।"

অর্থাৎ ভক্তি অন্য কোন সাধনার অপেক্ষা করেন্ না; কিন্তু অন্যান্য সাধনা ভক্তিকে অপেক্ষা করে, সেইজন্য যিনি আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন সেই ভক্তিমান সাধকের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়ঃ-সাধন হয় না। অথচ অন্য কোন সাধনার অপেক্ষা না করিয়াও ভক্তি সমস্ত সাধনারই ফল প্রদান করিয়া থাকেন। মহাভারতে বলা হইয়াছে—

"যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরোনারায়ণাশ্রয়ঃ" ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইবার জন্য যে সমস্ত সাধনা আছে তাহা ব্যতীতও সেই সমস্ত পুরুষার্থই প্রাপ্ত হয় যদি লোক একান্তচিত্তে নারায়ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন। অতএব যাহাতে ভগবানের প্রতি কায়মনবাক্যে একান্ত ভক্তিমান হইতে পারা যায় সে বিষয়ে আন্তরিক যত্নবান হওয়াই প্রতেক ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ॥ ৩৩ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। পূর্ব্বে 'বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা' এই শ্লোকে দেবগণ বলিয়াছেন, তুমি সজ্জন-দিগের সুখকর দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক, কিরূপে তাহা তাঁহাদের সুখকর হয় এই শ্লোকে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছেন, হে ভগবন্! আপনি জগৎকে পালন করিবার জন্য যে বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় দেহ ধারণ করেন, তাহা মনুষ্যদিগের পরম কল্যাণ লাভের উৎকৃষ্ট উপায়, অর্থাৎ ভগবানের দিব্য দেহকে আলম্বন রূপে গ্রহণ করিয়াই সাধকগণ পূজাদি করিয়া কৃতার্থ হন। কারণ চৈতন্যময় নিরাকার যে তত্ত্ব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ॥৩৫॥

অন্বয়। হে ধাতঃ! ইদং সত্ত্বং নিজং বপুঃ চেৎ ন ভবেৎ 'তর্হি' অজ্ঞানভিৎ বিজ্ঞানং মার্জ্জনং 'নাশম্' আপ। যস্য চ যেন বা গুণঃ প্রকাশতে 'সঃ' ভবান্ গুণপ্রকাশৈঃ অনুমীয়তে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর। ত্বয্যম্বুজাক্ষেত্যাদিনা শ্লোকত্রয়েণ ভগবদ্‌ভক্তানামেব মোক্ষো নান্যেষামিত্যুক্তম্, তত্র কর্ম্ম-ফলং ভক্তিং বিনা মাভূৎ মোক্ষস্তু তু জ্ঞানৈকসাধ্যত্বাৎ কিং ভক্ত্যেতি সানুশয়ান্ প্রত্যাহুঃ সত্ত্বং ন চেদিতি, হে ধাতঃ! ইদং সত্ত্বং নিজং তব বপুঃ ন ভবেচ্চেৎ তর্হি বিজ্ঞানং বিশিষ্টম্ অপরোক্ষং জ্ঞানং ন ভবেৎ ইত্যনুষঙ্গঃ, কথম্ভূতম্ অজ্ঞানভিদাপমার্জনম্ অজ্ঞানং চ তৎকৃতা ভিদাচ তয়োরপমার্জ্জনং নিবর্ত্তকম্, যদ্বা অজ্ঞানং ভিনত্তীতি অজ্ঞানভিৎ বিজ্ঞানং মার্জনং নাশমাপ প্রাপ্তমেব, ননু জড়ানাং বুদ্ধ্যাদীনাং যতঃ প্রকাশ স্তদ্ ব্রহ্মেতি জ্ঞানং ভবেদেবেতি চেন্ন, গুণপ্রকাশৈঃ গুণাবচ্ছিন্নৈঃ প্রকাশৈঃ ভবান্ সর্ব্বসাক্ষী পরিপূর্ণঃ কেবলম্ অনুমীয়তে কল্প্যতে নতু সাক্ষাৎ-ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। অনুমানপ্রকারমাহুঃ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণ ইতি, যস্য সম্বন্ধী অয়ং বুদ্ধ্যাদিগুণঃ প্রকাশতে যো গুণসাক্ষীত্যেবং, যেন বা বুদ্ধ্যারূঢ়েণ প্রমাত্রা বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রা বাহ্যোগুণঃ প্রকাশতে ইত্যনুমীয়তে ইত্যর্থঃ। শুদ্ধসত্ত্ববপুষি ত্বয়ি সেব্যমানে তু তদাকারে হ্যন্তঃকরণে ত্বৎপ্রসাদেন সাক্ষাৎ- কারো ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। হে বিধাতঃ! আপনার বিশুদ্ধ সত্ত্বময় এই দেহ যদি না হইত তাহা হইলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত-ভেদ-বিনাশক অপরোক্ষ-জ্ঞান উৎপন্ন হইত না। যাহার গুণ প্রকাশ পাইতেছে অথবা যাহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, এইরূপে গুণপ্রকাশ দ্বারা আপনি অনুমিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

আছেন তিনি সাধকদিগের সাধনার আলম্বন হইতে পারেন্ না, অর্থাৎ সাধকগণ অতি সূক্ষ্ম সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন্ না, ইহা বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—

"ভবতোযৎ পরং তত্ত্বং তন্ন জানাতি কশ্চন। অবতারেষু যদ্রূপং তদর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ" ॥

অর্থাৎ আপনার যাহা পরম তত্ত্ব তাহা কেহই জানিতে পারে না আপনি অবতারে যে রূপ ধারণ করেন দেবতাগণ তাহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কি প্রকারে অর্চ্চনা করেন তাহাই বলিতেছেন— বেদপাঠ, কর্ম্মযোগ, তপস্যা ও সমাধি এই চারিটি আশ্রমোচিত ধর্ম্মের দ্বারা লোক তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। তোমাব দেহ না হইলে তাহা হইত না। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মচারী তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সযকারে গুরুসেবা করিতে করিতে বেদ অধ্যয়ন করেন। যিনি গৃহস্থ তিনি যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান ইত্যাদি করেন, এবং যিনি বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী তিনি শারীরিক ও মানসিক তপস্যা করেন। ইহারা সকলেই আশ্রমোচিত এই সকল সৎকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য-লোক প্রাপ্ত হন, এবং সকলেই জ্ঞানযুক্ত এই সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন। শ্রুতিও এই কথা বলিয়াছেন—"ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ, তপএব দ্বিতীয়ো, ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্য কুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানং গুরুকুলেঽবসাদয়ন্, সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি, ব্রহ্মসংস্থো ঽমৃতত্ত্বমেতি" ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই বলা হইল। তুমি জীবগণের পুরুষার্থপ্রদ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ ধারণ করায় তোমার চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমোচিত কর্ম্ম করিয়া সেই সকল কর্ম্মের দ্বারা তোমার সেবা করিয়া লোক ধন্য হন ॥ ৩৪ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। পূর্ব্বে বলা হইল ভগবদ্‌ভক্তদিগেরই মুক্তি হয় অপরের নহে, কিন্তু এ বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে যে মুক্তির প্রতি ভক্তির কি প্রয়োজন? তত্ত্বজ্ঞান হইলেই ত মুক্তি হইতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পারে? শ্রুতি বলিতেছেন—"যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি" অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞান হইলে জীব মুক্ত হয় ও ব্রহ্ম হইয়া যায়। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান ইত্যাদি, অতএব মুক্তির জন্য ভক্তির কোন প্রয়োজনই নাই, এইজন্য দেবগণ বলিতেছেন—হে বিধাতঃ! বিশুদ্ধ সত্ত্বময় তোমার এই দেহটি যদি না হইত, তাহ'লে লোকের তত্ত্বজ্ঞান হইতেই পারিত না, অথবা অজ্ঞান-নাশক তত্ত্বজ্ঞান নষ্ট হইয়া যাইত। কারণ তোমার নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের (সাংখ্য মতে) কেহই দর্শন লাভ করিতে পারে না এবিষয়ে পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণের বাক্য উল্লেখ করা হইয়াছে। আত্মার শ্রবণ বা অনুমান ইত্যাদি পরোক্ষ জ্ঞান হইলে তাহার দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না; কারণ আমাদের দেহে আত্মবুদ্ধি রূপ যে ভ্রম হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ ভ্রম, এই প্রত্যক্ষ ভ্রমকে অপনোদন করিতে হইলে আত্মার যথার্থ প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, প্রত্যক্ষ ভ্রম প্রত্যক্ষ সত্য ব্যতীত নিবারিত হয় না। যেমন ধরুন কোন ব্যক্তির পূর্ব্বদিক্‌কে দক্ষিণ দিক্ বলিয়া ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু সূর্য্যোদয় দেখিয়া বা কোন লোকের মুখে শ্রবণ করিয়া সে বিশ্বাস করিল যে সে দিক্‌টি দক্ষিণ দিক্ নহে পূর্ব্ব দিক্, তাহাতেও তাহার দিক্-ভ্রম কিন্তু কাটিল না, ইহার কারণ তাহার সেই ভ্রমটি প্রত্যক্ষ, আর সত্য জ্ঞানটি পরোক্ষ অর্থাৎ অনুমান বা শ্রবণ, সুতরাং প্রত্যক্ষ ভ্রম নিবারণ করিতে হইলে প্রত্যক্ষ সত্যের প্রয়োজন। আমাদের আত্মা ঐ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই অংশ সুতরাং ভিন্নাভিন্ন, কিন্তু নির্ব্বিশেষ আত্মার প্রত্যক্ষ না হওয়ায় দেহাত্মভ্রম নষ্ট হইতে পারে না। অতএব আত্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয় এই কথার আর কোন মূল্যই রহিল না।

সেইজন্য দেবগণ বলিতেছেন—যদি তোমার এই দেহ না হইত তাহ'লে অজ্ঞান ও তৎকৃত ভেদ-বুদ্ধির নিবর্ত্তক অপরোক্ষ জ্ঞান হইতেই পারিত না, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই অজ্ঞান ও তৎকৃত ভেদবুদ্ধিকে বিনাশ করে, বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—"অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা অস্বে স্বমিতি যা মতিঃ। সংবিদ্যা তরুসম্ভূতেবীজমেতৎ দ্বিধা স্থিতম্"॥ অর্থাৎ যাহা আত্মা নহে সেই দেহে যে আত্মা বলিয়া অর্থাৎ আমি বলিয়া ভ্রম হয় এবং যাহা আমার নহে, সেই স্ত্রী-পুত্র বিত্ত প্রভৃতিতে যে আমার বলিয়া ভ্রম হয় তাহাই অজ্ঞান, অর্থাৎ দেহে আমি বলিয়া ভ্রম হইলে দেহের প্রিয় বস্তুগুলিকে আমার বলিয়া মনে হয়, এবং দেহ ও পুত্রাদির অনিষ্টকর বস্তুকে শত্রু বলিয়া মনে হয় এবং তজ্জন্য নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ উচ্চা- বচ প্রাণীতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, এই প্রকারে দেহরূপ বৃক্ষের জন্ম হওয়ার প্রতি এই অজ্ঞানরূপ বীজটি আমি ও আমার এই দুই ভাগে বিভক্ত থাকে, বৃক্ষের বীজ যেমন দুই ভাগে বিভক্ত থাকে এবং তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় সেইরূপ। এবং এই অজ্ঞান বশতই প্রিয় অপ্রিয় ইত্যাদি নানাবিধ ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে। আর ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে তখন বুঝা যায় যে ব্রহ্মই নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং আমিও ব্রহ্মের অংশ সুতরাং সমস্তই তিনি ও তাঁহার, তখন ঐ ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যক্ষ ভ্রম দূর করিতে হইলে সত্যের প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় ঐ প্রত্যক্ষ ভ্রম কখনও দূর হইবে না। যদি বল যাহা হইতে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি জড়বস্তুর প্রকাশ হয় তাহাই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান ত হইতে পারে অর্থাৎ মন বুদ্ধি প্রভৃতি জড়-বস্তুগুলির কোন প্রকাশ নাই অথচ তাহারা প্রকাশ পায়, অতএব যাহা হইতে তাহাদের প্রকাশ হয় সেইরূপ একটি স্বপ্রকাশ বস্তু আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, এবং তাহাই ব্রহ্ম, এইরূপ যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাহা হইতেই পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞান নাশ হইতে পারে, না ইহা বলিতে পার না, কারণ ঐ জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ নহে উহা অনুমান, অনুমান পরোক্ষ জ্ঞান, সুতরাং উহা হইতে ঐ প্রত্যক্ষ ভ্রম নষ্ট হইতে পারে না। 'গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্' এই গ্রন্থে এই কথাই বলা হইয়াছে। কি প্রকারে অনুমান করিতে হয় 'প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ' এই গ্রন্থে তাহাই বলিতেছেন, অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরস্থিত বুদ্ধি ও মন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ন নাম্নরূপে গুণজন্মকর্ম্মভি র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥৩৬॥

অন্বয়। মনোবচোভ্যাম্ অনুমেয়বর্ত্মনঃ তস্য সাক্ষিণঃ তব নামরূপে গুণজন্মকর্ম্মভিঃ ন নিরূপিতব্যে। হে দেব! অথাপি ক্রিয়ায়াং 'উপাসকাঃ' 'ত্বাং' প্রতিযন্তি হি 'সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি ॥৩৬॥

এবং তাবৎ ভক্তানামভ্যুদয়াপবর্গার্থং রূপাণি বিভর্ষি ইত্যুক্তম্ তান্যপি ভজনীয়ানি কেবলং নতু জ্ঞাতুং শক্যন্তে অনন্তত্বাৎ অতর্ক্যত্বাচ্চ মনোবচসোরগোচরত্বাদিত্যাহুঃ ন নামরূপ ইতি, গুণাশ্চ জন্মানি চ কর্ম্মাণি চ তৈঃ নিরূপিতব্যে নিরূপণার্হে ন ভবতঃ, কুতঃ? অনুমেয়ং বর্ত্ম মার্গো যস্য তবেতি, তত্রাপি হেতুঃ তস্য সাক্ষিণ ইতি, নহি সাক্ষিণস্তত্বং মনোবচোগোচরমিত্যর্থঃ। হে দেব বহুধা দ্যোতমান! অথাপি ক্রিয়ামাম্ উপাসনাদিলক্ষণায়াং ত্বাং প্রতিযন্তি উপাসকাঃ সাক্ষাৎ পশ্যন্তি হি প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। হে পরমেশ! মন ও বাক্যের দ্বারা অনুমেয়মার্গ অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায় অনুমান করিতে হয় তাহার সাক্ষিস্বরূপ তোমার গুণ কর্ম্ম ও জন্মাবলী দ্বারা নাম ও রূপ নিরূপণ করা যায় না, তথাপি ভক্তগণ উপাসনা-ক্রিয়াতে তোমার সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন ॥৩৬॥

প্রভৃতি যাঁহার গুণগুলি জড় হইলেও প্রকাশিত হয়, যিনি ঐ গুণের সাক্ষী অর্থাৎ প্রকাশক তিনিই ব্রহ্ম, অথবা যিনি বুদ্ধিতত্ত্বে অর্থাৎ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই উজ্জ্বল বুদ্ধির দ্বারা বাহ্য জগৎকে প্রকাশ করিতেছেন তিনিই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইয়া বুদ্ধিকে চেতনের মত উজ্জ্বল করিয়া দেন, 'চেতনাবদিব লিঙ্গং' সেই উজ্জ্বল বুদ্ধিতত্ত্ব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্গত হইয়া বহির্জগতের জ্ঞান করিয়া দেয় অতএব মূলতঃ ব্রহ্মই জগৎকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপে ব্রহ্মের অনুমান করা হয়। ইহা পরোক্ষ জ্ঞান হওয়ায় ইহার দ্বারা সেই প্রত্যক্ষ ভ্রম নষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু ভক্তিপূর্ব্বক বিশুদ্ধ সত্ত্বময় তোমার দেহের সেবা করিতে থাকিলে ভক্তের অন্তঃকরণে তোমার অপ্রাকৃত দেহখানি প্রকাশিত হয় তখন তোমার ও জীবাত্মার দর্শন পাইয়া সেই সত্য প্রত্যক্ষের দ্বারা সাধক সমস্ত অমঙ্গলের আকর ঐ অজ্ঞানকে (দেহাত্ম-ভ্রম ও পুত্রাদিতে স্বকীয়ত্ব ভ্রমকে) সম্পূর্ণ বিনাশ করিতে সক্ষম হন, অতএব ভক্তিদেবীর কৃপাতেই লোক মোক্ষলাভ করিতে পারেন জানিবেন ॥ ৩৫ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। হে ভগবন্ তুমি ভক্তগণের পরম কল্যাণের জন্য যে সকল মূর্ত্তি ধারণ কর সেগুলিকে কেবল সেবাই করিতে পারা যায় কিন্তু অনুভব করিতে পারা যায় না কারণ তাহা অসংখ্য ও তর্কের অতীত বলিয়া বাক্য ও মনের অগোচর, এই শ্লোকে এই কথাই বলা হইতেছে। তোমার গুণ কর্ম্ম ও জন্ম প্রভৃতির দ্বারা তোমার নাম ও রূপকে যথার্থ অনুভব করিতে পারা যায় না, গুণানুসারে নাম যথা করুণাময় দীনবন্ধু ইত্যাদি, কর্ম্মানুসারে নাম যথা—রাধারমণ মদনমোহন বংশীবদন ইত্যাদি, জন্মানুসারে নাম যথা—বাসুদেব দেবকীনন্দন যাদব মাধব দাশরথি রঘুনাথ ইত্যাদি, রূপ যথা—নরসিংহ বামন হয়গ্রীব ইত্যাদি, অথবা যাঁহারা দয়া দাক্ষিণ্য সরলতা বিদ্যাবত্তা প্রভৃতি গুণশালী হন, এবং দান পরোপকার পবিত্র আহার ও ব্রতাদি সৎকর্ম্ম করেন, এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও ধার্ম্মিক প্রভৃতির বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল গুণের দ্বারাও তোমার নাম ও রূপকে-অনুভব করিতে পারেন না, কারণ ঐ দুইটিকে অনুভব করিবার উপায়ই হইল তোমার গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি, কিন্তু সেই গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি লোকের মানসিক যুক্তি তর্ক ও বা শাস্ত্র বাক্যের দ্বারা কেবল বিশ্বাসই করা যায় কিন্তু অনুভব করা যায় না, তাহারও কারণ যে বুদ্ধি ও মন প্রভৃতির দ্বারা অনুভব করা যাইবে, তুমি তাহাদেরও সাক্ষী, অর্থাৎ সাক্ষাৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্রষ্টা, দৃশ্য নও, বুদ্ধি ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ দৃশ্য বস্তুকেই প্রকাশ করিতে পারে দ্রষ্টাকে প্রকাশ করিতে পারে না, ইহার কারণ যাহার প্রকাশে জড়-বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকাশিত হয় তাহারা তাহাদের প্রকাশককে প্রকাশ করিতে পারে না, যেমন অগ্নির কিরণগুলি অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করিলেও যাহার আলোকে সে আলোকিত হয় সেই অগ্নিকে আলোকিত করিতে পারে না, অগ্নি নিজের আলোকেই আলোকিত হয় কিরণের আলোকের কোন অপেক্ষা রাখে না, এই কথাই ভাগবত বলিয়াছেন 'যথাঽনলমর্চ্চিষঃ স্বাঃ" শ্রুতিও বলিয়াছেন 'যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ' অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা লোক এই সমগ্র জগৎকে জানিতে পারে তাঁহাকে আবার কাহার দ্বারা জানিতে পারিবে? অতএব যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রকাশক তিনি স্বপ্রকাশ জানিবেন। অতএব ভগবানের স্বরূপ এবং গুণ ও লীলা প্রভৃতির তত্ত্ব মন বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহ'লে হয়ত মনে করিবেন যে ভক্তগণ তাঁহার ঐ সকল তত্ত্ব অনুভব করিবার জন্যই সমস্ত বিষয়ের ভোগ বিলাস প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া তাঁহার উপাসনায় মন প্রাণ দেহ ইত্যাদি সমস্তই উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারাও বঞ্চিত হইবেন, এইজন্য বলিতেছেন হে দেব! অর্থাৎ অপ্রাকৃত পরম জ্যোতির্ম্ময় হে ভগবন্! তোমার নাম-কীর্ত্তন পূজা জপ ইত্যাদি সাধনা করিলে ভক্তগণ তোমার নাম রূপ গুণ ও লীলা প্রভৃতির তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জানিতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে প্রাকৃত মন বুদ্ধি চক্ষু প্রভৃতির দ্বারা কখনই জানা যাইবে না, সেই জন্য অভক্তগণ ভগবানের নাম রূপ প্রভৃতিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়, কিন্তু ভক্তগণ ঐকান্তিক সাধনা করিলে ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদিকে অপ্রাকৃত মন বুদ্ধি চক্ষু প্রভৃতি দান করেন তাহার দ্বারা তাঁহারা ভগবানের স্বরূপ ও নাম রূপ প্রভৃতির তত্ত্ব অনুভব করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যান, ইহা ভগবানই বলিয়াছেন "ন চ মে শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্॥" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন তোমার নিজস্ব চক্ষুর দ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমি তোমাকে অপ্রাকৃত চক্ষু দিতেছি ইহার দ্বারা তুমি আমার অলৌকিক ঈশ্বরমূর্ত্তি দর্শন কর। ইহা ভক্তির অসাধারণ মহিমা যে, অন্য কোন সাধনায় যাহা পাওয়া যায় না, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই ভক্তগণ সেই তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য হইয়া যান, ভগবান্‌ই ইহা বলিয়াছেন,

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন নচেজ্যয়া। শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি আমাকে যেরূপ দেখিলে বেদ তপস্যা দান ও যজ্ঞের দ্বারা আমাকে কেহ এইরূপ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু কেবলা ভক্তির দ্বারা এইরূপ আমাকে যথাযথ জানিতে দেখিতে ও প্রবেশ করিতে পারিবে। অর্থাৎ যিনি যেমন সাধনা করিবেন, তাঁহার ফলও সেইরূপই হইবে ইহাই নিয়ম, ভাষ্যকারদিগের উল্লিখিত শ্রুতি বলিয়াছেন, 'তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি' অর্থাৎ তাঁহাকে লোক যেমন যেমন উপাসনা করে তেমনই ফল হইয়া থাকে, ভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" অর্থাৎ যাহারা আমাকে যেরূপে সেবা করে আমিও তাহাদিগকে সেইরূপে সেবা করিয়া থাকি। অর্থাৎ যাঁহারা সাংখ্য বা বৌদ্ধশাস্ত্রসম্মত নির্ব্বিশেষ তত্ত্বেরই উপাসনা করেন (যদিও সেই তত্ত্বের সাধনা করা সম্ভব নহে ইহা পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণের বাক্যে দেখাইয়াছি) তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া সেই তত্ত্বই হয়ত দর্শন করেন, কারণ তাঁহাদের পক্ষে তাহার অধিক দর্শন করিবার সামর্থ্য নাই, পূর্ব্বে সকাম কর্ম্মিগণ বেদোক্ত সকাম কর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উপাসনা করিতেন, দেবগণ যজ্ঞভূমিতে আসিয়া সেই সমস্ত হবি গ্রহণ করিয়া যজমানকে বরদান করিতেন, সেই সাধকগণ দেবতাগণকে দর্শন করিলেও ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করিতে পারিতেন না তাই বলিয়া কি মনে করিতে হইবে ব্রহ্ম বলিয়া কোন তত্ত্বই নাই? যদি বল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব উল্লিখিত আছে বলিয়া ব্রহ্ম প্রমিত হইবেন, তাহ'লে বলিব উপনিষদেই ব্রহ্মের অপ্রাকৃত দিব্যমূর্ত্তির কথা অনেক বলা হইলেও তাহা উড়াইয়া দাও কোন সাহসে? ইহা কি নিতান্তই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর ধৃষ্টতা নহে? যথা "য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ" অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে এই যে হিরণ্ময় পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহার শ্মশ্রু (দাড়ি) সুবর্ণময়, মস্তকের কেশ সুবর্ণময়, চরণের নখ পর্য্যন্ত সমস্ত দেহটিই সুবর্ণময়, শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং" অর্থাৎ যখন দ্রষ্টা সাধক সুবর্ণময় পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, এবং মুক্ত আত্মা ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া পর্য্যঙ্কারূঢ় পরম ব্রহ্মকে (ব্রহ্মাকে নহে) দেখিতে পান ও তাঁহার সহিত কথা কহেন ইহা কৌষীতকী উপনিষদে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে, ভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্ত দর্শনে মুক্তিপ্রকরণে মুক্ত আত্মার ঐ ব্রহ্মলোকে গমনের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রহ্মলোকশব্দের অর্থ প্রজাপতিলোক, এই ব্যাখ্যা বেদান্তসম্মত নহে, পরমেশ্বরের এই মূর্ত্তি মায়া-কল্পিত ইহাও বেদব্যাস কোথাও বলেন নাই, বাদরি প্রভৃতি সাংখ্যাচার্য্যগণই এইরূপ গোঁজামিল দিয়া উপনিষদ্‌কে সাংখ্যমত অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, বেদব্যাস বেদান্ত-দর্শনে তাহার রীতিমত প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু সেই অধিকরণটিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিভক্ত করিয়া দিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তকে নষ্ট করিবার জন্য যে দারুণ ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে ইহাকে কি বলা যাইবে? লোকে পুকুরচুরির কথা শুনিতে পাই ইহাকে তাহা না বলিয়া সাগরচুরি বলা উচিত। এইরূপে অপব্যাখ্যা করিয়া বেদান্তের কি সর্ব্বনাশ করা হয় নাই? এ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের 'তত্তু সমন্বয়াৎ এই সূত্রের মিতভাষ্যে আলোচনা করা হইয়াছে দেখিবেন, এবং শ্রুতিতে ব্রহ্মের অংশ জীবকেও সুবর্ণময় বলা হইয়াছে "হিরণ্ময়ঃ পুরুষ এক হংসঃ" আর ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মলোকের বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়, "ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি তদৈরম্মদীয়ং সরস্তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূ ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্" অর্থাৎ এখান হইতে তৃতীয় দিবে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে বজ্রাগ্নির মত জ্যোতির্ম্ময় অথবা অমৃতময় সরোবর আছে, এবং সুবর্ণের মত জ্যোতির্ম্ময় গৃহ আছে, ব্রহ্ম সেই গৃহকে বাসস্থানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক শ্রুতিতে পরমেশ্বরকে সুবর্ণময় বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি প্রতপ্ত সুবর্ণের মত বিশুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়, সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতে" অর্থাৎ সমস্ত জ্যোতির মূল জ্যোতি বলিয়া দেবগণ তাঁহাকে আয়ু বলিয়া উপাসনা করেন, ভগবান্‌ও বলিয়াছেন "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রকৃতির অতীত ও সূর্য্যের মত জ্যোতির্ম্ময়, অর্থাৎ অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময়, ভৌতিক তেজোময় নহে, এইজন্য "অরূপমস্পর্শমশব্দমব্যয়ং তথা২রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ" অর্থাৎ তাঁহাতে রূপ নাই স্পর্শ নাই শব্দ নাই রস নাই গন্ধ নাই, তিনি অব্যয়, এই শ্রুতিতে প্রত্যেক পঞ্চভূতের গুণগুলিকেই এক একটি করিয়া নিষেধ করা হইয়াছে জানিবেন, মহাভারতেও পরমেশ্বরকে সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গ বরাঙ্গ ও চন্দনাঙ্গদী বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্মলোককেই ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে বৈকুণ্ঠলোক বলা হয় জানিবেন। এবং সেখানে কালের পরাক্রম নাই ও মায়া নাই অর্থাৎ নিত্য "ন চ কালবিক্রমঃ ন যত্র মায়া" তবে যে শ্রুতিতে "অবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্" ইত্যাদি বলা হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার কোন রূপ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত পদ নাই, ইত্যাদি, তাহা সর্ব্বব্যাপী নিরাকার চৈতন্যময় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, ইহাকেই ভাগবত প্রভৃতিতে পরমেশ্বরের অঙ্গ-জ্যোতি বলা হয় জানিবেন, এবং ইনিই সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি করিয়া থাকেন। ইহা ব্রহ্মসংহিতায় স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, যথা "যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্ ব্রহ্ম" অর্থাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিব্যাদি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে ॥৩৭॥

অন্বয়। হে ভগবন্! তে 'তব' মঙ্গলানি নামানি রূপাণি চ শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ন্ চ ক্রিয়াসু ত্বচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচিত্তো যঃ 'স্যাৎ' 'স' ভবায় 'সংসারায়' ন কল্পতে ॥৩৭॥

শ্রীধর। তস্মাৎ ভক্ত্যৈব মোক্ষ ইত্যুপসংহরন্তি শৃণ্বন্নিতি, অন্যানপি সংস্মারয়ন্ ক্রিয়াসু দেবার্চ্চনাদিকর্ম্মসু ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। হে ভগবন্! তোমার মঙ্গলময় নামাবলী ও রূপাবলী শ্রবণ করিয়া উচ্চারণ করিয়া ও অন্যকে স্মরণ করাইয়া যাঁহারা উপাসনাতে তোমার চরণকমলযুগলে আবিষ্টচিত্ত হন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥৩৭॥

অসংখ্য বিভূতিভেদে ভিন্ন সেই ব্রহ্ম যে ভগবানের অঙ্গজ্যোতি, গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্" অর্থাৎ আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়। "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" এই শ্রুতি বলিতেছেন পরমেশ্বরের এক চতুর্থাংশই সমস্ত জগৎ, এবং ইহার অন্য তিন ভাগ অমৃত, স্বরূপ হইয়া জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকে আছেন। একই পরমেশ্বর ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কারী পরমাত্মরূপে অন্তর্যামী ও দিব্য বিগ্রহধারিরূপে ভগবান্। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মের উপাসক, যোগিগণ পরমাত্মার উপাসক ও ভক্তগণ ভগবানের উপাসক ইহা প্রথমেই বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" ॥ পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুক্ত আত্মা ব্রহ্মলোকে যাইয়া সাকার ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গিয়া নিরাকার ব্রহ্মে এক হইয়া যান। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়" ইত্যাদি, অর্থাৎ নদীগুলি যেমন গমন করিতে করিতে সমুদ্রে গিয়া নিজের নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া এক হইয়া যায় সেইরূপ জ্ঞানী সাধক ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মে এক হইয়া যান্। আর যাঁহারা সাকার ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গিয়া সাকার ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হন,ইহা কৌষীতকী উপনিষদে বলা হইয়াছে। এবং তিনিই মুক্ত পুরুষের প্রাপ্য ব্রহ্ম "সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা" শ্রুতি, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগশূন্য মহাপুরুষগণ সূর্য্য লোক হইয়া সেই স্থানে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করেন যেখানে সেই অব্যয় ও অমৃত পরম পুরুষ আছেন। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন "তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ" "তস্মিন বিশন্তি শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণ সেই ব্রহ্মলোকে অনন্তকাল বাস করেন, তাঁহাদের আর জগতে পুনরাগমন হয় না, অনন্তকালের জন্য সেই ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ জগতের ব্রহ্ম সবিকার বলিয়া ব্রহ্মলোকের নির্ব্বিকার ব্রহ্মই মুক্ত পুরুষদিগের প্রাপ্য হন জানিবেন। এ বিষয়ে ব্রহ্ম-সূত্র-মিতভাষ্যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি দেখিবেন। অতএব সাকার ব্রহ্ম ও ব্রহ্মলোক নাই বা তাহা মিথ্যা ইহা বলা নিষ্ঠুর ধৃষ্টতা মাত্র। যিনি যেমন সাধনা করিবেন তিনি সেইরূপ তত্ত্ব দর্শন করিবেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা ভগবানের নাম রূপ ও লীলা প্রভৃতি দর্শন করিয়া ভক্তগণ কৃতার্থ হইয়া যান, এই ভাগবতসিদ্ধান্ত অত্যন্তই সঙ্গত জানিবেন ॥ ৩৬ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। কেবল ভক্তির দ্বারাই মুক্তি হয় এই শ্লোকে এই সিদ্ধান্ত দেখাইতেছেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদোভুবো ভারোঽপনীত স্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈর্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্ ॥৩৮॥
ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥৩৯॥

অন্বয়। হে হরে! দিষ্ট্যা 'ভাগ্যেন' ঈশিতুঃ তব জন্মনা ভবতঃ পদোভুবো অস্যাঃ 'ভবৎপদে জাতায়াঃ পৃথিব্যাঃ' ভারোঽপনীতঃ। দিষ্ট্যা চ সুশোভনৈঃ ত্বৎপদকৈঃ 'তবপদচিহ্নৈঃ' তবানুকম্পিতাং গাং 'পৃথিবীং দ্যাং চ 'স্বর্গং চ' দ্রক্ষ্যামঃ ॥৩৮॥

হে অভয়াশ্রয়! অভবস্য 'জন্মরহিতস্য' তে ভবস্য 'জন্মনঃ' কারণং বত বিনোদং 'লীলাং' বিনা ন তর্কয়াম। যতো জীবাত্মন্যপি ভবো 'জন্ম' নিরোধো'লয়ঃ' স্থিতিরপি ত্বদ্বিষয়য়া অবিদ্যয়া কৃতা ॥৩৯॥

শ্রীধর। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারমভিনন্দতি দিষ্ট্যেতি, দিষ্ট্যা ভদ্রম্, তব পদঃ পাদভূতায়াঃ, ঈশ্বরস্য তব জন্মমাত্রেণ অপনীত এব। কিঞ্চ ত্বৎপদকৈঃ কোমলৈঃ পদৈঃ সুশোভনৈঃ বজ্রাঙ্কুশাদিশুভ-লক্ষণৈঃ গাং পৃথিবীং দ্যাং স্বর্গং চ তব ত্বয়ানুকম্পিতাম্ ॥ ৩৮ ॥

তব জন্মনা ভারোঽপনীত ইতুক্ত্যা মমাপি কিং জীববৎ সংসার উক্তঃ? নাহ নহীত্যাহুর্নেতি, হে ঈশ অসংসারিণ স্তে জন্মনঃ কারণং ক্রীড়াং বিনা ন তর্কয়ামঃ। কিঞ্চ হে অভয়াশ্রয় ন ভয়মাশ্রয়তে ইতি তথা তৎসম্বোধনং হে নিত্যমুক্তেত্যর্থঃ। তব জন্মকারণং নাস্তীতি কিং বক্তব্যম্ যতো জীবাত্মন্যপি ভবাদয়ঃ ত্বয়ি বিষয়ে যা হবিদ্যা তয়া কৃতা, ন পরমার্থতঃ সন্তীতি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। হে হরে! ভাগ্যবশতঃ ঈশ্বরস্বরূপ তোমার জন্মদ্বারাই তোমার পদযুগল হইতে উৎপন্না এই পৃথিবীর ভার অপনীত হইল, এবং সৌভাগ্যবশতই তোমার শ্রীচরণস্থিত ধ্বজ-বজ্রাদি পরমশোভন চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত তোমার অনুগৃহীত পৃথিবীকে ও স্বর্গকে আমরা দর্শন করিব ॥৩৮॥

হে অভয়াশ্রয়! জন্মাদিরহিত তোমার জন্মের কারণ লীলা ভিন্ন আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারিতেছি না। জীবাত্মাতেও যে জন্ম মৃত্যু ও স্থিতি হয় তাহাও তোমার অবিদ্যা দ্বারা সম্পাদিত হয় ॥৩৯॥

হে ভগবন্! পরম কল্যাণময় তোমার নাম ও রূপ শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে, ধ্যান করিতে করিতে, এবং অপরকে স্মরণ করাইতে করাইতে যিনি যজ্ঞ দান ও তপস্যা প্রভৃতি সৎকার্য্যে তোমার পাদপদ্মে মনোনিবেশ করেন তিনি আর সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না। অর্থাৎ সমস্ত লোক বর্ণাশ্রমোচিত যাবতীয় কর্ম্মই করিতে থাকুন, এবং তাহার সহিত সর্ব্বদা ভগবৎ-কথা শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে থাকুন। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই ত্রিবেণীর ত্রিধারার পবিত্র সঙ্গমে প্রত্যহ অবগাহন করিতে থাকিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে দুরন্ত ভবসাগর পার হইয়া যাইবেন। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যধ্যচ। মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ" ॥
অর্থাৎ সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর, এইরূপে আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাভারতের ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মহারাজ উপরিচরবসু, এবং ভগবান্ বেদব্যাস বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ ইহার বিখ্যাত দৃষ্টান্ত ॥ ৩৭ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। ভগবানের অবতারে বিশেষ আনন্দিত হইয়া দেবগণ পরম উৎসাহে বলিতেছেন, হে হরি! তোমার অবতার মাত্রেই পৃথিবীর ভার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি ন স্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥৪০॥

অন্বয়। হে ঈশ! মৎস্যাশ্ব কচ্ছপ বরাহ নৃসিংহ হংস রাজন্য বিপ্র বিবুধেষু 'দেবেষু' কৃতাবতারঃ ত্বং নঃ 'অস্মান্' ত্রিভুবনং চ 'অন্যদা যথা' পাসি তথা অধুনা ভুবোভারং হর। হে যদূত্তম! তে বন্দনং 'তুভ্যং নমোঽস্তু' ॥৪০॥

শ্রীধর। প্রস্তুতং প্রার্থয়ন্তে মৎস্যাশ্বেতি, নোঽস্মান্ ত্রিভুবনং চ অন্যদা যথা পাসি তথা অধুনাপি পাহীতি বন্দনং তে ইতি চ বদন্তঃ সর্ব্বে শিরোভিঃ প্রণমন্তি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। হে পরমেশ্বর! মৎস্য অশ্ব কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ হংস ক্ষত্রিয় বিপ্র ও দেবতামূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যেরূপ পালন করিতেছ এক্ষণে এই পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া সেইরূপ পালন কর। হে যদূত্তম তোমাকে প্রণাম করিতেছি ॥৪০॥

আমরা অচিরেই পৃথিবীকে ও স্বর্গকে সুকোমল ও ধ্বজবজ্রাদি শুভলক্ষণযুক্ত তোমার চরণের দ্বারা অঙ্কিত দেখিতে পাইব। অর্থাৎ দেবগণ স্বর্গবাসী হইলেও তাঁহাদের ভাগ্যে ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয় না, অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে গমন করা তাঁহাদের পক্ষেও সম্ভব নহে, অতএব ভগবান্ লীলামূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন এই লালসায় ব্যাকুল হইয়া কতক্ষণে ভগবানের আবির্ভাব হয় তাহারই দিন গণনা করিতেছেন জানিবেন ॥ ৩৮ ॥

পুষ্পাঞ্জলি। অখিল জীবের জন্মপ্রবাহের প্রতিরোধকারী ভগবানের জন্ম হইয়াছে শুনিলেই লোক চমকিত হইয়া উঠে ভগবানের আবার জন্ম কি? যাঁহার নাম করিলেও অনাদিকাল হইতে প্রচলিত জন্মপ্রবাহ হইতে জীব মুক্তি লাভ করে তাঁহার আবার জন্ম কি করিয়া সম্ভব হয়? এইজন্য বলিতেছেন, জীবের মত কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য তোমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তথাপি তোমার এই যে জন্মগ্রহণ ইহা তোমার ক্রীড়া ব্যতীত আর কিছুই নয়, তোমার যে জন্মের কারণ নাই ইহা আর কি বলিব, এমন্ কি জীবেরও প্রকৃতপক্ষে জন্মাদি হয় না, কিন্তু তোমার মায়ার দ্বারাই তাহার জন্মাদির কল্পনা করা হইয়া থাকে। জীবের বন্ধন মুক্তি ও সংসার কিছুই হয় না, প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ারই ঐ সকল হইয়া থাকে ইহা সাংখ্যাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন—

"তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ। সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥" সাংখ্যকারিকা, অর্থাৎ সেইজন্য কোন আত্মাই বন্ধনগ্রস্ত হয় না, মুক্তও হয় না, সংসারীও হয় না, দেবতা মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি বিভিন্ন আশ্রয় অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিই বদ্ধ মুক্ত ও সংসারী হয়। অতএব মায়ার দ্বারাই তোমার জন্মাদির কল্পনা হইয়া থাকে প্রকৃতপক্ষে তোমার জন্ম হয় না ॥ ৩৯ ॥

পুষ্পাঞ্জলিঃ এখন প্রকৃত বিষয়ের প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—হে ভগবন্! মৎস্যাদি অবতারে যেমন বিশ্বের নিখিল অমঙ্গল নিবারণ করিয়া সমগ্র জগৎকে ও আমাদিগকে পালন কর, সেইরূপ এখন্ও পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া বিশ্বকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর। হে যদুকুল-তিলক! তোমাকে প্রণাম। অর্থাৎ তুমি চিরকালই বিশ্বের গুরুতর অমঙ্গল সমূহের প্রতীকার করিয়া শান্তিস্থাপন করিয়া আসিতেছ, এখন্ও সেইরূপ পৃথিবীর গুরুতর ভার হরণ করিয়া ত্রিভুবনের মঙ্গল বিধান কর ইহাই আমাদের প্রার্থনা ॥ ৪০ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবায় নঃ।
মাভূদ্ভয়ং ভোজপতে মুমূর্ষো র্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ ॥৪১॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যভিষ্টূয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা।
ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবম্ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশম-
স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

অন্বয়। হে অম্ব 'দেবকি!' দিষ্ট্যা 'ভাগ্যাৎ' নঃ 'অস্মাকং' ভবায় সাক্ষাৎ পরঃ পুমান্ ভগবান্ অংশেন তে কুক্ষিগতঃ। 'অতঃ' 'মুমূর্ষোঃ ভোজপতেঃ কংসাৎ ভয়ং মাভূৎ। তব আত্মজঃ যদূনাং গোপ্তা 'রক্ষণো' ভবিতা 'ভবিষ্যতি' ॥৪১॥

শ্রীশুক উবাচ। যদ্রূপং অনিদং 'তং' পুরুষম্ যথা যথাবৎ অভিষ্টূয় ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় অগ্রতঃকৃত্বা দেবাঃ দিবং প্রতিযযুঃ ॥৪২॥ শ্রীযুক্ত শশধর বেদান্তপুরাণজ্যোতিস্তীর্থকৃতদ্বিতীয়াধ্যায়ান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীধর। দেবকীং প্রত্যাহুঃ দিষ্ট্যেতি, নঃ অস্মাকং ভবায় উদ্‌ভবায় সাক্ষাৎ পরঃ পুমান্ তে কুক্ষিং গতঃ অতোভয়ং মাভূদিতি ॥ ৪১ ॥

যস্য রূপমনিদং সর্ব্বপ্রত্যগ্‌ভূতম্, যথা যথাবৎ, অস্মান্ বঞ্চয়িত্বা এতাবিহ স্থাস্যেতে ইতি মন্যমানা ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় পুরতঃ কৃত্বা যযুরিতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। অনন্তর দেবগণ দেবকীকে আশ্বস্তা করিয়া বলিলেন, ওগো মা দেবকি! সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবান্ পূর্ণরূপে তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন। মরণেচ্ছু ভোজপতি কংসের ভয় আর করিও না। তোমার গর্ভস্থ সন্তান যদুগণের রক্ষক হইবেন ॥৪১॥

শুকদেব বলিলেন—যিনি সর্ব্ব প্রত্যগ্‌ভূত অর্থাৎ আত্মা, সেই মায়াতীত পুরুষকে যথোচিত স্তব করিয়া ব্রহ্মা ও শঙ্করকে অগ্রে লইয়া দেবগণ স্বর্গে গমন করিলেন ॥৪২॥

শ্রীযুক্ত শশধর বেদান্তপুরাণজ্যোতিস্তীর্থকৃত দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২॥

পুষ্পাঞ্জলিঃ যাইবার সময় ভয়াতুরা দেবকীকে লক্ষ্য করিয়া মা এই সম্বোধনপূর্ব্বক প্রবোধ দিতেছেন, আজ দেবকী মহাসৌভাগ্যে জগৎ-পিতারও জননী হইয়াছেন বলিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীরই মা হইয়াছেন, সেইজন্য দেবগণও তাঁহাকে মা বলিয়া সগৌরবে ও সানন্দে সম্বোধন করিয়া পরম তৃপ্তিবোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন সৌভাগ্যবশতঃ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর তোমার গর্ভস্থ হইয়াছেন, অতএব কংসের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী; সুতরাং আর ভয়ের কোন কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ দেবকীর গর্ভস্থ না হইলেও সাধারণের দৃষ্টি অনুসারে উহা বলা হইল জানিবেন। আরও বলিলেন, তোমার পুত্র কেবল তোমাদের দুইজনকেই রক্ষা করিবেন না, সমগ্র যদুবংশকেই রক্ষা করিবেন ॥ ৪১ ॥

পুষ্পাঞ্জলিঃ এই প্রকারে দেবগণ সেই পুরুষকে যথাবিধি স্তব করিলেন, এখানে পুরুষ অর্থাৎ যিনি দেবকীর হৃদয়রূপ পুরে গর্ভস্থ শিশুর মত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, অথচ যাঁহার স্বরূপ পরিদৃশ্যমান এই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জগতের মত পাঞ্চভৌতিক বা মায়াময় নহে ; কিন্তু তিনি অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, সেই পরমেশ্বরকে উত্তমরূপে স্তব করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মা ও মহাদেবকে অগ্রে করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। ভগবদ্দর্শনের অত্যন্ত আশা লইয়াই দেবগণ আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিল না দেখিয়া তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছিলেন ভগবানের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া তবে যাইবেন, কিন্তু প্রধান দেবতাদ্বয় কি করেন তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভগবদাবির্ভাবের বিলম্ব আছে বুঝিয়া ব্রহ্মা ও মহাদেব স্বস্থানে গমন করিতে উদ্যত হইলে দেবগণও ক্ষুণ্ণচিত্তে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্যকৃত-দশমস্কন্ধ-দ্বিতীয়-অধ্যায়-পুষ্পাঞ্জলিব্যাখ্যা সমাপ্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্যকৃত গ্রন্থদ্বয়

ভামতীপ্রভা

বেদান্তদর্শনের ভামতীগ্রন্থ যেমন গম্ভীর তেমনই দুর্ব্বোধ, ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্মৃতিপাদ ও তর্কপাদগ্রন্থ অতিশয় প্রয়োজনীয়, স্মৃতিপাদে ভগবান বেদব্যাস অতি সুন্দরভাবে বেদান্তসিদ্ধান্ত পরিষ্কার করিয়াছেন, এই গ্রন্থ না পড়িলে বেদান্তের সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না, এবং তর্কপাদে সাংখ্য বৈশেষিক বৌদ্ধ জৈন পাশুপত ও ভাগবত মত প্রবল যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করা হইয়াছে, এই জন্য এই গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ঐ সকল দার্শনিক মতে সাধারণ ভাবে উত্তম অভিজ্ঞতা জন্মে, দার্শনিক রসপিপাসুগণ ইহার দ্বারা বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিবেন, বেদান্তদর্শনের অতি প্রয়োজনীয় এই অংশ দুইটির এ পর্য্যন্ত সরল ব্যাখ্যা প্রকাশ হয় নাই, এজন্য বেদান্তামোদী সজ্জনগণ অনেক অসুবিধা বোধ করিয়া থাকেন। সেইজন্য **ভামতীপ্রভাতে** সূত্র ভাষ্য ও ভামতীর অত্যন্ত সরল ও বিস্তৃত অভিনব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ইহার সাহায্যে ঐ গ্রন্থের পঠন পাঠন করিতে আর কোন অসুবিধাই হইবে না, এমন কি অধ্যাপকের বিনা সাহায্যেও সূত্র ভাষ্য ও ভামতীর অর্থ অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। আশা করি ইহার দ্বারা অধ্যাপক ও ছাত্র প্রভৃতি সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন, উৎকৃষ্ট কাগজে দেবাক্ষরে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ২।০। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান ভারতীয় শাস্ত্রপরিষৎ, ১০।২ ঠাকুর ক্যাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ইহাতে মূল শ্লোক অন্বয় অনুবাদ, শঙ্করভাষ্য শ্রীধরস্বামি-কৃত গীতা-সুবোধিনী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি কৃত সারার্থবর্ষিণী ও ইহাদের সরল তাৎপর্য্য, শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য কৃত মিতভাষ্য ও পুষ্পাঞ্জলি ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গীতা সর্ব্বজনীন গ্রন্থ ও জগতের সর্ব্বত্র সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমাদৃত, অতএব ইহার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ উদার ও পক্ষপাতশূন্য হওয়া আবশ্যক, কিন্তু প্রাচীন ব্যাখ্যাগুলি প্রায়ই সাম্প্রদায়িকতায় পরিপূর্ণ, সেই জন্য ইহাতে মিতভাষ্য নামক একটি অভিনব সংস্কৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, এই ব্যাখ্যায় কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা না করিয়া যতদূর সম্ভব উদার অর্থই প্রকাশ করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা সকল সম্প্রদায়ই বিশেষ উপকৃত হইবেন। এবং পুষ্পাঞ্জলিতে সরল বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যার দ্বারা গীতার তাৎপর্য্য বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যাহাতে অল্পশিক্ষিতগণও গীতার মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া ধন্য হইতে পারেন সেজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করা হইয়াছে। গীতার পক্ষপাতশূন্য ব্যাখ্যা দেখিবার যদি কাহারও ইচ্ছা থাকে তিনি এই ব্যাখ্যাদুইটির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। আশা করি এই গ্রন্থ পড়িলে গীতার তাৎপর্য্য বুঝিতে আর কোন অসুবিধাই হইবে না। ইহাতেও কোন সাম্প্রদায়িকতা না করিয়া উদার ভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গীতার এইরূপ সর্ব্বজনীন ব্যাখ্যা বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। যন্ত্রস্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुस्तकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा ५ पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar